

পল্লি-বিকাশিনী

২২৪

(নাটক)

“আর্জা আর্জো মুদিতো হুট।
প্রেমধিতে মলিনা কুশা।
মৃতো জিয়তে যা পত্যো সা
স্ত্রী জেয়া পতিব্রতা।”

—:০:—

কলিকাতা

পাতুরিয়াঘাটা—ট্রীট

সাহিত্য-যজ্ঞে
মুদ্রিত।

সন ১৯৮১ সাল।

মূল্য—এক টাকা মাত্র।

পল্লি-বিকাশিনী

২২৪

(নাটক)

দাষ্ট্রা আর্ন্তে মুদিত্তে ধ্বংস প্রোষিত্তে মলিনা কৃশা
মৃত্তে ত্রিয়তে না পত্তো সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ।

—ঃ০ঃ—

কলিকাতা

পাতুরিয়াঘাটা—ষ্ট্রীট

সাহিত্য-যন্ত্রে

ত্রিতারিণীচরণ চক্রবর্তী দ্বারা

প্রকাশিত ।

সন ১২৮১ সাল ।

মূল্য এক টাকা মাত্র ।

পল্লি-হিতানুধ্যায়ী—

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মিত্র

নব্বাশীয়েকে

তদীয়

অকৃত্রিম স্নেহোপহারস্বরূপ

এই পুস্তক

প্রদত্ত হইল।

আধুনিক নাটকের অবস্থা অতীব শোচনীয়। নূতন নাটকের নাম শুনিলেই লেখকের নাম জানিবার জন্য পাঠক মাত্রেই কৌতুহল হয়। লেখক অজ্ঞাত, অপরিচিত হইলে, —পাঠক ভ্রমোৎসাহ হন,—সহসা মনে ঘৃণার উদয় হয়। এই ঘৃণার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের কর্তব্য নয়। আমি ঘৃণার যোগ্য হইলে পাঠক বর্গ অবশ্যই ঘৃণা করিবেন, সে জন্য দুঃখ কি? তবে প্রকৃত-স্বভাবজ্ঞ পাঠকনহোদয়গণের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা যে, তাঁহারা পল্লি-বিকাশিনী আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, এবং তিরস্কার পরে করেন। যদি উৎসাহ পাই তবেই পরিচিত হইব।

ইদানীন্তন পল্লির অবস্থা বর্ণনাই পল্লি-বিকাশিনীর প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা কোন বিশেষ পল্লিকে লক্ষ্য করে নাই। স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবাবিবাহ অভাবে যে সকল ভয়ঙ্কর শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার কিয়দংশ লিখিত হইল। একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া পল্লি-বিকাশিনী সম্পূর্ণ করিলাম। ইহার নায়ক নায়িকা সেই প্রকৃত ঘটনারই নায়ক নায়িকা।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ত্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণু প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় হরিগোপাল মিত্র ও জগদীশ্বর মিত্র বন্ধুত্বের-অকৃত্রিম যত্নে ইহা প্রকাশিত হইল।

নারিকেলডাঙ্গা

১২৮১। ৩রা জ্যৈষ্ঠ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

রমানাথ চৌধুরী
বিশ্বনাথ ও রামদয়াল
হরিনাথ ভট্টাচার্য
কাশীশ্বর
ভোলানাথ
বিনোদবেহারী ।

গ্রামবাসী ।
বমানাথের পুত্র দ্বয় ।
দলপতি ।
হরিনাথের পারিষদ দ্বয় ।
জমিদারের পুত্র ।

বেণীমাধব
নরেন্দ্রনাথ
চারুচন্দ্র
নিপিন নেটিভডাক্তার ।
ভদ্রেস্বর স্ব লক্ষ্যকার

গ্রামবাসী ।

অবলাকান্ত রায়
চন্দ্রলাল মাধব, ইনস্পেক্টর, হা.মি.প.সেরাজ বালক ইত্যাদি ।
রমানাথের জামত ।

বামগণ ।

স্বপ্নকল্প
গনোবদা
কমলা
হবিদাসী
শান্তমণি
শশিমুখী
নিরোদবাসিনী
চন্দ্রমুখী

বমানাথের স্ত্রী ।
বমানাথের কন্যা ।
রামদয়ালের স্ত্রী ।
বিশ্বনাথের স্ত্রী ।
রামনাথের ভ্রাতৃকন্যা ।
বেণীমাধবের স্ত্রী ।
বেণীব ভগ্নী ।
নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ।

কি. বালিক, রাইমণি, ও অন্যান্য গ্রামবাসিনী ।

দুস্প্রাপ্য

পল্লি-বিকাশিনী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।



(রানপুর)

(রতি মণ্ডলের বাটীর উচান ও

চারি জন চাষার প্রবেশ ।)

প্র, চা—১। দুনিয়ার মাচ মার হলো। মাচিপানে তাকাতি পরাণ
হু হু করে। এ দুকুছরে কি খেয়ে বাঁচনবাগা যায়। ঝা কিছু পুঁজি
প্যাটা ছ্যাল সব চাষ আবাদে ঢালায়, তা মেমির দেয়া কে এমনধারা
কর্ষে তা কে জানে, কাচ্চা বাচ্চা গুলো না খাতি পেয়ে গ্যালতাগার মুখ-
পানে তাকাতি চোকি পানি আসে—কি করে, তাগার খোর পোষ চালাই
আত্ দিন তাই ভাবি, তার পর আবার দেখনা সেদিন বাবুগার পেয়ালা
এসে কিনা বল্লে।

ষি, চা—১। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আল্লার ঝা মনে আছে তাই
হবে, ভেবে আর কি করবা বল। আল্লা মোদের সংসারে পেইটেচেন,
আল্লাই নক্কে কর্বে ন।

(ক .)

তু, চা—। আল্লার নামে মোর চাচার চকি পানি আসে—আল্লাই নক্কে কর্বে আল্লার ত আর খেয়ে বসে কাম নেই। কৈ মোর মেজো মুমুন্দির আল্লা নক্কে কল্লে না। সে ত আল্লার নাম করেই চুরি কত্তি গিয়েলো।

চ, চা—। সে না খাতি পেয়েই চুরি কত্তি গিয়েলো, তার স্বভাবডা ক্যান্ডক ভাল।

চ, চা—। আল্লা অমন্ ধারা নোক্কে নক্কে করেন না, সে যতি প্যাটের আল্লাই চুরি কত্তি না বোত, সত্যি সত্যি না খাতি পেয়ে আর মন্তো না। তার ক্যামন কন্ম তেম্নি কল হয়েছে।

তু, চা—। কেন চাচা ও কপাডা বল্লে কৈ। সে জ্যাংলে যাবে বলেই ত চুরি কত্তি গিয়েলো। জ্যাংলে গিয়ে ভাল অকন খোর পোষ পাবে, প্যাটের ভাবনা ভাবতি হবে না বলেই ত সে এই পৈলে চুরি কত্তি বাস।

প্র, চা—। সত্যি হানিগ তার মকদ্দমাতা কি হলো, কতি পারিস্।

তু, চা—। মেরির গ্যাংজেটার সায়েবডা আগে ভাল বিচের করেলো। মুমুন্দি মোগার মোক্তাগার কথা শুনে কি ছাই গ্যাডম্যাড্ করে বল্লে, তাত মোরা কিছুই বুঝতি পাল্লাম না। তার পর মুবুযো চাউর এসে বল্লে সায়েবের বিচেরে ওর ছমাস ফাটক—কি বলবো মামু তার বুকখানা অমান দ্যাড্‌হাত ফলে ওটলো মুমুন্দি অমান বল্লে মুই বার জনিয় কাকরে-লাম মোর তাই হয়েছে, বাবা জ্যাংলে গিয়ে প্যাটভরে খেয়ে বাচবো। ক্যান্ডক খোদাতালা তা করবেন কেন? মোরা গাছতলায় এসে তামুক খাচি এমন সময় এডা এসে বল্লে দূর ছাই মনেও আসছে না। আরে এ কৈ গো হদরপুর বাড়ী কি নামডা ভাল, না মনে কত্তি পাল্লাম না তা এসে বল্লে ওর দশ ব্যাতের হুকুম হয়েছে। শুল্লিপার মোর পরাগডা কোন চোমকে ওটলো।

চ, চা—। মুমুন্দি কি না ওটবে না?

তু, চা—। মাগো মাগু মুমুন্দি বলে নয়—সে যখন ম্যাজেটার সারে-
বের কাছে কৈদে বলে দয় ছুজুর মুই চোর নই মুঠ আর কখন চুরি করিনি,
পোড়া প্যাটের জন্য দাদাঠাউরের গোলার তলা কটো করলাম । যদি
বিশ দ্যাড়েক ধান পাতাম, তাহলি মুই ধরা পড়তাম না । দশ বার আড়ি
খানে মোর কডাদিন যাবে, তাই তেবে চৌকিদার দেখতি পায় মোট
মাতায় করে এমন জাগায় এসে দাড়ালাম, চৌকিদার যোরে ধলে মুই
কিছুই বল্লাম না, তখন ভাবলাম এই কডামাস যদি জ্যাংলে কাটাতি
পারি তবেই এ যাত্রা নক্কে প্যালাম দয় ছুজুর মুই চোর নই, মুই আর
কখন চুরি করিনি, মুই এক ব্যাতও খাতি পারবো না, হয় মোরে জ্যাংলে
দাও, নয় গলায় পাদিয়ে মেরে ফেল ।

প্র—। তার কান্না শুনে মাজেটার কি বলে ?

তু—। কি ছাই বলে তাকি মোরা বুঝতি পারি ।

চ—। সে কেন মায়েবের পায় জড়য়ে ধলে না ।

তু—। হুঁ বড় কল্পর করেলো আরকি ! মেন্নির অ্যাংরাজের মনে কি
দয়া আছে আত্ দিন গোস্ত খাচ্ছে, ম্যাজের উপর বস্ চে, দোতালায় বসে
হওয়া খাচ্ছে ওরা গীরবনোকের দুঃখু কি বোঝবে ।

দ্বি—। আহা হানিপ্ তার কান্নার কতা শুনে মোর কান্না আসচে,
সত্যি সত্যি কি তাকে ব্যাত নাহলে ।

তু—। চাচা দেখনা তার কথা বলতি মোর চকি পানি এয়েচে—
আহা চাচা বকন তাকে এক ব্যাত মাল্লে আর সৈ বকন চিকুর ছেড়ে
ওটলো ক্যাচারি সদ্দু নোক হায় হায় কত্তি নেগলো ।

চ—। সে এহন কেনে আছে ?

তু—। দাদাঠাউরের বাড়ী দা—

নেপাথ্যে । ও হানিপ্—হানিপ্—বড্ডা কে গপ্পেই মস্ত আরে ও
হানিপ্—ওরে তামুক বনে একেচিস মাগু এলো আগে নয় এক ছিলুম
তামুক খাইয়ে গপ্পে বোন্—তেমু নাকি শোনেও হানিপ্—

তু—। আরে ঐ কো মাচারতলায় মালায় আছে । কি বলচেলাম গা
মুয়ু ।

চ—। দাদাঠাউর—

তু—। হ্যাঁ হ্যাঁ । দাদাঠাউরের মত ভাল মানুষ ক্যান্ডুক আর
হবে না । গরিব মান্‌সির দুঃখু অমন আর কেউ বোঝবে না । তার
ব্যাতের দাগে-দাগে যা হয়েছে, দাদাঠাউর তা আকন তাকে চিকিচ্ছে
করাচেন ।

প্র—। (শশব্যস্তে উঠিয়া) মামু তোরা এনে বসে গপ্পে সপপ
কর. মুই চল্লাম । ঐ আবার মুমুন্দির পোয়াদা আস চে, উঃ মুমুন্দির ভির-
কুটী দেখনা ।

দ্বিতীয়, চা—। (লক্ষ্য করিয়া) দূর, ওষে যোগার দাদাঠাউরের
ছাওয়াল । নাটি ঘুরুতি ঘুরুতি আসচে ও ভাবলে পোয়াদা ।

(পঞ্চম চাষার প্রবেশ ।)

নেগো মামু তামুক থা ।

(প্রস্থান ।)

প্র—। তা ওনার কাছে কঁদলি ত হতি পারে ।

(বিনোদ ও বিপিনবিহারীর প্রবেশ ।)

বিনোদ । কি সেরাজ,—সঙ্ক্কার সময় একত্র বসে তমাক খাচ্চো ।

প্র—। এস বাবাঠাউর এস, মাম্‌ ঐ খ্যাড়ের এটে এই দিগি দেত
বাবাঠাকুর বসুক ।

বিপিন—। না হে বাপু তোমাদের এত যত্ন কস্তে হবে না আমরা
বসবো না । তোমাদের একটী কথা বলতে এগেমন ।

প্র—। এজ্ঞে কি কথা বলবা গা ।

বিনোদ—। তোমাদের এই পাড়ায় নাকি সেদিন কার সৰ্ব্বস্ব চুরি
যায় ।

প্র—। এজ্ঞে সে ত মোদের এদিকি না । সে ঐ আস্তার এক চাবার দুট ট্যাঁকা আর একখানা কাপড় কেঁডা কেঁড়ে নিয়েলো, সে কাস্তি কাস্তি আত্মি এসে মোগার বাড়ী থেকেলো, আত পোয়ালি চলে গেল ।

বিনোদ—। তোমাদের সাবধান করে দিতে এ.লম, আজ কাল সৰ্স-ত্রেই চুরি হচ্চে । গরিব লোকের অনাহারে কোমরে তত বল নাই,—গ্রামের মধ্যে যাঁরা ভদ্রলোক বলে ভাণ করেন তাঁদের দ্বারাও দস্যুর কৰ্ম হচ্চে । তোমরা নিরীহ ভাল মানুষ তা আমরা বিলক্ষণ জানি । তোমাদের দুঃখ দেখে আমি গমস্তাকে তোমাদের নিকট হতে খাজনা আদায় করুতে বারণ করে দিয়েছি ।

প্র—। এজ্ঞে কর্ত্তা তবে সোদিন পোয়াদা পেইটেলে কেম ।

বিনোদ—। সে, সে বেটার বজ্জাতি,—সে এলে তোর। মেরে তাড়িয়ে দিস্ আমি হুকুম দিয়ে যাচ্ছি ।

তু—। বাবা ঠাউর খোদা তালো তোমারে সুখে আকুন । না হবে কেন কেমন বাপের ব্যাটা ।

বিপিন—। আজ এক জনের সৰ্সস্ব চুরি গেল,—কাল একজন পথিকের যথাসৰ্সস্ব কেঁড়ে নিলে, এক ভাল লক্ষণ নয়,—এত করা গেল দস্যুর ভয় ত কিছুতেই নিবারণ হয় না ।

বিনোদ—। যে দুভিক্ষ হয়েছে—এতে লোকের অপরাধ নাই না খেতে পেয়ে দস্যুরুত্তি কর্চে । এই মনুষ্যের প্রারম্ভেই এত চোর ধৃত হয়েছে যে জেলে আর ধরচে না ।—এখন গবৰ্ণমেন্টের নুতন আইন হয়েছে চুরি কল্লেই বেত ।

বিপিন—। আর এখানে দেরী করা হয় না, ওপাড়ার লোকদিগকে সাবধান করে দিতে হবে ।

বিনোদ—। তবে হানিপ্, সেরাজ আমি তোমাদের সকলকেই সাবধান কর দিচ্ছি—খুব সজাগ থাকবে; রাত্র একটা পর্য্যন্ত ঘুমিও না—

প্র—। সারাবাত না ঘুমিয়ে কেমন করে বাঁচবো ?

বিনোদ—। সারাবাত কেন বাত একটা—দুই এহর পর্যন্ত ছসি-
য়ার থাকবে কোথায় কিছু শব্দ হলে সকলে মেলে একেবারে ঘাবে ।

প্র—। এজ্ঞে তাই করবো ।

(বিপিন ও বিনোদের প্রস্থান ।)

(যদনিকা পতন ।)

প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্তিক

রামপুর । রমা মাথ চৌধুরীর অন্তঃপুর

মমোরমার শয়নগৃহ ।

(পুস্তকহস্তে মমোরমা আসীনা ।)

মমো—। মাথা মুণ্ড কি পড়ি কিছুই ত ভাল লাগে না । পুস্তকে মনো-
নিবেশ করিতে যাই অমনি নানারূপ ভাবনা অঙ্গসিয়া মনে উদয় হয়, দূর
হোক এ বৈখানা রাখি । কি কুক্ষণে বাড়ী হতে পা বাড়িয়ে ছিলুম, এখানে
এসে একদিনের জন্যও সুখী হলাম না । যখন আমাকে আনিতে গেল,
অল্প পাঠাবেন শুনে আমার কত আনন্দ হলো । অনেক দিন মা বাপের

মুখ দেখি নাই, তাঁদের স্নেহময় কথা শুনিতে কার না আনন্দ হয়। নাথ কত করে বুঝালেন কতবার নিবেদন করিলেন,—আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত করিলাম না। আহা! আগিবার সময় তাঁর চাঁদ মুখ বিষণ্ণ দেখে আমার আর পা বাড়াতে ইচ্ছা হলো না। তখনি যদি বলিতাম, না আমি যাবো না তা হলে কেরি বলতো। ভাল ছাড়া আর মন্দ বলতো না। আজ দেড় মাস তাঁর মুখ দেখি নাই বোধ হচ্ছে যেন দেড় বৎসর। এখানে এসে পর্য্যন্ত এমন একজন সঙ্গিনী পেলুম না যে দুদণ্ড মনের কথা বলি। ছোট বো বেশ আগুদে—তা হলে কি হয়—সে দিন যখন গাচ্ছি কোকিলেরই কুহুস্বরে, হুহু শ্রাণ করে, সে অহুনি বলে ‘তোমরা লেথা পড়া শিখেছ, তোমাদেরই কোকিলের স্বর শ্রাণ হুহু করে, এ পোড়া কপালে লেথা পড়া শিখতে পারবে না কোকিলের স্বরও বুঝতে পারবে না। সে কোথায় গেল, সে যতদূর কাছে থাকে আমি অনেক মুহূর্ত খাকি—দাদা তাকে দেখতে পারেন না এটা তাঁর বড় দোষ। আহা! তার হাঁসি হাঁসি মুখ দেখে আমার এই দুর্দাসহ ভাবনা কিছুই মনে থাকে না। মাতুলস্নেহই আমার কাল হলো—কেনই মাকে দেখবার জন্য মন এত উতলা হয়েছিল।

(হরিদাসীর প্রবেশ এবং পশ্চাত্তাপে

দৃশ্যমান।)

সুখে থাকতে ভুতে কিলোয় তা মিথ্যা নয়, নাথকে কত খানা পত্র লিখলুম, একখানিরও উত্তর দিলেন না—উত্তর দিলেন না সে আমারই দোষ—আমি কেন তাঁকে বারণ করে আসি,—এ কাজটা অন্যায় হয়েছে—না তা হলে পাড়ার লোকে কানাকানি কর্তো—কলেই বা, আমার স্বামী আমাকে পত্র লিখবেন—তাতে লোকের ভয় কি! গ্রামের পুরুষ গুলিও যে রূপ, স্ত্রী গুলিও আবার ততোধিক। পর নিন্দাই এঁদের উপজীবিকা। বেণীরা স্ত্রী পুরুষে উভয়ে উভয়ে পত্র লেখে, বড় অপরাধ—সেই জন্য

ষাটে মাটে কেবল তাদেরই কথা শোনা যায়—দূরহোক ও সব কথা কেন ভাবি,—এখন ত এখানে কেউ নাই সেই গানটাই গাই না কেন ।

রাগিণী বিকিট খাম্বাজ, তাল মধ্যমান ।

হৃদয়েরই ধন প্রিয়তন ভুলে কি রূলে আঁমারে ।

তব প্রেমবারি আশে পিপাসী চাতকী নরে ॥

বিদায় সময় হলে, আসি বলে আসি চলে,

রোধিয়ে নয়নজলে, কেনবা চাহিয়ে ছিলে ;

সে কথা হইলে মনে, জীবন ভাসে জীবনে,

অবলা জীবনধন ক্ষম নাথ অবলারে ।

হরিদাসী—। বাহবা চাকুরী বেশ গাছ । যে গান গেয়েছ কি আর ইনাম দিব এই পানটী খাও ।

মনো—। কে, ছোট বৌ তুই কখন এলি ?

হরি—। এই যতক্ষণ তোমাকে ভুতে কিলুছিল,—তা নাও পানটী দিচ্ছি খাও, মুক্‌নো মুখে রসের কথা ভাল লাগে না ।

মনো—। মুক্‌নো মুখ আবার কোথায় দেখলি—পান না খেলে কি মুখে রস হয় না ।

হরি—। না ভাই খুড়ি, এই যে চোকে জল আছে ।

মনো—। জল কি একটা রস না কি ?

হরি—। তা তোমার বিচারে হলো বৈ কি ।

মনো—। পান খেয়ে আবার মুখে রস করে নিতে হবে পোড়া কপাল মুখের ।

মনো—। না ভাই তোমার দিকি রসের মুখ রসে অমনি টস্‌টস্‌ কচ্ছে—তা পানটী দিচ্ছি খাও ।

মনো । [গ্রহণ করিয়া চৰ্চন ও নিষ্কেপ] একি ! এতে আবার কি দিয়েছিস ?

হরি । কি আবার দেব । (হাস্য)

মনো । আমার সঙ্গেও চাউ ।

হরি । কেন তুমি লেখা পড়া শিখেছ বলে পীর হয়েছ নাকি ? তুমি ত তুমি, এক বার ঠাকুরজামাইকে পাই তবে—

মনো । তবে বলে চুপ কল্লি যে ? •

হরি । চুপ কোল্লাম তোমার মুখ দেখে—ঠাকুরজামায়ের নামে চোক দুটো বড় হয়েছে দেখ—তবে-তবে ঠাকুরজামাইকে আমি নেব ।

মনো । (সহাস্য) আর দাদার গতি ।

হরি । তোমার দাদার গতি তুমি ।

মনো । দুর্ আপদ ।

হরি । এই পানটী খা ভাই পান খেলে তোর চোঁট দুখানি যেমন রাজ্জ টুকটুকে হয় এমন আর কারো দেখিনি, আমি নেয়ে মানুষ, আমারই প্রাণ যেন কেমন কেমন করে । ঠাকুরজামাই তোকে বড় ভাল বাসে না ?

মনো । কেন চোঁট দেখে নাকি ?

হরি । চোঁট লাল ভালবাসার লক্ষণ, বলে—

পানে চোঁট লাল হয় ।

পতি সদা বশে রয় ॥

মনো । ছোঁট বো ভাই রাগ করিসনে, তোদের কতকগুলি কুসংস্কার আছে ; যদি লেখা পড়া শিখিতস্ তা হলে এসব কিছুই থাকতো না । এই দেখ্ সেদিন কাদম্বিনীর হৃদয়বল্লভ এলেন, বেচারাকে খেতেই দিলেন, জল খাবারে চাউ ভাতে চাউ —আবা—

হরি । • ঠাকুরী ভাই রাগ কর না, তোমার একটা দুটা কথা বড় কানে বাজে । যখন শিরোমণি মশার কাছে বোলবে তখন কাদম্বিনের হৃদয়— কি বোলো, আমাদের সোমাদের কাছে কাদির ভাতার বল ।

মনো । আচ্ছা তাই হলো তা অমন ঠাট্টায় কি লাভ হলো, কি আমোদ পেলে ।

হরি । চিরকাল যে লাভ হয়ে আস্চে যে আমোদ লোক পাচ্ছে তাই পেলাম ।

মনো । একজনকে ক্লেশ দিয়ে আমোদ কি ভাল ? আমোদ কি অন্য রকমে হয় না ।

হরি । আমরা তাই মুখ্য মুস্কু মানুষ, আমাদের এই এক রকমই ভাল । তোমরা বিদ্বান্, তোমরা অন্য রকমে আমোদ কর কেউ কিছু বলবে না ।

মনো । আবার এই দেখ, পানে চোঁট লাল হলে পতি ভাল বাসেন বলে, যাঁর চোঁট লাল না হয়, তাঁর পতি তবে তাঁকে দেখতে পারেন না । এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে বিশ্বাস করা বড় অন্যায় । ত্রীর ইহাতে অনেক—

হরি । কি জানি তাই অত ন্যায়শাস্ত্রের বিচের বুঝিনে, লোকে যা বলে তাই বোললাম [মুখেরদিকে তাকাইয়া] ঠাকুরকী বড় ইচ্ছা হচ্ছে ।

মনো । কি ল্যা !

হরি । ঠাকুর জামাই হতে ।

মনো । সে আবার কি কথা ।

হরি । (হাত চুলকাইতে চুলকাইতে) না এমন কিছু নয়—ঠাকুর-জামায়ের জবানী একটা চুমো খেতে । এমন টুকটুকে মুখ দেখে কি—

মনো । তুই যে অবাক কল্লি ! দাদার মুখে চুমো খেয়ে কি আশ মেটে না ।

হরি । আ—। যে মুখ । বলতে কি ভাই, এমন বেয়াদু ভাতার কখন দেখিনি ।

মনো । হরিদাসী আমার এখানে যে সকল কুলবালার সহিত আলাপ হয়েছে, তোমাকেই ভাল বলে জান ছিল, যদি এখানকার মধ্যে কেহ

আমার হৃদয় অধিকার করে তবে সে তুমি, কিন্তু এখন জানিলাম সে ভ্রম ।
যিনি ইহকাল, যিনি পরকাল, যাকে লয়েই সংসার, তুমি আমার সাক্ষাতে
অল্লানবন্ধনে তাঁর নিল্লা করিলে !

হরি । তবু রক্ষে, মুখ দেখে আমার হয়ে গিছলো । ভাই তোমার
যেমন মনের মত ভাতার হয়েছে, আমারও যদি ঐ রকমটা হতো, তবে
আমিও আবার তোমাকে কত নেক্‌চোর দিতে পারতাম । পোড়তে
তোমার দাদার কানায় তবেইসিন্ বুজতাম । বিয়ে হয়ে পর্যাস্ত আর
বাপের বাড়ী আসনি, তবু ঠাকুরজামাই ছেড়ে দিতে চায় না । আমরা
কতবার এলাম, কতবার গেলাম, জ্বাফপও নেই ।

মনো । স্বামী মন্দ হলেও স্ত্রীর কর্তব্য কর্ম অবহেলা করা উচিত নয়,
দাদার অনেকগুলি দোষ আছে, তা বলে সেগুলি তোর মুখে শুনতে ভাল
শোনায় না ।

হরি । ঠাকুরব্বী তুই এখানে এসে পর্যাস্ত আমি কি মুখে আছি বলতে
পারিনে, তুই গেলে যে কি দুঃখে কাল কাটাব এক এক সময় ভাবি আর
কাঁদি । যার জন্মই কেবল দুঃখ ভোগ কর্তে, তার মুখ না হওয়াই ভাল ।

মনো । কেন ভাই তোর এত কি দুঃখ ?

হরি । হেঁসে খেলে বেড়াই মাত্র—মনের আগুণ মনেই জলছে বলে ।

কান দিয়ে শুনি ভাল রাগিনীর পিলু ।

হাত দিয়ে দেখি সই রাবণের চিলু ।

মনো । তোর হাঁসি কান্না আমি ত কিছুই বুঝতে পারি না ।

হরি । কেঁদে কি করবো ভাই—আমার কান্না শুনে একবার আহা
বলে এ সংসারে আমার এমন কেউ নেই । তোর কাছে কাঁদলে পাছে
তোর কোমল মনে ব্যথা লাগে । আর তুই ত দুদিন পরেই যাবি ।

মনো । দুঃখের একটা কথাই বল ।

হরি । তুই ছাড়া আমার ত্রিসংসারে আর কেউ নেই আমায় আর
কেউ ভালবাসে না । বিয়ে না হতে মা আমার জন্মেরমত চোকের আড়াল

হলেন—বিমাতা যেরে এলেন, আমি বাবার বিষ নয়নে পোলায়াম । বিষে হলো জ্ঞান হলো, তাই না হয় সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম করি, তা কেমন কপাল পোড়া, এখানে ও আবার স্বাণ্ডীর বিষ——

মনো । চুপ কল্লি কেন ?

হরি । না ভাই আর বলবো না ।

মনো । কি ! মা তোকে গঞ্জনা দেন !

হরি । না ভাই তুই কিছু বলিস্নে তা হলেই সর্কনাশ, আমার নিস্তার থকবে না, তুই ভাল বাসিস্ দেখে আমাকে কেউ কিছু বলে না তুই গেলে আমার—আমার দুঃখেশাল কুকুর কাঁদবে (রোদন)

মনো । বোন্ তোর দুঃখ আমি ঘোচাবই ঘোচাব ।

হরি । দিদি এয়ে পাষণ চাপা কপাল—হিতে বিপরীত হলে হরি দাসীকে আর পাবিনে ।

মনো । তুই এত আঁমুদে তোর কপালে এত দুঃখ !

হরি । বলে

সুখ দুঃখ হাত ধরা ।

প্রাণটী যেন কাঁচা সরি ;

বসে রাখা বড় দায়,

জেয়াদা আঁচে চটে যায় ।

ঠাকুরবী তোর মুখ দেখলে আমি সব ভুলে যাই—কি বলবো কি বলবো মনে করে এলাম আর মনে নেই । ঠাকুরজামাইকে কি পত্র লিখেছি—একবার পড়না ভাই ।

মনো । বুঝতে পারবি তো ?

হরি । পড় ত ।

মনো । (পুস্তক হইতে পত্র গ্রহণ ও পাঠ)

কি কুক্ষণে আইলাম পিতার ভবনে,
প্রাণনাথ, অবহেলি তোমা হেন ধনে,
আসিবারকালে নাথ, ধরি ছুঃখিনীর হাত,
কেন বা রাখিলে বৃকে বিষন্ন বদনে !
তব হাঁসিমুখ কবে দেখিব নয়নে ?

শতবার দোষী দাসী তোমার চরণে
প্রাণেশ্বর, বহুদিন তব সহবাসে,
তুমি যে কেমন ধন, জানি নাই প্রাণধন,
ঠেকিনাই আর কভু বিচ্ছেদের পাশে;
না জানি পরেশ-গুণ মরিতেছি প্রাণে ।

কেন না বুঝিল মন সে মুখ দেখিরা,
কেন হেন মতি হলো, হৃদয়বল্লভ;
ভেবে ভেবে দিন দিন, তন্ন নম্ন হলো ক্ষীণ
অবল্যুরে রূপা কর, অবলা বান্ধব ।
তোমা বিনে কাঙ্ক্ষালিনী হইয়াছি এবে ।

এস নাথ রূপা করি, ছুঃখিনী আলয়ে ।
সহিতে পারি না নাথ, অন্তর যাতনা ।
এক কার আসি প্রাণ, জুড়াও তাপিত প্রাণ,
হাঁসি হাঁসি মুখে মোরে করহে তাড়না;
হাঁসি মুখ অভিলাষী, আমি অভাগিনী ।

হরি । তোরা ছড়াগুলি যেন আকের টিক্‌লি—পাঁপে পাঁপে রস ।

মনো । চিবিয়ে কেলে খোসা ।

হরি । রসিক লোকের কাছে ঐ—খোসাও রসাল হয় ।

মনো । খুতু দিয়ে ।

হরি । না মুখের অমণ্ডি । ও যা কথায় কথায় তুলে গিয়েছি ।

মনো । (শশব্যস্তে) কি ল্যা ।

হরি । চুম খেতে ।

মনো । তার আর ও যা কি খেলেই পার ।

হরি । ঠাকুরজামাই কেমন করে খায় আগে ভাই বলে দে ।

মনো । তোরা ঠাকুরজামাই খায় আকাশ মুখো হা করে—

হরি । (চুহন) ঠাকুরজামাই খায় এমনি করে না—?

মনো । হ্যাঁ—। আমি একটা খাই (চুহন)

(কমলা ও শান্তনুগির প্রবেশ ।)

কম । কি ঠাকুরবী দুধের সাধ ঘোলে মেটাক্ত নাকি ?

মনো । কাষেই । জেয়াদা ভালবাসা থাকলেই—

কম । তোমরা ইংরেজ, ইংরেজের ম্যাম, কল্‌কাতায় থাক । মাগ ভাতারে দিবা রাত্রি একত্তরে বসবে । একত্তরে টেবিলে বসে ভাত খাবে । ভাই বেরাদারের মুখে চুমো খাবে, তোমাদের কি বল ।

হরি । ঠাকুরবী আমার মুখে চুমো খাওয়া দেখে দিদির হিংসে হয়েছে—ওর গালে একটা খাত ভাই ।

কম । ঠাকুরের কথা শোন না, ভাতার দিবারাত্র চেষ্টায় তবু ত লজ্জা নেই ।

হরি । আমার ভাতার আমাকে মারুক ধরুক তোমার তাতে কি ।

মনো । একি ! হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে কপাল বাধা ।

শান্ত । দিদি এবাড়ীর দশাই এইরূপ ।

মনো । বড় বো তোমার বড় অন্যায্য । ও তোমাকে হাঁস্ তে হাঁস্ তে একটা কথা বল্লে, তুমি তাই শুনে একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠ্লে । ওর মুখ দেখে তোমার একটু দয়া হয় না । তুমি বড় বো—কোথায় ওরে যত্ন কর্বে ও কাঁদলে শাস্তনা দিবে—ওর কে আছে বল দেখি ।

কম । ন্যাও ন্যাও তোমার মুখ নাড়া দিতে হবে না—সস্তি সস্তি ঘাস খাইনে—লেখা পড়াই না জানি সব বুঝ্ তে পারি ।

হরি । কি কথায় কি বুঝ্ লে ।

মনো । তুই চুপ্ কর ।

কম । ঠাকুরকী ভালবাসে তবেই উনি গলে গেলেন ।

শান্ত । কথায় কথা বাড়ে, আর কেন ভাই ক্রান্ত দে ।

কম । না দেখ না । ছুঁড়িকে যত কিছু না বল, বাড়্ য়ে দিয়েছে ।

হরি । তুমি অমন ছুঁড়ী ছুঁড়ী কর না ।

শান্ত । আয় দিদি আমরা ওঘরে যাই, ওরা ঝগড়া করুক ।

(উভয়ের গমন ।

হরি । দাঁড়া ঠাকুরকী আমিও যাচ্ছি—ও খেপীর কথা কি কানে ভুল্ তে আছে ।

(সকলের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।



প্রথম অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রমানাথ চৌধুরীর বৈঠকখানা

বিশ্বনাথ, ও সাধু

আসীন ।

বিশ্বনাথ । তুই না তাদের বাড়ী দুধ যোগান দিগ্ ?

সাধু । (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) এজ্ঞে হ্যা গো ।

বিশ্ব । তবেই হয়েছে তে'র দ্বারায় এ কার্য সিদ্ধি কর্বে, কেমন পার্বে ত ?

সাধু । এজ্ঞে কি কাজ না বলি, পারি না পারি কেমন কবে বল্বে ।

বি । তাকে আবার সব ভে ঝ চুর বল্তে হবে ?—গাঁজা তোয়
হয়েছে কি ? তবে যা একটু আশ্রণ নিয়ে আয় ।

সা । এজ্ঞে তা যাচ্ছি—কথাটা যে সমজাতি পাল্লান না'গা ?

সাধুর প্রস্থান ।

বি । এখানে বসে আজ চার্ জিলিম গাঁজা পোড়াতে হবে । চার-
বার ছিটে টানতে হবে । বেটা যখন নেশায় চুর হবে, তখন একথা বল্বে,
সুধুমুখে বলা হবে না । জানি কি, ও ত একটা ভেমো গওয়ালার ডিম্, কি
কন্তে কি কর্বে । দেখ দেখি কেমন বুদ্ধির কাজ করেছি—আমার বুদ্ধি
নেই বলে কোন শালা—তাকে শালা বলে বল্চি । বাবা হিসেব করে
চলা কত কঠিন ব্যাপার, যে হিসেবী লোক সেই বোঝে—আর (বুকে
করাঘাত করিয়া) অহং অহং কিছু কিছু বোঝেন । সে দিন বাঁড়ুষোদের

বাগানের পাশে ধরা পাড়েছলান আর কি—ভাগ্যে তখন বুদ্ধি যুগিয়ে ছিল
বুদ্ধি তুই ভাই সহায় থাকুলে, আমি কোম শালারেও ডরাইনে । গাঁয়ের
লোকে কানাকানি করে বদমায়েস বলে থানায় এজাহার দেবে—আমার
এই কলাচী কর্কে । শম্মারাম মনে করেন ত গ্রামকে গ্রাম মেচ মার কত্তে
পারেন । কতকগুলো কুলাকার জন্মেছে—গ্রামটাকে উচ্ছন্ন দিলে । ওদের
জালায় ত কিছু কর্দের যো নেই ।

(ভদ্রেখর ও বিপ্লবীরাগীর প্রবেশ ।)

ভদ্রে । কি নিশুবাবু কার সঙ্গে কথা হচ্ছে ?

বিশ্ব । এই—রে । দূর শালারা আর সময় পেলিনে । (গাঁজার
পুটলি মারিয়া) সমস্ত দিন হয়রাণ হয়ে একটু ছিটে টানতে এলান—
ঝাটারি অননি এসে উপস্থিত ; কি নিশু বাবু,—নিশু বাবু যেন ওদের
বোনাউ ।

বিপি । কৈ এখানে ত কাকেও দেখি না ।

ভদ্রে । নিশুবাবুর মনের সঙ্গে ঝুঁকি প্রাণয়, একক হলেই কথা হয় ।

বিশ্ব । ওহে মাথাটা নড় টিপ্ টিপ্ করছে, কি করি বল দেখি ।

বিপি । আহা এমন দিন কি হবে ।

বিশ্ব । কি বল্লে—কিসের দিন হে ।

ভদ্রে । শুভ দিন ।

বিপি । এত করা যাচ্ছে তবু ত বদমাইব্ মনন হয় না ।

বিশ্ব । বাস্তবিক ভদ্রে বদমায়েসের জালায় রাত্রে নিদ্রা যাবার যো
মেই ।

বিপি । ভদ্রে বদমায়েসের জালায় ঠিক কথা বনেছেন ।

ভদ্রে । সেই জন্য আপনার মাথা ধরেছে না ?

বিশ্ব । মনে করত দু দিনেই বদমায়েসের দমন হয় ।

বিপি । হবে—চিরদিন কখনই সমভাবে থাকবে না ।

ভদ্র । ও কে, সাধু না ?

(সাধুর পুনঃ প্রবেশ ও প্রস্থান)

নেপথ্যে । এজ্ঞে ইয়া গো ।

(সাধুর প্রবেশ)

ভদ্র । তুই বেটা এখানে কি কর্ত্তে এয়েচিস্‌ র্যা ।

সাধু । মোরে ডেকে পেইটেলে ন তাই মুই এইচি, নৈলি মোর এ পাড়ায় আস্‌বার দরকার কি । ল্যাও মামা চাউর তামুক খাও ।

(ভদ্রেখরের হুঁকা গ্রহণ)

বিপি । বিগু বাবু ! ওকে ডেকেছিলেন কেন ?

বিশ্ব । আমার ভগ্নিটী এখানে এসেচে, নির্জলা দুধ্‌ যোগান দেবে তাই বলে দিতে ।

বিপি । আপনার ভগ্নি !

বিশ্ব । তোমাদের মনে পড়্‌বে না,—বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত ত এখানে আসে নি ।

ভদ্র । কোথায় বিবাহ হয় ?

বিশ্ব । কলকতায় ।

ভদ্র । তিনি কত দিন এসেছেন ?

বিশ্ব । মাস দুই হবে ।

সাধু । এজ্ঞে কর্ত্তা তবে আকুন মুই চল্লাম ।

বিশ্ব । কোথায় বাবি, বোস্‌ না ?

ভদ্র । ব্যস্ত কি আমাদের সঙ্গে যাস্ একম ।

বিশ্ব । (তামাকু খাইতে খাইতে চীৎকার করে) এই যাই—তবে তোমরা বস, বাড়ীতে কে ডাকছে শুনে আসি ।

ভদ্র । বটে । তবে আমরা এখানে কি করি ।

বিশ্ব । না—না । আমি শীগ্গীর আস্চি । সাধু শোন্ বলি ।

(উভয়ের গমন ।

ভদ্র । সাধু কোথায় যাস্ ?

বিশ্ব । এখনি আস্চে । বস না, ব্যস্ত কি ।

(উভয়ের প্রস্থান ।

ভদ্র । বিপিন বুঝেচো ।

বিপি । ও আর বুঝ্তে বাকি ।

ভদ্র । পাকে চক্রে একবার জালে ফেল্তে পাল্লে হয় তবেই জগের ভাত খাইয়ে দিতে পারি । এই দুর্ব্বৎসর অম্মাতাবে লোক হা হা করে মর্কে,ভাতের মাড়ের জন্য কত লোক হা প্রত্যাশে বাড়ী বাড়ী বসে রয়েছে, ওর কি না ঐত বুদ্ধি !

বিপি । ওরা দুই ভাইই সমান—সেবার মুখুয়ো বাড়ীতে যে ডাকাতি হয় শুন্তে পাই, ওর ভাই তার মধ্যে একজন ছিল ।

ভদ্র । তা হবে আটক কি বুড় বেটার আবার শেষকালে মতিচ্ছন্ন ধরেছে ।

বিপি । বাস্তবিক অমন মিষ্টিমুখ কারো দেখি নাই । চল একবার তার সঙ্গে সাক্ষাত্ করে আসি ।

ভদ্র । না আজ না, সাধুকে এখানে রেখে যাওয়া হবে না শুনেছি

ও বেটাও আবার গাঁজা খায় । ওকে আমাদের পাড়ার অনেকেই বিশ্বাস করে—জানি কি ওর কুছকে পড়ে পাছে বিশ্বাস হস্তা হয় ।

(একটা বালকের প্রবেশ ।)

বালক । ছোট কাকা এখন আসতে পারবেন না—আপনারা যদি যান তবে আমাকে ঘরের দোর দিয়ে যেতে বলে দিলেন ।

ভদ্র । দেখলে খুঁঁমি ?

বিপি । তিনি কি কছেন ?

ভদ্র । মিথ্যা কথা বল না ।

বা । বলে দিলেন—কাজে ব্যস্ত আছেন—কিন্তু গ্যাটার মশায় মিথ্যা কথা বড় দোষ—আপনি সে দিন ঐ জন্য কত বলেছেন—আমি আগে অস্বীকার কোল্লাগ, শুনে মার্ভে এলেন । সাধুর সঙ্গে গাঁজা টিপ্চেন আবার কি পরামর্শ কোচ্ছেন ।

বিপি । অন্তরালে থেকে শুভে পার ?

বা । না মশায় টের পোলে সন্ধান ।

ভদ্র । কি পরামর্শ কিছু বুঝতে পাল্লেন ?

বা । কি জানি মশায় দুজনই গাঁজায় চুর । কাকা বোল্চেন তোরে বিশ টাকা দেব, সে বোল্ছ মুই তা পারবো না ।

ভদ্র । বিপিন ! কি পরামর্শ জানা উচিত হচ্ছে ত ?

বিপি । সাধুর নিকট ভিন্ন আর উপায় নাই ।

ভদ্র । তাই ভাল—এস যাই ।

বালক ব্যতীত উভয়ের প্রস্থান ।

(সাধু ও বিশ্বনাথের প্রবেশ ।)

বিশ্ব । বেটারা গিয়েছে—বাবা বাঁচা গেল । উঃ ভিষ্মদেব আর কি, ওদের দেখে আবার ভয় । যে বেটা গাঁজা না খায় সে আবার মানুষ ! বেটারদের জ্বালায় অস্থির—বাওয়া গেঁজেল গেঁজেল কর গাঁজায় কত মজা তা ত খেয়ে দেখলে না, তা ওর মজা বুঝবে কি । (বালককে লক্ষ্য করিয়া) তুই শালা এখানে কি কচ্চিস্‌র্যা । (কেশাকর্ষণ)

বা । কা—কা কাকা আমি শালা নই—শালা নই—তোমার ভাই পো ভাইপো—চুল ছেড়ে দাও আমি যাচ্ছি ।

বিশ্ব । (চুল ছাড়িয়া হাস্তমুখে) দূর শালা, বলে শালা নই ।

(বেগে বালকের প্রস্থান ।)

কি সাধু কি বল । পঞ্চাশ টাকা দেব বল্লাম তবু হলো না, এই মাগ্‌গি গণ্ডার সময়—

সাধু । আপনি পোঁদ চাঁস টাঁকা দেব দেব ত এই কবার বল্‌চো । এক কুড়ী দশ টাকা দিলিউ মূই একাজে ঘেড়ুইনে ।

বিশ্ব । দূর হুঁবটা । এত লোক মরে ভেনো গওলার মরণ নেই ।

সাধু । এজ্ঞে আপনি মুখ সেম্‌লে কতা কৈও ।

বিশ্ব । সাধু ৩টিস্‌নে । আমি তোকে দুকুড়ী দশ টাকা দিতে চেলাম, তুই বল্লি এককুড়ী দশ টাকা দিলেও পার্‌বিনে ।

সাধু— এজ্ঞে তাই কেন আগে বল্‌লে না । তা মোর তানারে আগে মূদুই ।

বিশ্ব—। তানার আবার করে ।

সাধু— এজ্ঞে মোর ইন্তিড়ী গো ।

বিশ্ব—। খবদার, আর কারো কাছে যেন একথা প্রকাশ করিস্নে ।

সাদু—। এজ্ঞে না, মুই তেমন সাদু নই ।

উভয়ের গ্রহান ।

যবনিকা পতন ।



প্রথম অঙ্ক ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।



হরিদাসীর শয়নগৃহ । হরিদাসী আসীনা ।

মনোরমা ও শান্তমণির প্রবেশ ।

মনো—। একাটী বসে বসে কাঁদছ বোন্ ?

হরি—। ঠাকুরনি! কাঁদবের জন্যে যে আমি জন্মেছি, আমি কাঁদবো না ত কে কাঁদবে বল । ভাতার আমাকে দেখতে পারে না আমি সে দুঃখ করিনে—সকলের ভাগ্যে সমান ভাতার হয় না । সে আজ মাল্লে—কাল দুট মিষ্টি কথা বলে—আমি সকল দুঃখ ভুলে গেলাম । দিদি আমাকে কথায় কথায় গল্পনা দেন, স্বাস্ত্যুড়ী বিষচক্ষে দেখেন, আমি কার মুখ দেখে জীবন ধরি বল দেখি ভাই ! তাই না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে দুদিন স্থির হয়ে থাকি, তা সেখানেও আবার সেই পোড়াকপালীর জ্বালায় তিষ্ঠবার ষো নেই । চোখের জল সার করে সংসারে এসেছি, চোখের জল সার করে

ধেতে হবে । তুই যে কটাদিন এখানে আছিস, হরিদাসী আর কাঁদবে না । তুইও যাবি হরিদাসীও যাবে ।

শা—। কোথায় ল্যা ।

হরি। যেখানে স্বাস্থ্যের গল্পনা সৈতে হবে না, দিদির মুখনাড়া শুনতে হবে না, ভাতারের কাঁটারবাড়ী খেতে হবে না, আমি সেখানে যাব ।

শা—। সে আবার কোথায় ল্যা ।

হরি—। কেন, আমার মায়ের কাছে (রোদন)

মনো—। বোন তোকে আমি আপনার ভগ্নির মত দেখি, তোর চোখে জল দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় । তোর এমন ভালবাসা স্বভাব, তোর কপালে পরমেশ্বর এত দুঃখ লিখেছেন । হা—পরমেশ্বর ! তোমার মনে এই ছিল, এমন অবলা গরলার দুঃখ দেখলে যে পাষণ গলে যায় । নাথ ! অভাগিনীর প্রতি কি তোমার কৃপাদৃষ্টি হবে না ।

(রোদন)

শাস্ত—। দিদি তুমিও দেখি' পাগল হলে । ছোটবোর ঐ একরকম দশ', হাঁসি বলে হাঁসি কান্না বলে কান্না । ও যদি মান্যে থাকে কার সাধ্য ওকে কে কি বলে । ওর মনটা বড় খোল', পেটে একখান মুখে একখান নেই, উচিত কথা সকলকেই বলে, সেই জন্যই ত ওকে কেউ দেখতে পারে না ।

হরি—। ঠাকুরব্বী চুপ কর ভাই আমি চুপ করেছি । আমার দুঃখ দেখে তুই এই প্রথম কাঁদলি, আর কখন কেউ কাঁদেনি । তোর কান্না দেখে, কোথায় কান্না বাড়াব, তা ভাই পাল্লায় না । পাল্লায় না কেন, মনে একটা আনন্দ হলো, মনে জাস্তায় আমার দুঃখে চোখের জল কেলে এ সংসারে আমার এমন কেউ নেই ।

মনো—। বোন্ তোর মনে নাকি বিন্দুমাত্র মলিনতা নাই তাই তুই এ কথা বল্ছিস । তোর দুঃখের কথা আমি 'ওবাড়ীর দিদিমার মুখে সব শুনেছি—মাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলতে তিনিই বারণ করে দেন—সেই জন্য বলি নাই । আমি তোর কাছে সর্বদাই থাকি, মার তাতে কত মন ব্যাজার । পিতার নিকট বল্লেম তিনি মার রায়ে রায় দিলেন বোল্লেন, আমি কি করবো । ছোড়দার নিকট কোন কথাই বলবের উপায় নাই, তাঁর সাফাতে যেতেই আমার ভয় করে । কাল তোকে প্রহার করেছেন শুনে ইচ্ছা হলো, যাই একবার দুট কথা বলে আসি—কিন্তু সাহস হলো না ।

হরি—। ঠাকুরবী দেখেছা কি, এবার মরে পুরুষ হবো ।

মনো—। কি আশোদ করিস্, ভাল লাগে না ।

হরি—। না, সন্তি, মা'হরি ।

শান্ত—। দেখলে দিদি ওর রকমটা, হচ্ছে ওর দুঃখের কথা ও করে রক্ত । সাথে বলি ও একটা পাগল ।

মনো—। বোন্ আমি তোর দুঃখের কথা শুনে, যেমন মনে বাথা পেয়েছি কথায় বলে জানান যায় না । যদি অন্য কোন উপায় থাকতো তোর এ সংসার কষ্টে হতো না । তা বোন্ কি কর্বে । জগদীশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাঁর কোন না কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে—এই দারুণ দুঃখের সময় কিছুই জানতে পারচোনা পরে জানবে ।

শান্ত—। দিদি ছোটবোর আমাদের কোন দোষ মেই—কেবল মুখদোষ । কারো অন্যায় দেখলে চুপ করে থাকতে পারে না, কেউ কোন অন্যায় কথা বল্লে সহ্য কর্তেও পারে না । ও যদি অন্য ঘরে পড়তো ওর দুঃখের সীমা থাকতো না । এ সংসারে উচিত কথা বল্লে তিষ্ঠন যায় না, কেউ ভালবাসে না, ও তা বুঝবে না । আমি কত দিন বলেছি আমার কথায় কান দেয় না । পাড়ার মেয়েরা কি উচিত কথা মানুব !

মনো—। বোন এ বাড়ীর মেয়েরা ভাল নয় বলে কি সকল বাড়ীতে—

শান্ত—। সকল না হোক, অনেক বাড়ীতে এইরূপ দেখা যায় ।

মনো—। ছোটবোঁ ! তুগি আর দুঃখ কর না, তোমার মত সরলাকে পরমেশ্বর যদি সুখী না করেন, তবে তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে।

হরি—। তাঁর দয়ার পোড়াকপাল, তাঁরও পোড়াকপাল, যখন মায়ের কাছে যাব, তখন তিনি একেবারে দুয়া কর্কেন । (রোদন)

মনো—। সত্য সত্যই মর্বি নাকি বোন । না বোন, এমন কাজ করিস্নে । তুই যাতে সুখে থাকিস, আমি এমন কাজ করে যাবো, তোর আর উচ্চ কথা শুনেতে হবে না,—দাদার এহার আর খেতে হবে না—বোন এমন সোণার লতা অকালে ছিন্ন করিস্নে । (রোদন)

হরি—। না ভাই আমি মরবো না তুই চুপ কর—তোর চোকে জল, আমার প্রাণে সহ্য হয় না ।

শান্ত—। ছোটবোঁ কাল দাদা তোকে মেরেলেন কেন ?

হরি—। না—সে কথায় কাজ কি ?

মনো—। তা দোষ কি ? আমাদের কাছে বলবে বৈতনয়—আর কার কাছে না বলেই হলে ।

হরি—। ঠাকুরবী বলচেন, তবে বলি—ভাই সে ত রাত্রে প্রায়ই ঘরে থাকে না, প্রথমে রাত্রে একটু ঘুমোয়, তার পর কোথায় যায়,—কে জানে; জিজ্ঞাসা কলে, আনাকে বলে না । তোর হলে দেখি আমার কাছে শুয়ে আছে—কোন কোন দিন বা আসেই না—তা ভাই আমার কোন দিন কর্কে ক্রটি হয় না । কাল ডিবেপুরে পান ভোগের করে রেখেছি আগে নিয়ে যেতে ভুলে গিছলাম—বিছানায় গিয়ে মনে হলো—অমনি তাড়া-তাড়ি ছুটে এলাম—এসে দেখি পানের ডিবে দিদি নিয়ে যাচ্ছেন । আমি গেলে আমাকে বল্লেন, ‘ কত সাধ যায়রে চিতে, মনের আগায় চুটুকী দিতে ’ ডিবেপুরে পান নিয়ে গিয়ে ভাতারের সঙ্গে রন্ধন কর্কেন ।

মনো । তুই কি বল্লি ?

(ঘ)

হরি। আমি বোল্লাম তোমার ভাতার ভাতার আমার কি ভাতার নয় ! কেন সে কি ভেসে এসেছে ।

মনো । তার পর । স্বামীকে সে বলে 'সে' কথা বল না, কত দিন বলেছি ।

হরি । তার পর বলো যা, যা এ পান পাবিনে । আর একটাও পান নেই যে আমি তোয়ের করে নিয়ে যাই । কাছেই গিয়ে শুয়ে থাকলাম । আমার যখন একটু একটু ঘুম এয়েছে তখন —সে—তিনি এলেন, এসেই বলে পান কৈ ? আমি গমুদায় কথা বললাম । শুনে বললেন তোর সব বজ্জাতি । আমি তা—তার গা ছুঁয়ে দিকি কলাম, শুনলেন না । ডেকরী, হারামজাদী বলে গাল দিতে দিতে খোঁপা ধরে একটান মাল্লেন —খোঁপা খুলে গেল । তারপর বিউনি ধরে মার্ভে লাগলেন । আমি পায় জড়িয়ে কান্ডে কান্ডে বোল্লাম (রোদন)—আমায় আর মের না—আমার আর কেউ নেই । তুমি য—দি আ—মা—কে এইরূপ কর্কে তবে আমি কা—কার মু—মুখ দে— (কণ্ঠ রোদ) ।

মনো । (দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া) চুপ্ কর বোন্ আর শুন্তে চাই না ।

(নিরোদবাসিনী, শশিমুখী ও

কমলার প্রবেশ ।)

কম । এই যে ঠাকুরবী এখানে আছেন ।

নিরোদ । এ কি ! ছোট বোঁ ক্রন্দন কচ্ছেন কেন ?

কম । ওর কান্নার কথা কেন বল, নাঙা চকে পানি নেগেই আছে ।

মনো । নিরোদবাসিনী, সৈ, আজ্ আগার পরম পোভাগ্য আজ প্রাতে যার মুখ দেখে উঠে ছিলেম এখন প্রত্যহ তার মুখ দেখে উঠবো ।

(কমলার প্রস্থান ।)

নিরোদ । মনোরমা ! উভয়তই ঐ রূপ । তুমি এতদিন এসেছ
আমরা কাল শুনলৈম, কালই আস্ তেম পাড়াস্তর বলে আস্ তে পারি
নাই ; গ্রামের দশা ত শুনেছ, পথে ঘাটে বার হতেই ভয় করে । বাল্য-
কাল হতে—বিয়ের পর, তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, চিন্তেপারবে কি
না সেই ভাবনা হয়েছিল ।

মনো । দিদি ! বাল্যকালে যাদের সহিত একত্রে খেলা করেছি,
যাদের না দেখলে কণকাল জীবন ধারণ করা ভার বোধ হতো, তাদের কি
সহজে ভোলা যায় ।

শশী । সৈ আমি তোমার উপর রাগ করেছি । চল ছোট বোঁ আমরা
ঐ ঘরে গাই ।

মনো । কেন সৈ (বাহু দ্বারা গলা বেঁধে)

সেই জানে কত মুখ পুনঃ সংমিলনে,
যেই জন দহিয়াছে বিচ্ছেদ দাহনে ।

শশী । আর তোমার ভালবাসা জানাতে হবে না—যা আছে একটু
আদটুই ভাল,—জেয়াদা হলে গাল পড়বে——

ভালবাসা কথায় ভাল,
কাজে কিন্তু নয় রসাল ।
ভালবাসার এমনি গুণ,
পানেন্ন সঞ্চে যেমন চুন ;
কম হলে সেই লাগে ঝাল,
জেয়াদা হলেই পোড়ে গাল ।

হরি । বাহবা শশী দিদি বেশ বলেছিস্ যেমন গাল করে বলেছে

ভেমন জবাব হয়েছে । কি—কি—পানের সঙ্গে চুন, কি আর একবার বল না ভাই ।

শশি । ভালবাসা কথায় ভাল ।
 কাজে কিন্তু নয় রুসাল ।
 ভালবাসার এননি গুণ,
 পানের সঙ্গে যেমন চুন,
 কম হলে সেই লাগে বাল,
 জেয়াদা হলেই পোড়ে গাল ।

হরি । দিব্য ছড়াটি, কোথায় শিখলি ভাই ?

শশি । কবিতাটি একখানি কেতাবে আছে—কিন্তু সেখানি আজও ছাপান হয় নাই ।

হরি । শশি দিদি আর একবার বল না ভাই, তোর পায় পড়ি, আমি শিখবো ।

শান্ত । ছোট বোঁ ছড়া পেলে আর কিছু চায় না । এই কাঁদছিল ছড়া শুনে সকল কান্না তুলে গেল ।

নিরোদ । ভাল কথা, আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোরুন মনে কচ্ছিলেম ।

মনো । (গলা ছাড়িয়া) ও কথায় কাজ কি ভাই,—অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ হলো অন্য কথা বল ।

নির । ছোট বোঁকে বড় বোঁ না কি বড় গঞ্জনা দেন ?

শান্ত । শুধু বড় বোঁ বলে নয়, ওরে বাড়ীর কেউ দেখতে পারে না ।

নিরো । এ বড় অন্যায্য, আমি শুনেছি, ছোট বাবু ওকে গ্রহণ করেন, বড় বোঁ তাড়না করেন,—এখন ওর কান্না দেখে যে কথা বলে গেলেন তাতেই ওকে যত ভালবাসেন জানা গেল—আবার শান্তুড়ী গঞ্জনা দেন ।

আমাদেরও সংসার আছে আমাদেরও স্বাশুড়ী ভাজ সকলই আছেন, কৈ কারো মুখে ত কখন উচ্চ কথা শুনি নাই।

শান্ত । অন্যায় কাজ কল্লে, না বলা আবার অন্যায় আমার স্বাশুড়ী আমার অন্যায় দেখলে বকেন, পরক্ষণেই আদর করে ডাকেন, আমি সব ভুলে যাই।

নিরো । এ কালে কি আর স্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনা আছে। স্বামী কর্মক্ষম হলে সকলেই হস্তগত হলো। তখন কোন অন্যায় কাজ হলেও ভয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারে না। তখন তিনি হলেন গিমি, পাছে গিমি রাগ করেন, সকলে ভয়ে জড় সড়। আমি ইচ্ছা করেও কত অন্যায় কাজ করেছি—কাব মুখে কখন উচ্চ কথা ত শুনি নাই।

হরি । আমাকে ভাই তোদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারিস্ ?

শশি । তাও আবার বলি ভাই, বোঁয়ের অন্যায় দেখলে স্বাশুড়ী কি অপর কেহ কোন কথা বলতে পারবেন না, সেটা স্ত্রীর নিন্দা টে পোঁর-ষের কথা নয়। এরূপ হলে স্ত্রীপুরুষের ঐক্য কখনই সুখের হয় না। স্বামী তৈজগ না হলে এরূপ ঘটে নী।

মনো । স্ত্রীগণ ভালরূপ সুশিক্ষিত হলে স্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনার কারণ থাকে না, স্বামীও তৈজগ হন না।

শশি । পল্লিগ্রামে স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী প্রচারিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ; সেটা ভবিষ্যতের জন্য কিন্তু আশু কোন উপকার দর্শে না। স্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনা পল্লিগ্রামেই বেশী। স্বাশুড়ী প্রথমেই বাহাকে যে চক্ষে দেখেন তাহাই চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়—যদি বিষচক্ষে পড়িলেন তবে তিনি বিদ্যাধরীই হউন, বা বুদ্ধিমতী হউন সেই বিষচক্ষে চিরকাল থাকিলেন।

মনো । আমাদের ছোট বোঁকে বাড়ীর কেহ দেখতে পারে না, কেবল উচিত কথা সকলকেই বলে বোলে। যদি সকলই শিক্ষিত হইত তবে ওকে কে না আদর করিত—কে না ভালবাসিত। পল্লিগ্রামের

অবস্থা অতি শোচনীয় না হলে এমন সরলা রমণী কখনই এত ক্লেশ পাইত না ।

শশি । কি পল্লি, কি সহর স্ত্রীগণের অবস্থাই অতি শোচনীয়, শতকের মধ্যে পাঁচ জন মুখী—প্রকৃত মুখী—হলে আর সকলকে তাহাই বলা যায় না, কেন সৈ তুমি বহুকাল সহরে বাস করেছ তুমিই বল না কেন ।

মনো । কলিকাতা হলো একটা সহর, সেখানে রকম রকম লোক আছে, তা'বল সেখানকার সকলের অবস্থা মন্দ, আর তাঁরাই যে মন্দ এমনটা নয় । এখন সেখানে স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী যে রূপে প্রচারিত হয়েছে যদি সর্বত্রই এ রূপ হয়, তবে সংসার কি সুখের স্থান হয় বলা যায় না । স্নেহ, ভক্তি, প্রণয়, অনুরাগ, সকলের মনে সমানরূপে জাগরিত থাকে । কবিতা সংসারকে তাম্রসমাকুল সমুদ্র বলে বর্ণনা করেন, যদি স্ত্রী শিক্ষা চর্চা সর্বত্রই হয়, তা হলে তাঁদের এবম্প্রকার বর্ণনা কাপ্পনিক বলে বোধ হয় ।

শশি । গৈ কলকেতার বাসিন্দা কিনা, তাই কলকেতাকে অত বাড়ীছেন । সেখানে স্ত্রী শিক্ষা উত্তম হয় তা স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার মত কার্য হয় না ।

মনো । কি হয় না ।

শশি । দেখ সই আমরা মেয়ে মানুষ—সংসার ধর্ম্মই আমাদের প্রধান কাজ—লেখা পড়া জ্ঞান্লেম জ্ঞান হলো, বুদ্ধি হলো আরো ভাল হলো । সহরে বল দেখি তাই কোন স্ত্রীলোকের—ভাল বিদ্যাবতীর মধ্যে বলছি—কোন স্ত্রীলোকের সংসারের প্রতি যত্ন আছে ?

মনো । অনেকের আছে তুমি বিশেষ জান না ।

শশি । অনেকের নাই আমি বিশেষ জানি ।

হরি । দুই সৈতে ঝগড়া করে না কি ?

নিরোদ । আমরা পাড়াগায়ে মানুষ পাড়া গাঁর কথা বল আমাদের সহরের কথায় কাজ কি ।

শশি । সেখানকার স্ত্রীলোকেরা—সই বলে রাগ কর না—বাবু । এখান হতে যারা যান, তাঁরা যে পা কোথায় রাখবেন ঠিক পান না—আমার এককালে এইরূপ হয়েছিল । রাঁদুনীর অমুখ হয়েছে, স্বামী আকিসে যাবেন—বাবু আগুনের তাতে যেতে পাল্লেন না—সোণার অঙ্গ মলিন হবে স্বামী যেন রামবল্লভ, কোন কথা বলতে পারেন না হয়ত না খেয়েই গেলেন ।

মনো । যাঁরা পল্লিগ্রাম হতে যান তাঁরা—

শশি । সেখানকার বাসেন্দাদেরও জানা আছে । স্বামী আকিসে যাবেন, পান তোয়ের হয় নাই । স্ত্রী নবীন তপস্বিনী পড়ছেন, পড়া ফেলে উঠতে পাল্লেন না এরূপ—

মনো । দুই এক জনের দৃষ্টান্ত দেখে সকলের চরিত্রে দোষারোপ করা ভাল নয় ;—এখানে যেকূপ দেখছি—সহরবাসিনীরা সর্বাংশেই সুখী ।

শশি । তার সন্দেহ কি, সুখ না হবেই বা কিসে । নিজের কোন কর্মই কত্তে হয় না । শয্যা হতে উঠে তানাক পোড়ার পরিবর্তে 'সেরখানি আমা' ইট চিবিয়ে স্নান হয়—পরে আহার—আহারের সময় বিষমব্যাপার; বাবুরা ভাতে পোড়া ভাত খেয়ে আকিসে যান, গিন্নিদের রাঁদুনিকে পাঁচ সাত খান তরকারির ফরমান হয় । বৈকাল হলে চুল বাঁধা—সাবান দিয়ে অঙ্গ পরিষ্কার করা—স্বামীর মনোরঞ্জনের ক্রটি না হয় । সেখানে স্বামীর নিকট যা চাও তাই পাবে কিন্তু স্বামীকে পাবে না ।

হরি । তোদের ভাই রকম কি—এনি দেখা শুনা কর্তে, দু দণ্ড আশ্রয় কর শুনি, না এদেশের কথা, ও দেশের কথা, এত কথাও জানিস্ ! তোরা পণ্ডিত তোদের আশ্রয় আচ্ছাদ কেমন, তাই শুনে ইচ্ছা করে ।

মনো । ময়ের কাছে দেশের খবর, সই এ কথাটা ঠিক বলেছেন । তবে আজ কাল কেশব বাবুর সমাজ হয়ে অনেকের স্বামীর স্বামীত্বে দখল হয়েছে ।

নি। সেখানে স্বামীর নিকট যা চাও তাই পাওয়া যায়,—যে গহনা চাও তাই দেন—এত ভালবাসেন, তবু তিনি স্ত্রীর হলেন না এ আবার কেমন কথা ।

শশি। দিদি ! অঙ্গে দশ খানা গহনা দিলে কি ভাল বাসা হয় । যারা স্বামীর নিকটে থেকে স্বামী সহবাস মুখ বঞ্চিতা---তাদের মত হত-ভাগিনী আর নাই । তাঁরা দশ খানা গহনাই অঙ্গে দেন, আর নিজে মুখে আছেন বলে যতই গরী করুন, তাঁরা অন্তরে অন্তরে যে যাতনা ভোগ করেন, তাঁদের সেই অন্তর্যাতনার সহিত তুলনা কল্পে আমাদের ছোট বোঁ বরং মুখে আছে ।

হরি। কি বলি ভাই আমার চেয়েও দুঃখিনী আবার আছে? আমি তবে একটু হাসি । (হাস্য)

শশি। (হাসিতে হাসিতে) এমন লোককেও গঞ্জনা দেন । কল-কেতায় স্বামী—সকলের না হোক—অনেকের বশে থাকতে পারেন কিন্তু কাছে থাকতে পারেন না । সেটী স্বামীর দোষ নয়, মাটির দোষ । সেখানে তাঁকে আগে খায় মদে, পরে বেশাখ । হা মদ কি কুক্ষণে [তুই তারতভূমিতে পা দিয়েছিলি, এমন সোণার পুরী একেবারে উচ্ছন্ন দিলি ! কতকুলকামিনী সর্বস্বধন হৃদয়বল্লভকে দুরাচারের হাতে সমর্পণ করে অদ্যাপিও দারুণ বৈধবাদশা ভোগ কচ্ছেন । কত শত কুলকা-মিনী বেশ বিন্যাস করে, পতির প্রেমালাপে যামিনীযাপন কর্কে ভেবে—প্রদীপ জ্বলে, একখানি পুস্তক হাতে লয়ে পড়ছেন না পড়ছেন, স্বামীর আশাপথ চেয়ে আছেন—কোথায় কিছু নড়লো—ঐ বুঝি নাথ এলেন—তাড়াতাড়ি শয্যা হতে উঠলেন, ক্রমে দশটা, এগারটা, দুপুর, একটা বেজে গেল—প্রাণনাথ এলেন না, হাপুস নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে শয়ন করিলেন ।

মনো। বস্তুতঃ তাই স্বামী মুখ না থাকলে সকল সুখই দুঃখের কারণ । কলকেতায় পুরুষগণ স্ত্রী শিক্ষায় যেমন উৎসাহ দিতেছেন,

সেইরূপ যদি তাঁদের স্বভাব সংশোধনে উৎসাহ দেন তবেই অবলাগণের দুঃখ ঘোচে, নচেৎ তাঁদের বিদ্যারস পান করিয়ে দুঃখের ভাগিনী করা—তাঁদের দুঃখানলে আছতি দেওয়া । স্বামী অসচ্চরিত্র হলে যে স্ত্রী লেখা পড়া জানেন না—বরং ভাল থাকেন । যিনি লেখা পড়া জানেন, তাঁর হাজারমুখ হলেও দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না ।

শশি । তা আর বলতে, কিন্তু পুরুষরা তা শোনে কৈ । এত সংবাদ পত্র হলো,—মদের বিরুদ্ধে, বেশ্যার বিরুদ্ধে কত আইন জারি হলো । দিন দিন মদের দোকা, বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ত হলো না । হবে কেমন করে? শুন্তে পাই যাঁরা মদের বিরুদ্ধে লেখেন তাঁদের মধ্যে অনেকে মদ খান ।

হরি । ‘পাণ্ডিতে পাণ্ডিতে স্বন্দু মৃগে’ বুঝবে কি,—বাই ভাই কাজ দেখি গে—তোমাদের ন্যায় শাস্ত্রের বিচের শুন্নের আর সময় নেই ।

মনো । সেইচূপ কর আর কেন—আমাদের কথা ত কারো কানে উঠবে না—তবে বুঝা বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি ।

শশি । ভাই কথা পাড়লে ত আর একটা কথা বলে চূপ করবো । আমি একবার কালিঘাটে গিয়েছিলেম যেতেন না শ্বশুরী অনুরোধ কল্লেন তাই গেলেম—

নি । বড় বেশি বেল গেল আর না—না বোঝেন । মনোরমা তোমার কাছে বিদ্যাসুন্দর আছে কি ?

মনো । না, দিদি আমরা অল্প লেখা পড়া জানি, আমরা বিদ্যাসুন্দরের মর্ম্ম কি বুঝবো ।

শান্ত । কথাটা শুন্তে দিলে না ।

নি । ও আজ থাক কার্ল হবে—তা ভাই কামিনীকুমার কি রসিক তরঙ্গিনী যা থাকে একখান দাও, পড়া হলে দিয়ে যাব । স্বশুর বাড়ী হতে আসবার সময় আমি বোয়ের বাস্কেল আনত ছুঁল গিছলেম ।

মনো । দিদি তুমি যে সব পুস্তকের নাম কল্লেন এসব শুনেছি খারাপ

মন সহজেই কদর্য্য করে—বিশেষতঃ বারী অল্প লেখা পড়া জানে । শ্রী
লোকের মন চিনের কাগজ—একটু জল পড়লেই গলে যায় ।

নি । আমার প্রাণেশ্বরও কত দিন বারণ করেছেন—তা—তা বোন
এ এমন জিনিষই নয়—ও রস একটু পেটে গেলে সহজে ভোলা যায় না ।
আমি কত দিন মনে করেছি এমন কেতাব আর পড়বো নী—

শশি । এ দোষের কথা, খারাপ কেতাবে মন দেওয়াই অনায়াস—
তুমি ত এত দিন আমাকে এ কথা বল নাই—ঠাকুরকী একথা আজ
তোমার মুখে শুনে বড় দুঃখিত হলেম । আমার কাছে এত ভাল ভাল বৈ
রয়েছে তুমি এতদিন বল নাই কেন । আমাকে পড়তে দেখুছ,—তবু
তেমন মনোযোগ দিয়ে শোন নাই কেন—তুমি সয়ের কাছে কামিনী-
কুমার, রসিক তরঙ্গিনী চাইতে এসেছ হি, হি হি ।

হরি । নারোদ, নারোদ ।

নি । বড় বো ভাই চুপ কর আমার ঘাট হয়েছে ।

হরি । এইরে—খানকায় ঘাটমান্‌লি, চলুক না খানিক । এরা দুই
সয়েতেই সমান—মুখ ভার অমনি এক কথাই হয়ে পড়ে ।

শশি । সই তোমার প্রাণকান্ত কি তোমাকে পত্র লেখেন ?

মনো । না সই সে আমারই দোষে । শিরনানে নাগ দিয়ে ত লিখতে
পারেন না,—তবে কার কাছে দেন এই জন্য আমি পুকেই বারণ করে
এসেছি

শশি । কাজটা ভাল কর নাই । দেখ এক প্রাণেশ্বরই অবলার সর্বস্ব
ধন । হৃদয় বল্লভট, অবলা হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠিত দেবতা । তাঁর—

হরি । প্যাণেশর প্যাণবলব, হৃদয়—ত তোদের কথায় কথায় ওত
জংকিস্তে কাজ কি, ভাতার বল যে সকলেই বুঝবে ।

শশি । (হাস্য করিয়া) আমার হৃদয় নাথ আমাকে পত্র লেখেন
সে জন্য অনেকে অনেক কথা বলেন—পুরুষের মধ্যে ও একথার আন্দো-
লন হয়, বড় অনায়াস । তা ভাই লোকের কথা শুনে কেন আপন ধনে চোর

হব। যে স্বামীকে চোকের আড়াল কর্তে হৃদয় কাতর হয়—যাঁর প্রেম-
পূর্ণ মধুরালাপ শুনে মন লালায়িত হয়—সেই জীবন সর্বস্বকে বিদেশে
রেখে—তাঁর প্রেমলাপ না শুনে, কিরূপে হির থাকা যায়। আমি ত কথ-
নই পারি নে ভাই।

এহেন দুঃখের কালে কেবল সজ্ঞানী,
দারুণ বিরহ জ্বালা নিবারিতে পারে,
বিনা প্রেমপরিপূর্ণ নাথের লেখনী।
শান্তিনিকেতন মরি দুঃখের আগারে।

মনো। তা মই একবার করে বলচো। আমি বারণ করে যে দুঃখে
কালযাপন করি—তা মনই জান্ছে, আর অন্তর্যামী জগদীশ্বরই জান্ছেন।

শশি। মই আমার স্বামী আস্চে শনিবারে আসবেন, তাঁকে সঙ্গে
করে আনেন লিখে দেব ?

মনো। বেণীবাবুর সহিত তাঁর তো আলাপ নাই ?

শশি। তুমি তাঁর ঠিকানা জান, আমার কাছে লিখে দাও আমি
পত্রের মধ্যে পাঠয়ে দেই—তিনি অনুসন্ধান করে লবেন।

মনো। সে পরামর্শ মন্দ নয়—কিন্তু ভাই তেমন কপাল নয়।

শশি। তিনি যদি আসেন, আমাকে কি দেবে।

মনো। আমি ত তোমারই আছি। তাঁকে চাও তাও দিতে পারি।

হরি। ভাই আমার ইচ্ছে করে তোদের কাছে অম্নি করে ভাতারের
কথা বলি। *

নি। কথায় কথায় বেলাটা একবারে গিয়েছে—(উঠিয়া) আয় বড়
বৌ যা হয় ত কত বোকুবেন কন—আয় আজ যাই কাল আবার সকালে
আস্বো। *

(সকলের প্রস্থান ।

ষবনিকা পতন

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

(রাগপুর)

প্রাস্তরবর্তী বটবৃক্ষ তল ।

নরেন্দ্র ও বির্নোদ আসীন ।

নরেন্দ্র । কি সর্বনাশ হলো ! অনাভাবে লোকের এত দুর্গতি চক্ষে দেখে যে আর থাকা যায় না । সেই রমণী ও বালকটির কথা মনে হচ্ছে আর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে । ইংরাজাধিকৃত হয়ে পর্য্যন্ত বঙ্গের এমন দূরবস্থা কখন হয়েছে কিনা মনেহ । হা নিখিল নিধান মঙ্গলময় পরমেশ্বর—চতুর্দিক হতে হা হা রব উঠলো—কোটা কোটা লোকের ক্রন্দন ধ্বনি আর্ন্তনাদ তোমার কর্ণে কি প্রবেশ করিবে না নাথ । দয়াময় তোমার যে অপার মহিমা—তুমি যা কিছু কর সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য । এই দুর্ভিক্ষে তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য কি, আমরা মূঢ়মতি তাহার কিছুই জানি না । দয়াময় ভ্রাতৃগণের দুঃখ চক্ষে দেখে যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—নাথ একবার চেয়ে দেখ, তুমি চাহিলে ভারত সম্ভ্রান আর কাঁদিবে না—

হে নাথ অনাথ নাথ নিখিল জীবন,

চেয়ে দেখ একবার বহুভূমি পানে,

সুখায় কাতর হয়ে, আছে তোমা পানে চেয়ে

নিয়ত কাঁদিছে নাথ হাহা রব তানে ।

চাবে না কি দয়াময় করুণা নরনে ?

বিনোদ । বস্তুতঃ নরেন্দ্র এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য কখন ত নয়নগোচর করি নাই । আহা ! অম্মাভাবে লোকের এত দুর্গতি—অনাহারে মৃত্যু !! কেবল এখানে বলে নয় সর্বত্রই এইরূপ হচ্ছে । না জানি ঐ শ্রীলোকটি কতদিন শাকসবজে খেয়ে জীবন ধারণ করেছিল । মাতৃস্নেহই বা কি আশ্চর্য্য স্নেহ সন্তানটী বক্ষঃস্থলে শয়ন করে স্তনপান কচ্ছে জননী শিশুটির গাত্রে হস্ত দিয়ে জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করেছে ।

নর । নিরোদ যখন শিশুটীকে ক্রোলে তুলে নিলেম—আর সে যখন কাঁদতেলাগলো আমার যেন প্রাণ বিয়োগ হলো ।

বিপিন । এখন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর শিশুটির কোন অমঙ্গল না হয়, আমাদের এত যত্ন যেন সার্থক হয় ।

(ভদ্রের ও বিপিনবিহারীর প্রবেশ)

বিপিন । শিশুটি কি জীবিত ছিল ?

নিরোদ । হ্যাঁ ভাই মৃত্যু মায়ের বক্ষে শয়ন করে স্তনপান করছিল ।

বিপিন । উঃ কি ভয়ঙ্কর হৃদয় বিদারক ঘটনা ।

ভদ্র । তাকে কোথায় রেখে এলে ।

নর । খুড়ো, খুড়ী, আর একটি ভাই আছে,---তাদের কাঁছে রেখে এলেম । বলে এলেম, তোমারা আমার জন্ম কোন ক্লেশ পাবে না, শিশুটীকে যত্নের সহিত লালন পালন করো । তাদের ভরণ পোষণ আমরা চাঁদা করে চালাব ।

বিনো । এরূপ লোকের জীবন রক্ষা করাই অর্থের সার্থকতা ।

ভদ্র । ভাই যত কর গ্রামবাসির নিকট কিছুতেই প্রশংসা পাবে না । দুদিন অন্তর যদি একটি করে কলার দিতে পার তবেই তোমরা, যা খুসী ভাই কর, বড়লোক হতে পার ।

বিপিন । এমন কলারে প্রশংসীয় প্রয়োজন ?

নরে । আমরা প্রশংসার জন্য করি না, লোকের মঙ্গলের জন্য করি যে বিপরীত ভাবে ভাবুক ।

ভদ্র । নরেন তুমি গ্রামে বহু দিন একত্রে বাস কর না । ছুটি হলেই এস, গ্রামের হাব-ভাব কিছুই জান না ।

নরে । সমুদয় জানি । গ্রামের মধ্যে দশ জন একত্রিত হলেই পরের নিন্দা—তা কি স্ত্রী, কি পুরুষ । ওসব মনে করে কি করবো ।

ভদ্র । তুমি দেশে থাক না, আমাদের মধ্যে বেড়াও বলে, সকলে তোমাকে মদ খোর গাঁজা খোর বলে একি সহ্য হয় !

নরেন । গ্রামের মধ্যে নব্য দলে অনেকেই মদ খায় গাঁজা খায়—আমাকে এ কথা বললে তা আর বিচিত্র কি !

ভদ্র । তুমি ব্রহ্ম জ্ঞানী বলে সকল কথা উড়িয়ে দাও, ভাল কর না ? ব্রাহ্মণ শূদ্রে একত্র বাস কর, শুনে কে কি না বলেছে ! তোমার কোন হৃদয়সখা এখানে এলে, তোমার স্ত্রী তাঁর সাক্ষাতেও জান নাই—কেবল জানালার দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন । সে জন্য স্ত্রী লোকেরা তাঁহাকে যা বল্বেব হয় বলেন—তা শুনে তিনি কেঁদেছেন ।

নরেন । তা ত সমুদয় জানি ; স্ত্রীশিক্ষা পল্লিগ্রামে যত দিন না সুচারুরূপ হবে, তত দিন পল্লির অবস্থা এইরূপই থাকবে ।

বিনোদ । পুরুষদিগের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর ! এমন গুটি কতক লোক আছেন, তাঁদের দেখলে কাঠের পুতুল ডরিয়ে উঠে, তাঁদের ভয়ে বামাগণ কোন স্থানেই গমনাগমন কত্তে পারেন না ।

বিপি । বিশ্বনাথ সাধুর দ্বারা সাধুর স্ত্রীকে কি ভয়ঙ্কর কৰ্ম্ম কর্ত্তে অনুরোধ করে !

নরেন । সত্য, তার পর কি হলো——সাধু কি সমুদয় বলেছে ?

ভদ্র । সাধু বলেছে প্যারদায় বলিয়েছে ! শুন্লেম সে জন্য সাধুকে পঞ্চাশ টাকা দিতে চেয়েছিল ।

বিনোদ । এই মন্তস্তর, ওদের সংসার চলাই তার পঞ্চাশ—

ভদ্র । কোমরে জোর আছে ।' চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি ।

নরে । কথাটা কি বল, শুনি ।

ভদ্র । কামিনীর সৌন্দর্য্যের কথা সকলই শুনেছ । এমন রূপবতী রমণী অতি অল্প আছে । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৎসরাবধি দারুণ বৈধব্য দশা ভোগ কচ্ছেন, তাঁর চরিত্রে কলক রটাবার জন্য, বিশ্বনাথ সাধুদ্বারা সাধুর স্ত্রীকে অনুরোধ করে ।

নরেন । আহা ! বিধবাবিবাহ পল্লিগ্রামে যত দিন প্রচলিত না হবে তত দিন, বিধবাদিগের এই দারুণ বৈধব্য—দশা তার উপর আবার, অসং লোকের ভয়ঙ্কর কথা সহ কর্তে হবে ।

বিপি । এ কথা শুনেই কামিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার জন্য দড়াদড়ী সমস্ত সংগ্রহ করে রাখেন, তাঁর গর্ভধারিণী তা টের পান, সেই-জন্যে তিনি এখন জীবিত আছেন ।

ভদ্র । হরিনাথ ভট্টাচার্য্য, যাঁর মত বিজ্ঞ আর নাই যাঁর গত বোকা ত্রিপণ্ড আর নাই, তাঁরই কার্য্য কলাপ দেখেই ত এই সব কাণ্ড হচ্ছে । তিনি গ্রামের মোড়ল, তিনি যা কচ্ছেন তাই শৌভা পাচ্ছে দেখে,—সকলই এই কর্ম্ম কর্তে তাতে ।

বিপি । সত্য, যদি ওঁর স্ত্রী না মরে যেত কিম্বা তার বিধবা ভাইজকে যদি বিবাহ করিত, তাহলে গ্রামের মধ্যে এত ডালাডোল বাজত না । এ দিকে এই কাজ কর্তে পারেন,—বিধবাবিবাহের কথা শুনলেই কানে হাত দেন !

ভদ্র । এমন ভয়ঙ্কর লোক আমি কখন দেখি নাই—যে চুনিলাল বণিক ঠাকুরগাটীর স্বভাব নষ্ট করে তার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব—তার দোকানে বসে সকলের চখে আঙ্গুল দেওয়া হয় । নিজের মুখ খান্না দেখেন না । আবার, খোসামুদে গুলিও যুটেছে তেমনি ।

নরেন । . আমি অনেক গ্রামের গুপ্ত ইতিহাস জানি—এগ্রাম বলে নয় আজ কাল পল্লির অভ্যন্তর দেশ অতি কদর্য্য হয়েছে । বিধবাবিবাহ

পল্লিতে প্রচালিত না হলে, অভ্যন্তর দেশ কিছুতেই সংশোধিত হবে না।

ভদ্র । নরেন্দ্র তুমি এমন লোক, তোমার চরিত্রে তিনি দোষারোপ করেন। তাঁকে দশ জনে মান্য করে এজন্য সম্মুখে কেহ কোন কথা বলতে পারে না।

বিনো । নরেন এঁই সময় একটা ফলার দেবার চেষ্টা করছে—নতুবা তোমার অধ্যাহতি নাই। ভট্টচার্যকে আমি এক খান, অসাক্ষরিত পত্র লিখেছি তাতে যত দূর লিখতে হয় লিখেছি, তবু ত লজ্জা নাই।

নরেন । আমাকে মদখোর গাঁজা খোর কি ইনিই বলেন ?

ভদ্র । ইনিই বলেন। লোকের উপকার তাঁর চক্ষের শেল, যিনি ফলার না দিলেন, কি বারইয়ারির চাঁদা রহিত কল্লেন, তিনি ভাল হলেও গ্রামে গ্রামে তাঁর বদনাম শুন্বে আর যিনি এ সকল করেন, তিনি মদখান, গাঁজাখান, গুলিখান, পরজী হরণ করুন, যা খুসী তাই করুন, তাঁর প্রশংসা রাখিবার স্থান এ গ্রামে কি, সমস্ত পৃথিবীতেও হয় না।

বিনো । নরেনের মুখ যে চুন।

নরেন । ওহে—বদনাম গুরুতর ব্যক্তির দ্বারা হলেই গুরুতর হয় এখানে এসে আমি ত পল্লির চালে চলিনে—অনেকে অনেক কথা বলতে পারে। এঁকে আমাদের বাড়ীর সকলই মান্য করেন—ইনি এ কথা বলে বাড়ীর কেহ অবিশ্বাস করেন না, বিশেষ বাড়ীর সকলই জানেন, আমার সর্গত্রয়ই যাতায়াত আছে। আমি এমন স্থানে কত দিন গিয়েছি, আজও যাই, যে স্থানে যেতে বাড়ীর সকলই নিষেধ করেন সে সব স্থানে মদ গাঁজার স্তরিধূম—কানে শুনেছি মাত্র চোখে দেখি নাই। আমার উপদেশ বাক্যে তারা উপকার বোধ করে বলেই যাই।

ভদ্র । তিনি এই কথা বলেছেন কি না, তাই সপ্রমাণ করের জন্য আজ দুদিন হতে চাকর—ওকালতি পদ গ্রহণ করে আদালতে গমনা-গমন করেন। আজ শেষ দিন!

বিপিন । পল্লি নামাই এরূপ আদালত আছে । তবে বিচারপতি-
গণ উৎকোচটা অপরিয়াপ্ত নেন,—যিনি উৎকোচ না দেন না দিয়ে কেহ
গ্রামে বাস্ কর্তে পারেন না—তঁার হয় স্বপানস্তর, নয় বার বৎসর
জেল,—নয়—

নরেন । উৎকোচ কি হে ?

বিপিন । ফলার । তুমি বি এ, পাশকলে, আগাদের না খাইয়ে যদি
তাদের, এক সাঁজ কলার দিতে, তবে তোমার এত কথা শুনতে হতো
না ।

ভদ্র ! ভাই সন্ধ্যা হলো, চল যাই, চারুকে গুটীকতক কথা বলে
দিতে হবে ।

সকলের উত্থান ।

(হরিনাথ ভট্টাচার্যের
প্রবেশ ।)

হরি । কেন হে আমাকে দেখে সকলই উঠলে কেন—বস,—সন্ধ্যার
সময় এরূপ স্থানে, কখনে একত্রিত হয়ে গল্প কচ্চ ভালই ত ।

জ্ঞান । না মহাশয় আর বসতে পারি না বাড়ীতে প্রয়োজন আছে ।

(সকলের প্রস্থান ।)

(হরিনাথের প্রস্থান ।)

যবনিকা পতন ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

দোকানগৃহ ।

হরিনাথ, কাশীশ্বর, ও ভোলানাথ,

নিম্নদেশে চূনিলাল ।

হরিনাথ । কাশীশ্বর ভায়া, আবার শুনেছ ?

কাশী । কি মশায় ?

হরি । তোমারা কি গ্রামের কোন খবর রাখ না ?

কাশী । রাখি নৈ কি মশায় কিছু কিছু ।

হরি । আজ্ কের নূতন খবর কি বল দেখি ।

কা । নূতন খবরের মধ্যে,—পিউন কেটার হাতে বেণীর স্ত্রীর নামীয় একখানি পত্র দেখেছি—আর অমুকের স্ত্রী হাঁস্ তে হাঁস্ তে যাটে যাচ্ছিল ।

হরি । আরে ও লয়ে কতদিন আন্দোলন হয়েছে,—আজগের নূতন খবর কিছু জান ?

কা । না ।

ভো । আজ কেবল মশায়ের সহিত এইমাত্র সাক্ষাৎ নূতন খবর কেমন করে জানবো ?

হরি । আমি কি তোমাদের সংবাদ পত্র ?

কা । তা আর একবার করে ?

হরি । বটে ত, বটে ত, তা বটে ত । দেখ—এইদিকে তাকাও—
আমার এসংবাদটা লওয়া—আজ বলে নয় বরাবর রীতি আছে ।

কাশী । তা থাকবে না আপনি কত বড় লোক, আজ কাল গ্রামের
ক্রী-ই হলেন আপনি ।

হরি । আমার পৈতে মাজা দেখে—আমার ভাইপো আজ আমাকে
বড় ঠাট্টা করেছে—বুড়বয়সে বাহার দেখ ।

কাশী । আপনাকে বড় বলেছে—তবে ত সেটা অধঃপাতে গিয়েছে
নেশাখোর সাথে বলি ।

হরি । ওহে বড় বলার কথা হচ্ছে না, আমার যে বয়স বললে আমি
তত মনে করি না—আমি হলেম খুড়ো আমার বাহারের কথা কেমন
করে বোলে ।

ভো । এখনকারের ছেলেদের জ্বালায় ত কিছু কর্কের যো নেই ।

হরি । আর ওসব কথা তুল না, গ্রামে যে দুদিন থাকে সেই দেখি
মদ খায় গাঁজা খায়, দিন দিন হলো কি !

ভো । যে টাকা গুলো মদে আর গাঁজায় ব্যয় করে, সেইগুলো দিয়ে
যদি আমাদের একসাঁজ খাওয়ায় তা হলে টাকা গুলো সার্থক হয় ।

হরি । তা কল্পে যে ওদের পাপ হবে—নরেন্দ্র লেখা পড়া শিখে
বৈয়ে গেল হ্যা ! !

ভো । কেন কেন মশায় সে আবার কি কল্পে ! !

হরি । ভোলানাথ যে আশ্চর্য্য হলে । কেন, শোন নাই—সে কি
একটা পাশ করেছে, সেই জন্য যে দিন তার বন্ধু বান্ধবকে খাওয়ায়,—
সে দিন দু বোতল মদ আসে, তা কিছু জান ।

কাশী । বটে ! সেই জন্যই আমাদের জানায় নাই—না হলে নরেন্দ্র
—সকলকে খাওয়ালে আমাদের খাওয়ালে না—তা কি হতে পারে ?
নরেন্দ্র ত মদ খায় না, ঐ ছোঁড়াই আমাদের বঞ্চিত করেছে ।

হরি। কাশীশ্বর ভায়া ত ভাল বুঝলে—নরেণ মদ খায় না তুমি কেমন করে জানলে ?

ভো। আজ্ঞে কি বল্লেন নরেণ মদ খায় !!

চুনি। তা বলেন কি, কলিকালের ছেলে চিনে নেওয়া বড় কঠিন।

হরি। যথার্থ কথা ত, যথার্থ ত ; কলিকালের ছেলে বড় কঠিন।

ভো। না মশায় এ কথা বিশ্বাস হয় না।

হরি। তুমি খেপেছ—মদ সুদু হলে ভাবনা কি গাঁজাও খায়।

কাশী।—গাঁজা !!

হরি। না তোমাদের সঙ্গে আর কোন কথা হয় না দেখি—যে বড় কথা বলি তাই আশ্চর্য্য জ্ঞান কর—কলিকালের ছেলে চেনা বড় কঠিন।

কাশী। তা হবে আশ্চর্য্য কি।

হরি। ভাল এ কথাই যেন বিশ্বাস না কল্লেন—আজ সন্ধ্যার সময় যা স্বচক্ষে দেখেছি তা ত বিশ্বাস কর্কে।

কাশী। আপনার কথা বেদ তুল্য ওকি অবিশ্বাস হতে পারে।

হরি। পরের কুৎসা গেয়ে আমার কি লাভ বল। আজ সন্ধ্যার সময় হাত পা ধুতে যাচ্ছি—কেনা ডোমের ঘরের পশ্চাতে যে বট গাছটা আছে সেখানে নরেন্দ্র, বিনোদ, বিপিন গাঁজা খাচ্ছে—আমাকে দেখে কল্ কেটা ফেলে দিয়ে সকলে উঠে দাঁড়ল। কেনাকে জিজ্ঞাসা করায় বল্লে, হারাণী কাওরাণীর ছেলেটাকে তার মার কাছ হতে এনে বটতলায় বসে—

কাশী। হঁ। কি বল্লেন মশায়—কাওরাণীর মৃতদেহ ছুলে—হা রাম—হা রাম—ছোঁড়রা একেবারে বয়ে গিয়েছে—ওদের বাড়ী আর জল-স্পর্শ করা হবে না।

[হাঁসিতে হাঁসিতে চাকচাক্সরের প্রবেশ।]

হরি। কি চাক্স আপন মনে হাঁস্‌চো যে ?

চারু । আজ্ঞে হাস্বের কারণ হলেই হাসি হয় ।

হরি । কথাটা কি বলই না ।

চারু । আজ্ঞে ওদের দল ছেড়ে আপনাদের দলে এসে বসি, এজন্য লোকে কত কি বলে ।

কাশী । কে কি বলছে হে !

চারু । আজ্ঞে, না মহাশয় তা বলা হবে না,—আপনারা আমাকে—
কি ভাববেন !

ভো ! না—না বলো । তুমি ত বল্‌চো না তারা যা বলেছে তাই বল্‌বে বৈত নয় ।

চারু । আজ্ঞে আমি আস্‌চি, পথে বিপিনের সঙ্গে দেখা । বেচারী গরু হারিয়েছে বলে মহাবিপদে পড়েছে—আমি তার দুঃখ দেখে বল্লম দড়া গাছটা না হয় আমার গলায় দিয়ে লয়ে যাও, তাতে সে বল্লম (হাস্য)—না—না—মহাশয় আর বলা হবে না—আপনারা আমাকে কি ভাবেন ।

হরি । চারু তুমি ত খুব সৎ, শিষ্ট, শাস্ত্র : আমাদের কাছে প্রতারণা কর না—বল ।

চারু । আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—আপনি আমাকে সৎ বলেছেন আজ্ঞে তা বল্‌ছি—তবে কি না—আজ্ঞে না না বলি । তাতে সে বল্লম—তোমার—তোমার গলায় দড়াত একবার দিয়ে দেখেছি—এখন পালে যাচ্চ যাও—সাবধান, যেন তোমাকে দেখে পাল নেয় না—সে দলে অস্ত্র স্বজন মানে না ।

হরি । শুনলে একবার—

চারু । তার পর মহাশয় নারণ খুড়োর দোকানের কাছে এসেছি আজ্ঞে না আপনি কি বল্‌ছিলেন বলুন ।

হরি—। . না—না বল বল ।

চারু—। আজ্ঞে না ; সে কি কথা ;—আপনার কথা ফেলে আমার

কথা হবে—এমন কথাই আমি বলিনে কি—যে যেমন লোক, তার সেরাপই চলা উচিত ।

হরি । চারু মত শিষ্ট, শান্ত, সুবোধ কি আর আছে—দেখ দেখি কতখানি মানরেখে কথা বলে । লেখাপড়া শেখা ইরির সার্থক ।

কাশী । তা বলবের ভুল কি—কেমন বাপের পুত্র—আহা বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক্ । এইই বংশের নাম রাখবে ।

চারু । আজ্ঞে মহাশয় বিয়ে—এ পোড়া কপালে নাই, পর্য্যে যাটে না । বলুন নিপাত হও সকল লেটা চুকবে ।

হরি । ওকথা কি বলতে আছে ; তোমার মত সুবোধ, শান্ত, বিদ্বান অতি অল্প আছে—তোমার বিয়ের ভাবনা কি ।

চারু । আজ্ঞে তবে বিয়ে হবে—আপনি বলেছেন আজ্ঞে তবে হবেই অবশ্য—আজ্ঞে তবে বলি । নারায়ণ খুড়োর দোকানের পাশে বিনোদের সঙ্গে দেখা । সে বলে আড্ডায় যাচ্ছ ত ? তবে হরিনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হতে দুছিলুম গাঁজা চেয়ে এনো—আমার আজ গাঁজা নাই—আজ্ঞে মহাশয় আপনারা কি গাঁজা খান ।

হরি । শুন্লে একবার বেল্লিকের কথা !

চারু । তার পরেই নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা । আমি এখানে আসি বলে সে ত আমার সঙ্গে কথাই কয় না । আমি বার বার জিজ্ঞাসা কলে একটা বোতল দেখিয়ে বলে এই পাঁইটটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী লয়ে যাকি নতুবা—আজ্ঞে কথা শুনেই আমি অবাক ! !

হরি । তার পর ।

চারু । (কৃত্রিমরোষে) তার পর মহাশয় বলেন কি, আপনার এমন নিস্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক ! !

ভো । সত্য ত ও ত আশ্চর্য্য হতেই পারে আমরাই আশ্চর্য্য হয়েছি । কথাটা সমাপন কর ।

চারু । (ক্রোধে) রেখে দেন মহাশয় কথা সমাপন, রাগে সর্ব শরীর কাঁপছে !

হরি । চারুর মত ছেলে কি আর আছে—ওরই লেখা পড়া সার্থক আর যত দেখ সব কুলাদ্ভার নেশাখোর ।

চারু । আজ্ঞে ও যদি বলতো তোমার বাড়ী লয়ে যাচ্ছি—আমার অত রাগ হতো না । তার পর আমার সাক্ষাতে অস্মানবদনে বলে পাঁইট্টী তাঁর বাড়ীর মধ্যেই দরকার আছে নতুবা এখানেই দিয়ে যেতাম ।

হরি । ওসব কুলাদ্ভারের কথা কানে তুলতে নাই । এ কথা ত কেহই বিশ্বাস কর্বে না—আর আমার স্বভাব ত জানই ।

চারু । আজ্ঞে জানি বলেই ত বল্চি ।

হরি । ও তোলানাথ—ও কাশীশ্বর ভায়া নলি এখন যে মুখে কথা নাই--নরেন্দ্র নদখায় বলেছিলেন বলে যে তোমরা আশ্চর্য হয়েছিলে । চুনিলাল একবার তামাক দাও । (চুনিলালের গগন)

চারু । আজ্ঞে মহাশয় এ কথা কি আপনি পূর্বেই শুনছেন ?

হরি । চারু তুমি ছেলে মানুষ--বহুদর্শী নও, এ সকল আনরা মুখ দেখেই বুঝতে পারি ।

চারু । আজ্ঞে--পারেন--পারেন । তা পারবেন না । আপনি কত বড় লোক--আপনি না থাকলে গ্রামের দশা কি হতো বলা যায় না ।

কাশী । চারু ত তুমি সে দলের খবর রাখ--নরেন্দ্র বিনোদ নাকি হারাণী কাওরাণীর মৃতদেহের সৎকার করেছে ?

চারু । আজ্ঞে মুখ সৎকার কি মহাশয় ! তার আন্ধের জন্য ইরির মধ্যে চাঁদা তুলছে । ওর যে কেন লেখা প—

হরি । সে বেটী ত দেখতে তত ভাল ছিল না আর শুনতে পাই অমহারেই গরে ।

চারু । (স্নগতঃ) ওঃ কি ভয়ঙ্কর লোক--তা আমার চরম সীমা

দেখতে হবে (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে দেখতে ভাল নয় বলে কি হয় জানেন না কি ?

যার সঙ্গে যার মজে মন ।

কিবা হাড়ী কিবা ডোম ॥

হরি । ও কাশীশ্বর ভায়া--বলি ও ভোলানাথ ভায়া শোন হে মন দিয়ে শোন, চারু কি বলে । এক • (চুনিবালের হুঁকা দান)
মদ খায় বলেছিলাম তাতেই যে আশ্চর্য্য হয়েছিলে । ঘরে পরীর মত স্ত্রী রয়েছে, আশ্চর্য্য একটা পেত্রীর সহিত প্রণয় কল্লে (দীর্ঘ নিশ্বাস)

কালসা কুটিল গতিঃ ।

ওর দ্বারায় আবার গ্রামের মঙ্গল হবে—চুনিলাল যে বলেছে কলিকালে লোক চেনা কঠিন ঠিক কথা বলেছে । ওর স্ত্রীকে ও তবে দেখতে পারে না । আহা ! স্ত্রীটা শুনেছি বড় সতী লক্ষী ।

চারু । (স্বগত) না আর বেশী কথা'র কাজ নাই, আবার হয় ত কি সর্বনাশের কথা বলবে । (প্রকাশ্যে) মহাশয় তবে এখন যাই ।

কাশী । যাবে কেন বস বস সে মাগীর শ্রাদ্ধ কর্কে কে ?

চারু । যখন হবে জান্তেই পারবেন ।

ভো । সে যে বেঈমানী । মা বাপকে বৎসরান্ত পিণ্ডি দেয় না শ্রাদ্ধ কর্কে । ওর দাদারাও আবার বেঈমানী । সেদিন ওর দাদাকে মস্ত লওয়া'র কথা বলে গেল, বেল্লিক বলে কি আমি পরমেশ্বরের মস্ত্রে দীক্ষে আমার মনুষ্য গুরুতে প্রয়োজন কি ?

হরি । কল্কেতায় কেশব বাবুর সমাজ হয়ে,—ব্রাহ্মণের 'দুপয়সা পাওয়া—কি এক সাঁজ খাওয়াবার রীতি উঠেগিয়েছে—বিনোদের বাপ যে

কটা দিন আছে, পূজা আঁকাটা করে দুপয়সা পাওয়া যায়, তিনি মলে ওরা যা করবে দেখাই যাচ্ছে ।

কাশী । বেঙ্গজ্ঞানী হয়ে আমাদের ফাকি দিচ্ছে, পরে ফাকিতে পড়তে হবে । বুড়ো থুড়ো আছে তার ত শ্রদ্ধা কর্ত্তে হবে তখন বোঝা জাবে ।

ভো । ইস্, কাশীখর ভায়াকে যেন আগেই নেমতন্ন কচ্ছে তাই উনি এখনি মোড় দিয়ে বস্ছেন ।

চারু । মহাশয় আমি বসতে পারি না ।

হরি । কেন এত ব্যস্ত কেন—বেশী ত রাত্রি—

চারু । যদি বসতে হয় তবে বাড়ী হতে আসি ।

হরি । কেন হে !

চারু । আর মহাশয়—কথা শুনেও বুঝতে পারেন না । যত গুলি আঙুর—যে আঙুর কোঁচড়ে করে আসি সব কুরিয়ে গিয়েছে । আজ আঙুর, খরচ টাও বেশী হয়েছে । তা মহাশয় ভাবনা কি, আমার ঘরে দুজনা ‘আঙুর’ ‘যে আঙুর’ আছে—আবার এক কোঁচড় লয়ে আসি ।

(চারুচন্দ্রের প্রস্থান ।

হরি । কাশীখর চারুর স্বভাবটা কেমন মনে কর ।

কাশী । আপনি কি বলেন ।

হরি । আমি বলি মন্দের ভাল ।

কাশী । আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম ।

চুনি । মহাশয় চারু বাবু আপনাদের আকাশে তুলে ঢিলমেরে গিয়েছেন ।

হরি । তা মারুক—সে কথা হচ্ছে নাও স্বভাবের কথা হচ্ছে ।

ভো । (চিন্তা) অঁা চারু আমাদের খোঁষানুদে বলে গেল (সরোষে) ওর স্বভাব আবার ভাল বলেন !

(হ)

কাশী । (সরোষে) অ্যা বেটা বেল্লিক আমাদের খোঁষামুদে বলে গেল—ওর কিছু হবে না—ওর যদি হয় আমি এক কলম নিখে দিতে পারি ।

(নরেন্দ্র, বিনোদ, বিপিন ও

ভদ্রেশ্বরের প্রবেশ ।)

হরি । নরেন্দ্র, বিনোদ, এস এস, বস—বাবা । তোমাদের এখানে আস্তে ত কোন দিন দেখিনি, আজ কি মনে করে ।

ভদ্র । এসেই কি মনে করা হলো ।

কাশী । (সরোষে) জিজ্ঞাসা করেছেন বৈত নয় এত চোক্ গরম কেন হ্যা ।

বিনো । কেন, মহাশয় আপনার সঙ্গে ত কোন কথা হয় নাই ।

কাশী । (সরোষে) আরে যাও—যাও সকল বেটাকে জানি ।

হরি । কাশীশ্বর ভায়া বলিও কাশীশ্বর ভায়া—চুপ কর না হে !
নরেন্দ্র এলেন—এখানে কখন ত আসেন না—দুদগু শাস্ত্র বিষয়ে আলাপ করা থাক্—

কাশী । (সরোষে) রেখে দিন মহাশয় আলাপ করা—ধান দিয়েই যেন লেখা পড়া শিখেছি, সব বুঝতে পারি ।

(চারুচন্দ্রের প্রবেশ ।)

চারু । আজ্ঞে মহাশয় একি ! এঁরাই বা এখানে কেন—আজ্ঞে এত বকাবকি কিসের ।

ভদ্র । (কৃত্রিমরোষে) তুই ছোঁড়া চুপকর, এখানে আসে বোলে চোট দেখ না ।

নরেন্দ্র । ভদ্রেশ্বর চুপকর, কাশীশ্বর খুড়ো আপনি অন্যাগ রাগ করেন কেন ।

কাশী । না বাপু আমি চুপ করেছি, চারু তুমি বাড়ী হতেই এলে ?

চারু । আজ্ঞে—যে আজ্ঞে আনতে—

নরেন । মহাশয় গুটী কতক কথা শুনে বড় দুঃখিত হওয়া গেল । আপনি বিজ্ঞ, বিদ্বান বহুদর্শী গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলই আপনাকে মান্য করেন । আপনি না কি সকলের চরিত্রে দোষারোপ করেন, যদি—

হরি । সে কি নরেন্দ্র ! এমন কি কখন সম্ভব হয় ? তোমাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপ—তাই আবার আমার দ্বারায়, তুমিই মনে করে দেখে দেখি কতদূর অসম্ভব । তোমরাই হলে গ্রামের শ্রী এই ইন্সকুলটী উঠে গিয়েছিল তোমাদের যত্নে পুনরায় সংস্থাপিত হলো । তোমাদের যত্নে কত গরিব লোক আজও জীবন ধারণ কচ্ছে । তোমাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে কে কি বলতে পারে—আর তুমি যে পরের কথা শুনে আমার নিকট তার মীমাংসা কন্তে এসেছ, কাজটী কি ভাল করেছ ?

নরেন । আমি আমার পরম বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনেই এসেছি—অন্য লোকে বলে আমিহেঁসে উড়িয়ে—

কাশী । (সরোষে) বলেছেন—তুমি কি কর্ণে ?

চারু । আজ্ঞে মশায় এর উপর যদি আমি একটা কথা বলি (হরিনাথের বদন নীরঞ্জন করিয়া) আজ্ঞে না বলা হলো না । ভটচাখি মশায় ইসারা কছেন ।

হরি । দেখ ভোলানাথ চারু অতি সৎলোক । কারো কোন কথায় থাকে না

চারু । আজ্ঞে না মশায় সেটা আপনার তুল । তবে কি জানেন—

হরি । চারুকে বসতে একটু স্থান দাও না হে ।

চারু । আজ্ঞে না মশায় আমি বাড়ী যাই ।

হরি । অ্যা অ্যা বা—বাড়ী বাড়ী—তা যাও রাত্রিও অধিক হয়েছে ।

ভোঁ । নরেন তুমি ত বড় অবোধ, কি এক কথা হয়েছে না হয়েছে তাই ম—

নর । না মশায় আমি আর কোন কথা বলতে চাই না ।

ভদ্র । (নরেন্দ্রের গা টিপিয়া ধীরে ধীরে) এমন যুত আর হবে না এ সময়—

নর । যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজমুখেই অস্বীকার করেছেন তখন অন্য কথায় প্রয়োজন করে না ।

চারু । আজ্ঞে মশায় মার্জনা কর্বেন—আর হাঁসি রাখতে পারেন না একবার হেঁসে নেই—(হাস্য) ।

ভদ্র । (হাঁসিতে হাঁসিতে) চারু যে হেঁসেই মাত করে দিলে ।

চারু । আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ দেখে—আমি শাস্ত সুবুদ্ধি—আমার বিয়ে হবে—আবার হাঁসবো না ।

ভদ্র । রাত হলো চলো যাওয়া যাক ।

হরি । ভাল তোমরা যাও । নরেন্দ্র পরে যাবেন ।

[বিনোদ, বিপিন, ভদ্রেশ্বর, চারুর প্রস্থান ।

নেপথ্যে গীত ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া ।

পর নিন্দা পরদ্বেষ, শুন বলি আর কর না ।

ভাবি দিনে কি হইবে সেই ভাবনা ভাবনা ।

তিন কাল গত হলো, সুবুদ্ধি না উপজিল,

পরের মন্দে চিরকাল, কাটাবে কি এই বাসনা ।

নিশ্চয় জানিও মনে, যদি কুভাব থাকে মনে,

বাহু আড়ম্বরে তোমার ঘটিবে হে বিড়ম্বনা ।

যদি চাহ নিজ হিত, এখন কর বিহিত,

বকধার্মিক হয়ে তোমার কোন কুল রহিবে না ।

কিন্তু মন্ কাঁয় বুঝাও হেন, শুন্বে না তব বচন,
অজ্ঞারো শত ধোতেন মলিনত্বং হি মুখে না ।

হরি । ‘অজ্ঞারো শত ধোতেন মলিনত্বং ন মুখতি’ দিব্য গানটী কারা
গাচ্ছে হয় ।

তো । গানটী ভাল, কাজটী কঠিন ।

চুনি । কার মনে কি আছে, কিছু কোথা যায় না ।

হরি । নরেন তুমি লোকের কথা শুনে কিছু দুঃখ কর না । তোমার
স্বভাব চরিত্র যদি ভাল হয়, লোকে ঘাই কেন বলুক না, তোমার স্বভা-
বের ত কোন বৈলক্ষণ্য হবে না । চন্দ্র মেঘাচ্ছাদিত হলেও তাহার স্বীয়
জ্যোতির কখন হাস হয় না ।

নর । এরূপ অপকলঙ্ক, গুরুতর ব্যক্তির দ্বারা হলেই গুরুতর হয় ।

হরি । তবু আবার ঐ কথা মনে কচ্চো ।

নর । ও কথা মনে স্থান দেই ও না, দেবও না । বেশী রাত্রি হয়েছে
এখন তবে ঘাই ।

[নরেন্দ্রের প্রস্থান ।

চুনি । নরেন্দ্র বাবুর কেমন গিফ্টি মুখ দেখে লেন তো মশায় ।

হরি । আর ও কথায় কাজ কি ! আমাদের পায় পায় শত্রু । দেখলে
ত কি কাণ্ড হয়ে উঠেছিল, মানে মানে মান রক্ষা হয়েছে । কাশীধর ভায়া
সজ্জার পর আর এখানে বসে হবে না ।

(বণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

পটক্ষেপণ ।



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—ঃঃঃ—

রামপুর ।—হরিনাথের বৈঠকখানা।

হরিনাথের প্রবেশ ।

হরি । নাঃ এমন স্থানে আর থাকা হয় না। গ্রামের সকলই কাশী-বাসী হতে বলছেন—উত্তম পরামর্শ। যা কিছু ভূসম্পত্তি আছে এই সময় বিক্রয় কর্তে আরম্ভ করি। উত্তরোত্তর বেরূপ ঘটনা হতে লাগল—জানি কি আমার এই শেষ দশা—কোন দিন কোন বেপারের হাতে জীবন ক্ষোয়াব। মাতৃভূমি ত্যাগ করে যাওয়াও কি সহজ কথা! তা বলি কি হবে, আর থাকা যায় না। ক্রমশঃ গ্রামে গুলজার হয়ে উঠল,—তবে আমাকে সকলেই মান্য করে বলে প্রকাশ্যে কোন কথা বলে না। সে দিন একখানা পত্র পেলুম কে লিখলে কিছুই জানতে পারিলাম না। পত্র খানিতে যা লিখেছে যথার্থই লিখেছে। আমার দ্বারাই গ্রামের অনিষ্টোৎপাদন হচ্ছে তা আর একবার করে। দুটো তিনটে স্ত্রীস্বত্ব ঘটনা হলো সে ত আমারই দেখা দেখি। তা ত বুঝি। বুঝেও কাজে কর্তে পারি না। সন্ধ্যার পর কি কাণ্ডই হলো। মানে মানে মান রক্ষা হয়েছে এই ঢের। ওদের আমলে দুপয়সা পারার আশা নাই—না বলিই বা চলে বেঘন করে। ঘাটে বসে আঙ্গুল ঘুরাই আর আড়ে আড়ে এদিকে ও দিকে তাকাই তা পর্য্যন্ত পত্রে লেখা। তা যাক্, যে কটা দিন আছি—কারো দিকে উচু নিচু নজরে না তাকালেই হলো। এখন এ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঢাকি কেমন করে, পাঁচ মাস হতে গেল, আর ত ঢাকা থাকে না।—বিশ্বনাথ বলি 'যেতে একটু রাত্রি হবে' সেই জন্য ত দোকানে গেলাম—সে বা এসে

কিরে গেল—না তা হলে দোকানেই যেত । সে আবার বড় বদমায়েস, রাত্রে এলে পাছে কেউ কিছু মনে করে ? কল্লেরই বা আমার যে চেলা আছে—তাদের সাক্ষাতে কোন কথা বলে কার সাধ্য । বেণে বেটাকে সাথে হাতে রেখেছি, ঠাকরুণটা ছাড়তে চান না কি করি । (দীর্ঘনিশ্বাস—চিন্তা)—

(বিশ্বনাথের প্রবেশ) ।

বিশ্ব । কেন মশায় কি গোপনীয় কথা বলুন দেখি ।

হরি । কে বিশ্বনাথ ! এসেছ বাবা—এস বস বস । (চীৎকারস্বরে) ও রাইমণি রাইমণি একটু তামাক দিয়ে যাও—তোমার সঙ্গে ত আর কেহ আসে নাই—আসবার সময় কেহ ত দেখে নাই ?

বিশ্ব । (উচ্চতরস্বরে) কে দেখবে মশায় ! বাগানের পথদিয়ে আসতে বলেছ বাগানের পথ দিয়ে এসেছি—দেখলেই বা, আমি তো চুরি কর্তে আসি নি যে—

হরি । চুপ্-চুপ্, আস্তে ।

বিশ্ব । (উচ্চতরস্বরে) কি মশায় আস্তে কি—আপনার ভাবগতিক দেখে ত আমার ভাল বোধ হয় না—শেষটা ঘরে দ্বোর দিয়ে নারবে না কি ?

হরি । না হে তোমার সে ভয় কর্তে হবে না আস্তে---

বিশ্ব । উঃ ভয় ত বড়, গ্রামসুদ্ধ একদিকে হলে শম্মুরাম ভয় করেন না তা—তুমি ত—

হরি । (উচ্চতরস্বরে) ও রাইমণি রাইমণি একটু তামাক দিয়ে গেলে না

নেপথ্যে । এই যাচ্ছি আফিংখোরের এক দশাই আলাদা ।

রাইমণির প্রবেশ ।

রাই । বিশ্বনাথ যে, কতক্ষণ ?

হরি । এ ছ'কোটায় দাও আমি সন্ধ্যার সময় জল পুরে রেখেছি ।

বিশ্ব । রাইমণি এখানেই থাক ?

রাই । হ্যাঁ ।

(রাইমণির প্রস্থান ।

হরি । বিশ্বনাথ বস, কেউ আস্চে কি না দেখি ।

(প্রস্থান ।

বিশ্ব । এ বামনটাকে যেন কিছু মনমরা মনংরা দেখছি ।

(হরিনাথের প্রবেশ)

হরি । কামিনীর উপর না কি তোমার লোভ পড়েছে ?

বিশ্ব । আপনি শুনলেন কোথায় ?

হরি । গ্রামে রাষ্ট্র !

বিশ্ব । গ্রামে রাষ্ট্র কি না হয়, তুমিও তাই বিশ্বাস কল্লে না কি । তোমার কথা ত গ্রামে রাষ্ট্র, কৈ আমরা বিশ্বাস করিনে ।

হরি । আরে থেপা আস্তে বল্ আস্তে বল্ । আমি হিত ছাড়া অহিতের কথা বল্ছি না । তোমাদের মত পুরুষের নজর যে স্ত্রীলোকের উপর পড়ে সে ত তারই সৌভাগ্য ।

বিশ্ব । (সহর্ষে) আজ্ঞে এমন কথা, তবে বলুন তবে বলুন ।

হরি । কামিনীকে হস্তগত করা আমি মনে কল্লেই হয় ।

বিশ্ব (সহর্ষে) তা হবে না—আপনি হলেন মহৎলোক, অধীন আপনাই আশ্রিত ।

হরি । তুমি যদি আগে আমাকে এ কথা বলতে তবে গ্রামে এত ডামাডোল বাজত না ।

বিশ্ব । হঠাৎ কি এ কথা বলতে সাহস হয় ।

হরি । তা যাক্ গ্রামের রাষ্ট্র হলেও আমি ঘটিয়ে দিতে পারি ।

বিশ্ব । আজ্ঞে আপনারি অনুগ্রহ ।

হরি । দেখ বিশ্বনাথ—রস—আর একবার দেখে আসি ।

(প্রস্থান ।

বিশ্ব । আ—হা—হা, আগে বড় চুকেছি—তা ওর পেটে পেটে যে এতখানি আছে কে জানে ।

((হরিনাথের পুনঃ প্রবেশ))

হরি । বিশ্বনাথ আমার কথা ত জানই । আর বিবাহ কল্যাম না—

বিশ্ব । আপনার ঘরের কথা বল্চেন ত ? তা আর জাস্তে বাঁকি ।

হরি । আমি যে কথা বলছি তা আজও প্রকাশ হয় নাই—কিন্তু বড় বাঁকিও নাই ।

বিশ্ব । কি মশায় চাক্কণটির (উদরে হস্ত দিয়া) উঁ উঁ না কি ?

হরি । বিশ্বনাথ ঠিক অনুমান করেছ, তোমার বুদ্ধি নাই কে বলে । এখন উপায় কি ? চার মাস উত্তীর্ণ হয়ে এই পাঁচ মাসে পড়েছে । কত ঔষধ খাওয়ান গেল কিছুতেই কিছু হলো না—কে কি মন্দ কল্লে তাও না বুঝতে পারি, তুমি না কি এমন ঔষধ জান কখনই বার্থ হয় না । কাণ্ডটা অনেক কষ্টে গোপন আছে—আর থাকে না । তার পীড়া হয়েছে, গ্রামে এই কথা রাফি করে দিয়েছি । সেই পর্য্যন্ত রাইমণি এখানে থাকে ।

বিশ্ব । তাই ত বলি, রাইমণি এখানে ! তা মশায় সেটা নষ্ট হবে কি না—না দেখলে ত বলতে পারি না ।

হরি । তবে এস বাড়ীর ভিতর যাই ।

বিশ্ব । রসুন মশায় কল্কেটায় আগুন আছে—একবার বড় তামাক চড়ি—সুধু চোকে বোঝা যাবে না ।

হরি । কাছেই আছে না কি ?

বিশ্ব । আজ্ঞে ই্যা—এ আমার সঙ্গেই সাথি । (দম বারিয়া) তবে তবে আপনার একদম হোক ।

(জ)

হরি । আমি ও ত্যাগ করেছি ।

হিম্ব । আমার অনুরোধে একবার হোক্ ।

হরি । অনেক কাল ছেড়েছি হে—তা দাও তোমার অনুরোধটা রাখতে হয় ।

(উভয়ের প্রস্থান ।

—:০:—

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

কলিকাতা—অবলাকাস্তুর
পড়িবার ঘর, অবলাকাস্তুর
আসীন ।

অব । ল একজামিনটা পাশ করা হয় না । এক প্রেয়সী বিহনে সকলই অন্ধকার । পুস্তকের মধ্যে প্রিয়ার প্রেমময়মূর্তি,—সেই বিষ-ফল-বিনিমিত অধরযুগলে মৃদু মৃদু হাসি বিনির্গত হচ্ছে—সেই অচঞ্চল সরল দৃষ্টি যেন আমার মুখের উপর পতিত রয়েছে;—শয়নে প্রিয়া, স্বপনে প্রিয়া, প্রিয়াময় চারিদিক । বিচ্ছেদে কেহ কখন সুখ অনুভব করে নাই, কিন্তু আমি এ অপূর্ণ আনন্দ পাই কেন ? যখন প্রিয়তমার প্রেমময়মূর্তি চিন্তাকাশে উদ্ভিত হয়, তখন আমার হৃদয় প্রফুল্ল হয়—কিন্তু সে প্রফুল্লতা কতক্ষণ থাকে ? যতক্ষণ প্রাণেশ্বরীকে স্থিরনয়নে দেখতে থাকি—হস্ত প্রসার করে ধন্তে বাই—প্রিয়তমা অমনি কোপায় বিলুপ্ত হ'ন দেখতে

দেখতে আর দেখতে পাই না। এত চেঁচা বিকল হই—হৃদয়ে যেন শেলবিক হয়, উত্তরচরিত্রপ্রণেতা ভবভূতি যে বলেছেন—

চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্মায় পুরতঃ
প্রবাসো প্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ
জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি হি বিকম্পব্যুপরমে
ককুলানাং রাশৌ তদুন্ম হৃদয়ং পচ্যত ইব ।

নিজের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে ঠিক সেই মহাকবির বর্ণনার সহিত ঐক্য হয়। মনোরমা যে চৌকিতে বসে অধ্যয়ন কর্তেন, কতদিন তাতে সেই ভাবে বসে পড়তে গেলুম—নয়নদ্বয় পুস্তকের উপর রৈল—মন তাঁর চাঁদ মুখ দেখিতে লাগিল। তাতে বস্লেই মন এত চঞ্চল হয় বলে—ইত চৌকিখানা ও ঘরে রেখে এলুম। প্রিয়া যে স্থানে শয়ন কর্তেন সেই স্থানে সেই ভাবে কত দিন শয়ন করেছি—দূরহোক সেই চৌকিখানা এনে সেইভাবে বসে একটু পড়িল পাশ নী কর্তে পাল্লে—এত পড়া সমুদয় বিকল।

প্রস্থান ।

চৌকি লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও উপবেশন ।

নাঃ মনের স্থিরতা ত কিছুতেই হয় না। আগে ভাবতুম প্রিয়া যে কটা দিন পিত্রালয়ে থাকবেন জুরি স্প্রুডেন্স ভালকরে পড়বো। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) লোকে বলে বিবাহ হলে ছেলে বিগড়ে যায়—সে এই জন্য। প্রিয়তমা কাছে থাকতে অধ্যয়নে কত যত্নছিল—তিনিও গেলেন পড়াশুনাও চুলোয় গেল। মনোরমা আমাকে যখন যে পত্র লিখেছেন, আমি সমুদয়েরই উত্তর লিখেছি, কিন্তু কি দূরদৃষ্ট—(হটাৎ পুস্তক খুলিয়া) দেখি এ যে আমারই পত্র প্রিয়তমা লিখেছেন। এখানে কে রেখে গেল? এ

যে কালকের মোহর দেখছি—এ পিউঃর ধূর্ত মি—কাল দিয়ে যেতে পারে নাই—আজ প্রাকালে দিয়ে গিয়েছে ।

পত্র উন্মোচন ও পাঠ ।

প্রাণ ! (পত্র চুঘন)

প্রাণ !

কি লিখিব । লিখিতে কলম সরিতেছে না—হস্ত অবশ । আসিবার সময় যদি তুমি একটু হাসিতে দুঃখিনী 'সেই হাসিমুখ ধ্যান করে জীবন ধারণ করিত । নিঃস্বপ্নে বসে যখন তোমার চাঁদমুখ দেখিতে মন লালিত হয়, তখন নয়ন মুদ্রিত করি—কিন্তু কি দেখি ?

যাহা দেখি মনে করি লিখি, কিন্তু নাথ নয়নজলে লেখনী দেখিতে পাই না । মনে করিলাম আর লিখিব না কিন্তু পোড়া মন তা শুনিব না—বুঝিব না । বুঝিব না কেন ? তোমাকে পত্র লিখিতে তোমার নিকট কাদিতে—অভাগিনীর মনে মনে একটু আনন্দ হয় ; সে আনন্দ প্রকাশ করি এমন ক্ষমতা নাই । হৃদবিষাদে মনানল তুযানল হইল । তোমার হাসি হাসি মুখ দেখিবার জন্য কত দিন কত বার চেষ্টা করিলাম,—দেখিতে পাইলাম না । এক দিন আমি পাঠ্যগৃহে চৌকির উপর বসিয়া পড়িতেছি—তুমি নিঃশব্দে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে—আমি তখন কারাগারমধ্যে আয়েসা ও জগৎ সিংহের কথোপকথন পড়িতেছি, আয়েসার হস্তজগৎসিংহের হস্তে সংযোযিত—আয়েসা ক্রন্দন করিতেছেন—এমন সময় ভীষণমূর্ত্তি ওষমান তথায় উপস্থিত হইল—আমি অমনি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—তুমি পশ্চাৎ হইতে ধীরে ধীরে হাসিতে হাসিতে এ পোড়া মুখে একটা চুঘন করিয়া কহিলে “ চিন্তা কি ! ” আমার মন যদিও তখন আয়েসার দুঃখে বিহ্বল ছিল, তোমার সেই হাস্যানন এ পোড়া মনে অনেক দিন অঙ্কিত ছিল । আজ কএকদিন পর্য্যন্ত সেই সকল অবস্থা মনে করিয়া তোমার হাসিমুখ দেখিতে চেষ্টিত হইলাম—

কিছুতেই দেখিতে পাইলাম না—আভাস মাত্র মনে আসিল—অমনি তোমার বিষণ্ণ কটাক্ষ হৃদয় জর্জরিত করিল। আর এক দিন আমি গৃহে বসিয়া চুল বাঁধিতেছি—তুমি গোপন ভাবে আসিলে আমি আয়নার মধ্যে দিয়া দেখিলাম—একটু হাসিলাম। তুমি অমনি কহিলে ‘আমার বৈ এখানে কে আনিল’।

আমি কহিলাম ‘চোর’।

তুমি কহিলে আমার বৈ চুরিকরে সে কেমন চোর—তাকে জেলে দিহুম—কিন্তু আজ কাল নূতন আইন।

আমি কহিলাম ‘সে জেলে যাবে বলেই চুরি করেছে—এখন জেলা ধাক্কের অনুগ্রহের উপর তার সম্পূর্ণ ভরসা।

তুমি বলিলে । জেলধাক্কের অনুগ্রহ থাকতে পারে কিন্তু মামিষ্ট্রেটের বিচার ব্যতিত কিরূপে হয়।

আমি অমনি বিউনি ধরিয়া উঠিলাম—কহিলাম মাজিস্ট্রেটের বিচারে কি হয়।

তুমি কহিলে এই দুর্ভাগ্যস্বরূপ—একখান পুস্তক—তবে পাঁচ বতে বলিতে বলিতে হান্স মুখে আমার নিকট আসিলে, তখন আমি কহিলাম হজুর এ অন্যায বিচার হলো—আমি যাবজ্জীবন কারাগারে থাকতে পারি একে-বারে পাঁচ বেত খেতে পারি না। তুমি অমনি হাসিতে হাসিতে বলিলে ভাল তবে দুইবেত—বলিয়াই এ গালে একটা ও গালে একটা চুষন করিলে,, ।

কি চমৎকার স্বরণ শক্তি প্রিয়তমার এগুলি সমুদয় মনে আছে—(পত্র-পাঠ)

প্রাণ এই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া যে ক্রেশে আছি সহজেই বুঝিতেছি। কিন্তু আমি এ ক্রেশকে ক্রেশ বোধ করিতাম না যদি তোমার হাসি হাসি মুখ মনোমধ্যে দেখিতে পাইতাম। নিজে দুঃখকে ডাকিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তুমি কি করিবে। তাই না হয় তোমার পত্র দেখিয়া প্রাণ শীতল

করি—তা কেমন পোড়া কপাল, তাহাতেও বঞ্চিত হইলাম । কি দূর-দূর তোমার চিত্তিত কোন বস্তুই নাই যে দুদণ্ড প্রাণধরে তাই দেখি—তাহাই বন্ধে রাখিয়া জীবন যাপন করি”—

ওঃ প্রিয়তমা আমারই জন্য এত ক্লেশ সহ্য কচ্ছেন, আর আমি তাঁর হাসি মুখ ধ্যান করে জীবন ধারণ করছি—আমার জীবনে ধিক্ অদ্যই প্রিয়ার উদ্দেশে বাটী হইতে বহির্গত হইব—মা কি বলিবেন ? জননী কি ইহাতে অমত দিবেন ? কখনই না—তিনি আমা অপেক্ষা মনোরমাকে অধিক ভাল বাসেন—। তি প্রাণেশ্বরী যখন পিত্রালয়ে যান জননীর কত কান্না, পুত্র বধূকে পিত্রালয় পাঠাইতে কাহার জননী এরূপ করে কাদেন ? —(পত্র পাঠ)

“তুমি বিদায় কালে এ পোড়া মুখে একটা চুশন করিয়া ছিলে । সে দাগ দুদিন যাবৎ ছিল । ছোট বোঁ দাগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে “কিসের দাগ ” । আমি আয়না ধরিয়া দেখিলাম দাগটী,—সেই স্থানে;—অমনি কহিলাম “ওপানের ছোব্ । সে বলিল “বুঝিচি ” । আমি কৃত্রিম রোষে তাহার পৃষ্ঠে একটা কিল মারিলাম যে প্রস্থান করিল—আমি হস্ত দ্বারা দাগটী ভাল করিয়া ফুটাইলাম । “এইরূপ প্রত্যহ আয়না করিয়া দাগ দেখিতাম, হাস হইলে বাড়াইতাম । বড় বোঁ দেখিয়া বলিতেন “ঠাকুরবীর সোণার অঙ্ক এখানে এসে মলিন হলো কি’না আয়না ধরে ধরে তাই দেখা হয় ” । আমি যে কেন দেখি ছোট বোঁ তাহা বুঝিয়াছিল । সে সেই দাগে কত দিন তুমি হইয়া দাগ করিয়াছে—এইরূপে ১৫ দিন গালে দাগছিল—ক্রমে দাগ লুপ্ত হইল—দুঃখিনী অকুল সাগরে ভাসিল । প্রাণ তুমি যদি দণ্ডদ্বারা স্থানটী ক্ষত করিয়া দিতে,—আমি যত দিন এখানে থাকিতাম তোমার কৃত দাগ দেখিয়া মুখে থাকিতাম । “(দীর্ঘনিশ্বাস)

প্রাণ তুমি কি দুঃখিনীকে ভুলিয়া নিশ্চিন্ত আছে ? তবে পত্র লিখিতেছ না কেন ? রাগ করিয়াছ ! আমার পূর্ব নিবেদন থাক্য শুনিয়া কি

হৃদয়ে পাষণ্ড বঁধিয়াছ ! না নাথ এ ত ক্রণ কালের জন্য বিশ্বাস করিতে পারি না । তবে পত্র নিখিতেছ না কেন ?

তোমাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করি, আবার পাছে তোমার পড়া কামাই হয় এজন্য লিখিতে সাহস হয় না । নাথ দাসী বলে যদি চরণে স্থান দিয়া থাক, তবে আর দুঃখ দিওনা । মহাপ্রাণী আমার যেরূপ করিতেছে তুমি জানিলে স্থির থাকিতে পারিবে না, পত্র দেখিয়া যদি মনের ব্যথা কিছুবুঝিয়া থাক, তবে অবশ্যই দেখা দিবে । প্রাণ—তুমি যে আমার প্রাণ—আমার প্রাণে ক্রেশ দিয়া কি স্থির থাকিতে পার ? নাথ এস, একবার এস, অভাগিনী তোমা বিহনে কাকালিনী । আসিবার সময় পুস্তক লইয়া আসিও, তুষ্টি হাসিতে হাসিতে পড়িও আমি তোমার সময় নষ্টের কারণ হইব না, স্থির ভাবে বসিয়া তোমার বদন নিরঞ্জন করিব । দাসী তোমার নিকট আর কিছুই চাহে না । (চক্ষু-আবরণ)

ওঃ কি কঠিন হৃদয় ! কি পাষণ্ডময় ! (দীর্ঘনিশ্বাস) থাক্ আগে পত্র খানি সমুদয় পড়ি, (পত্র পাঠ)

প্রাণ কাল মিশীখ সময়, এদুখিনীকে দেখা দিয়া কেন প্রস্থান করিলে ছোট বোঁ আমার কাছে ছিল, সে দুঃখিনীর কথা পূর্বেই লিখিয়াছি—দ্বীয় প্রাণেশ্বর কর্তৃক তর্জুন গর্জ্জন সহকারে প্রহারিত হইয়া দুঃখিনী আমি পোড়া কপালীর নিকট শয়ন করে, তার দুঃখ দেখিয়া কত কাঁদিলাম, কিন্তু সে আমার চক্ষে জল দেখিতে পারে না । তখন গীত গাইল “বৈঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,, পরে নানারূপ কথোপকথনে উভয়েরই নিদ্রা আসিল ।—নিদ্রাবেশে দেখিলাম তুমি আমার নিকট নিদ্রিত । আমি ডাকিলাম—তুমি জাগিলে, প্রদীপ জালিতে কহিলে, প্রদীপ জালিলাম । তোমার দেহ দেখিতে পাইলাম, মুখ দেখিতে পাইলাম না । তুমি হাস্যরবে ছোট বোঁকে কি বলিলে আমার রাগ হইল,—মৌনবতী হইলাম । তুমি না ডাকায় আমি তোমার গলা-

বেষ্টন করিয়া ধরিলাম, মন আনন্দে পরিপ্লুত হইল । কিন্তু ঘোর তামসী নিশাতে বিদ্যাজ্যোতি কতক্ষণ থাকে ? সে আনন্দ আর পাইলাম না—সুখের নিদ্রা ভঙ্গ হইল । তখন দেখিলাম আমি ছোট বোর গলা বেষ্টন করিয়া আছি । অমনি শয্যা হইতে উঠিলাম । তুমি এত নির্দয়, আগে জানিতাম না । তখন বাহিরে গিয়া দেখিলাম রাত্রি বাঁবাঁ করিতেছে, শ্যাল কুকুরের ডাকে চতুর্দিক আন্দোলিত । সেখানে দাঁড়াইয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, তোমাকে আবার দেখিবার জন্য সেইরূপ ভাবে শয়ন করিলাম—নিদ্রা আর আসিল না । প্রাতঃকালে গালে হাত দিয়া তাই ভাবিতেছি এমন সময় ও বাড়ীর দিদিমা এলেন । তিনি এই অবস্থায় দেখিয়া আমাকে বলিলেন । “ কি ভাবছিস্ ল্যা , । আমি কহিলাম “ কি আর ভাববো ” । তিনি কহিলেন “ এখনকার ছেলেরাও যেমন মাগ্ মাগ্ করে পাগল—বোয়েরাও তেমনি ভাতার ভাতার করে অস্থির ’ ।

আমার সয়ের কথা পূর্ব পত্রেই লিখেছি । বেণীবাবু শনিবারে আসিবেন । তিনি তোমার সহিত আলাপ করিয়া তোমাকে এখানে আনিবেন—সই তাঁকে একরূপ পত্র লিখেছেন । নাথ ! দেখ—যেন দুঃখিনী বলে তাঁর কথায় অস্বীকার কর না—আমি বড় দুঃখিনী আর দুঃখ দিও না,—নাথ এস, অবশ্য অবশ্য এস আ—

নেপথ্যে । অবলাকাস্ত বাবু বাড়ীতে আছেন ?

অব । কে ডাকেন মহাশয় এই দিকে আসুন । এইবার আমার দুঃখ—প্রিয়ার দুঃখ বুঝি ঘুচিল ।

(বেণীমাতবের প্রবেশ)

বেণী । আপনারই নাম কি অবলাকাস্ত বাবু ?

অব । মুখ অবলাকাস্ত, বাবু নয় ।

বেণী । (সহাস্য) আপনিই না রামপুরে বিবাহ করেন ?

অব । হাঁ মহাশয়—আপনার কি সেখানে নিবাস ?

বেণী । হাঁ ।

অব । (চীৎকার স্বরে) রামেশ্বর, রামেশ্বর ।

বেণী । কেন মহাশয় নিবাস শুনেই রামেশ্বর কেন ?

অব । একবার তামাক দেবে ।

বেণী । যদি সেখানে নিবাস না হয় ?

অব । না হয়—তবে—তবে—। আপনার নাম কি বেণীমাধব রায় ?

বেণী । হাঁ,—তবে বলে থাম্‌লেন যে ?

অব । তবে অর্দ্ধচন্দ্রং দত্তা—

বেণী । (হাস্য করিয়া) স্বশুর বাড়ীর নামে লোক বিক্কে যায় । আপনার রামেশ্বরকে ডাকিতে হবে না, আমি তামাক খাই না । যখন আমার নাম করিলেন, তখন আপনার নিকট আমি পরিচিত আছি । কাল শনিবার আপনাকে আমার সহিত রামপুর যেতে হবে ।—আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ, বোধ হয় তিনিও আপনার নিকট পরিচিত আছেন ।

অব । বাল্যকালে উভয়েরই সই পাতান ছিল—এখন পুনর্মিলনে উভয়ে অকৃত্রিম প্রণয় হয়েছে । মহাশয় আমি অকুল-সাগরে ভাসিতে ছিলাম, আপনি আমাকে কিনারায় তুলিলেন—আপনি আমার পরম বন্ধু । আমি এতক্ষণ প্রিয়তমার পত্র পেয়ে কাঁদিতে ছিলাম—পত্রখানি এখন সমুদায় পড়া হয় নাই ।

বেণী । আর কাঁদিতে হইবে না—শনিবারের দিন তবে নিশ্চই যাবেন ।

অব । আমার মনের অবস্থা যে রূপ, শনিবারে কি, যদি এখনি যাইতে বলেন—স্বীকার আছি ?

বেণী । দুপুরের ট্রেনে হলে আমার কর্মের ক্ষতি হয় না ।

অব । তুমি ভাল,—আজ সমস্ত দিন কি রূপে যাপন করিব ।

বেণী । এত দিন যদি থাকতে পারেন—আজ অবশ্যই পারবেন ।

অব । ভয়ানক মন কষ্ট হতেছে ।

বেণী । আমি তবে এখন বিদায় হই,—আবার কাল সকালে সাক্ষাৎ হইবে ।

(উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—ঃঃ—

রামপুর । নরেন্দ্রনাথের শয়ন গৃহ

চন্দ্রমুখী ও দুইটা বালিকা

আসীনা ।

চন্দ্র । হরিনতি ! বয়ের দিকে তাক্যে কি তাব্ছা ?

দ্বি, বা । দিদি এটা কি ?

চন্দ্র । (দেখিয়া) “ জ্যোৎস্না ” ।

দ্বি, বা । জ্যোচ্ছনা ।

চন্দ্র । জ্যোচ্ছনানা জ্যোচ্ছনানা বল “ জ্যোৎস্না ” ।

দ্বি, বা । জ্যোৎস্না—সেনা ।

প্র, বা । খুড়ী মা—আজ থাক্ কাল পড়্ বো, বাইরে যেন কাকার
গলা শোনা যাক্ ।

চন্দ্র । এলেন বা তাতে তোদের ক্ষতি কি ?

প্র, বা । তুমি পালাবে যে ।

চন্দ্র । পালাব কেন তিনি ত গোবাগা নন ।

প্র, বা । সে দিন কাকা এলো তুমি পাল্‌য়ে গেলে যে ।

নেপথ্যে । না নরেন তুমি মনোযোগ না কল্লে কিছুই হবে না ।

দ্বি, বা । দিদি আমি আর পড়বো না—ঐ আস্‌চে । যে দাড়ী—
আমাকে যদি বিয়ে করে ।

চন্দ্র । দাড়ী দেখে কি তোর মনোনীত হয় না ?

দ্বি, বা । সে দিন আ'ম পান দিতি গেলাম—পান নিয়ে আমার
মুখে একটা চুমো খেলেন, খেয়ে বল্লে আমি তোমার দিদিকে চাইনে—
তোমাকে বিয়ে করবো । ও বাবা—বুকময় দাড়ী নেগে আমার গাটা কাঁটা
দিয়ে উঠ্‌লো । দিদি তুই বারণ কত্তি পারিস্‌নে, দাড়ী ফেলে দেয়—
ওতে কি ভাল দেকায় ?

চন্দ্র । তবে দাড়ী দেখেই তোর মনোনীত হয় না, কেমন ?

দ্বি, বা । দিদি ! তোর মুখে যখন চুমো খায় তোর গা কেমন
করে না ?

(নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

নর । আহা মরি এ কি শোভা নিরখি নয়নে ।

যেন গগণের শশি, তারা সহ পড়ি খসি,

শুভক্ষণে উদিয়াছে আমার ভবনে ।

সার্থক জীবন মোর হেরিনু নয়নে ।

চন্দ্র । আজ যে বড় পদ্যের ঘট শুনি ।

প্র, বা । খুড়ী মা আমাকে মা ডাক্‌চেন আমি ও ঘরে বাই ।

প্র, বালিকার প্রস্থান ।

নর । এত আনন্দ কোন দিন হয় নাই । কত দিন তোমার সহিত ।

দেখা হলে বলে, ঘরের ভিতর এসে চুপ করে বসে থাকতেম, তার পর স্তম্ভ চোকে ফিরে যেতেম । আজ তিন জনকে একত্রিত দেখে মনে একটা অপূৰ্ণ আনন্দ হলো ।

চন্দ্র । দিশি বাজ্‌লায় বল্লে কি সে আনন্দ প্রকাশ হতো না ?

নর । দিশি বাজ্‌লায় বলি নাই কারণ আছে ?

চন্দ্র । কি কারণ ?

নর । তোমার মনের মন ভোলাবার জন্য !

চন্দ্র । পাদ্যে যে রস, বোন্‌ত আমার ওতেই গলে গেল ।

দ্বি, বা । দিদি আমি যাই—ঐ আবা—

চন্দ্র । (নলিনীর হস্ত ধরিয়া) তুমি এর দিকে অমন করে তাকাও কেন, ও ভয় পায় ।

নর । তুমি যাবে কেন তোমার দিদি বরং যান ।

দ্বি, বা । ঐ শোন—আবার হয়ত চুমো খাবে—তুমি ছেড়ে দাও দিদি—

চন্দ্র । উঃ খেলেই হলো মাগ্না আর কি ।

নর । মাগ্না না ত কি, পয়সা দিতে হবে—তা পয়সা দেবার সময় হোক্ ।

দ্বি, বা ! তুমি দাড়ী একেচো কেন ?

নর । দাড়ী না রাখলে তোমার দিদির সুবিধা হয় না ।

দ্বি, বা । দিদির আবার সুবিধে কি ?

নর । জিজ্ঞাসা কর ।

দ্বি, বা । ই্যা দিদি ! তোর না কি সুবিধে হয় না ।

চন্দ্র । ওর সঙ্গে রঙ্গ করায় ফল কি ! কত বার বারণ করেছি পোজা-খানি দাড়ী করে বাড়ী এস না,—যখন বিদেশে থাক রাখলে আমি দেখতে যাই না । এখনকারের ব্রাহ্মদের ঐ একটা কদর্য রীতি ।

নর । কেন গায় ফোটে না কি ?

চন্দ্র । গায় ফোটে বলেও বল্ছি না, দেখতেও ভাল দেখায় না ।

নর । (আয়নাধরিয়া) কেন বেশ দেখাচ্ছে ত ।

চন্দ্র । (কৃত্রিম রোষে) আয় ত নলিনী আনরা ও ঘরে যাই ।
(যাইতে অগ্রসর)

নর । না—না ভাল দেখাচ্ছে না, ভাল দেখাচ্ছে না ।

চন্দ্র । (অগ্রসর হইয়া) এখন বড় জুত পেল্লেম দাড়ী ফেলাবার
ফিকির হলো ।

নর । তোমার সুবিধা তুমি করে নিলে, আর সকলের উপায় !

চন্দ্র । তাঁরাও এমনি করে সুবিধা করুন ।

নর । নলিনী ! দিদি একটু আগুন আন ত, চুরটটা ধরাই ।

চন্দ্র (সরোষে) নাঃ নলিন্‌য়াসনে ত ? বলে বলেও ত পাল্লেন
না—এমন দুর্গন্ধ, ও গুল খাও কেমন করে ?

নর । খাই সঙ্গ দোষে—সে দিন যে করে বলেছ, তাতেই ছেড়ে
দিয়েছি—তবে আজ বল্লেন,—কিবল শুনবার জন্য ।

চন্দ্র । কল্‌কেতার সহরটা শুনি ভাল ভাল,—ভালর পরিচয় ত এই ?

নর । এই । দাড়ীটা রাখা চাই, চুরোটটা খাওয়া চাই নইলে সহরে
যাওয়া যায় না—

চন্দ্র । সেখানকার স্ত্রীলোকেরা কি দাড়ী, ভাল বাসেন ?

নর । তা কেমন করে বল্‌বো—তোমার মন দিয়েই তুমি বুঝিতে
পার ।—

চন্দ্র । নলিনীর মুখখানি চমৎকার তোমার মুখের—

চন্দ্র । দেখ যেন সতীন করো না ইরির মধ্যে ত আধ সতীন করে
ফেলেছ—বিনোদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলে কি ?

নর । ওর বিবাহের কথা ? ওকে দেখলে কার না বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছা-
হয় আমি যে আমি——

চন্দ্র । বিনোদের মত আছে ত ?

নর । আছে, কিন্তু নলিনী বড় না হলে সে বিবাহ কর্ত্তে না ।

চন্দ্র । তোমরা ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেবে—কিন্তু আমি অত দিন নলিনীকে আইবুড়ো রাখতে পারবো না ।

নর । নলিনী কি তত দিন থাকতে পারবে না ?

চন্দ্র । পারে না পারে সে কথা হচ্ছে না ? ইংরাজের মেয়েরা ১৮১৯ বৎসর বয়স না হলে বিবাহ করেন না । তাঁদের যৌবন আরম্ভ উহার পর হতে । কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের ‘কুড়ী উৎকলেই বুড়ী’, ইংরাজী প্রথা আমাদের দেশে চালান অনায়াস । আমার মতে মেয়ে বার বৎসর উত্তীর্ণ হলেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য ।

নর । তবে তোমার মত নংবাদ পত্রে প্রকাশ কর্তে হলো ।

চন্দ্র । এক্ষেণে । সে বিষয়ে কেহ প্রতিবাদ করেন,—পত্রিকা আমার নিকট পাঠ্যে দিও আমি তার প্রতিবাদ করবো ।

নর । বার বৎসর বয়সে তোমার বিবাহ হয়েছে বলে কি সকলের হবে ?

চন্দ্র । আমার বার বৎসরের কমে হয়েছিল । বার বৎসর উত্তীর্ণ হলেই এদেশের মেয়েদের জ্ঞান হয়, বুদ্ধি হয়, সকলই হয় ।

নর । সকলই কি ?

চন্দ্র । কি জানি আমি অত জানি না—যাই অনেকগণ এসেছি যে গ্রাম, কত কথা শুন্তে হবে ।

নর । প্রিয়ে আমার একটি বড় বদ্‌নাম হয়েছে—আমি মদ খাই, গাঁজা খাই, পরস্ত্রী গমন করি, এই সকল কথা লয়ে গ্রামের প্রধান প্রধান লোক আন্দোলন করেন ।

চন্দ্র । তুমি কোন স্থানে যেও না বাড়ীতেই থাক, তাঁরা বলে মুখ ব্যথা করেন করুন, মেয়েগুলিও যেমন পুরুষগুলিও তেমনি—কৃষ্ণবাবু সে বার তোমাকে দেখতে এলেন—আমি অপরাধের মধ্যে জানালায় দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলাম,—মেয়েরা সেই জন্য আমাকে বলে দুই বকুর মধ্যস্থলে রাখে শুয়েছিল—আমি কথা শুনে কত কঁদে—

নর । আমার দ্বারা লোকের উপকার হয় এই জন্যই যাই নতুবা—

চন্দ্র। আর যাওয়া আবশ্যক করে না। এখানে বসে বসে পড়।

নর। না গিয়ে কি করি তোমাকে যদি প্রতাহ এইরূপ পাই—

চন্দ্র। পাবে।

নর। লোকের গঞ্জনা কে সবে!

চন্দ্র। আমি।

নর। তোমার কোমল প্রাণে লোকে ব্যথা দিলে,

কেমনে লো প্রাণাধিকে ধরিব জীবন।

যে হাসি দেখিয়ে ভাসি আনন্দ সলিলে

সে হাসি মুদিত হবে আমারই কারণ?

দ্বি,বা। দিদি দাড়ী নেড়ে নেড়ে কি বলে।

নেপাথ্যে। নরেন্দ্র এস হে।

নরেন্দ্র। যাই হে একটু অপেক্ষা কর।

চন্দ্র। (ডিবা হইতে পান গ্রহণান্তর নরেন্দ্রের বদনে প্রদান) তুমি যখন ঘরের ভিতর এস,—আমি ইচ্ছা করি আসি কিন্তু পারি না,—এখানকার সকলের মন সমান নয়, আমাকে কোন কথা বললে সহ হয় তোমাকে বললে সহ হয় না।

দ্বি,বা। দিদি তুই ওর মুখে পান দিলি কেন, ও দাড়ী কেলে না,—কিছু না।

চন্দ্র। আমি তবে যাই।

নর। শোন বলি।

চন্দ্র। (নিকটবর্তিনী হইয়া) কি?

নর। এই শ্রিয়ে। (মুখচুম্বন)

দ্বারের পাশে হাত

নরেন্দ্রের প্রস্থান।

নলিনী । ওমা কি লজ্জার কথা ঐ দাড়ী দিদির মুখে—

চন্দ্র । চুপ কর ।

নলিনী । মেজ দিদির কাছে বলেদেব কন ! [মেজ বোঁর প্রবেশ ।

মেজবোঁ । (হাসিতে হাসিতে) না দিদি আর বলতে হবে না আমি
দ্বারের পাশ দিয়ে সব দেখেছি—

চন্দ্র । আর দিদি—বহুদিন পরে আশ মিটল আমার ।

কত দিন হইয়াছে গতায়ত সার ।

মেজবোঁ । তা বেশ হয়েছে—এখন এস, মনোরমা শশিমুখী তোমার
জন্য অপেক্ষা কচ্চেন,—অনেকক্ষণ এসেছেন ।

চন্দ্র । মনোরমা এসেছেন !

সকলের প্রস্থান ।

মনোরমা, শশিমুখী, চন্দ্রমুখী, ও মেজবোঁর
প্রবেশ ।

মনো । মেজবোঁ, পল্লিগ্রামের মধ্যে তোমাদের সংসারটা দেখে যেমন
সন্তুষ্ট হয়েছি এমন আর কোথাও দেখি নাই, তিনটা বোঁয়ে অকু-
ত্রিম প্রণয় । তিন জনেই বেশ লেখা পড়া জ্ঞান ।

শশি । পল্লিগ্রাম বলে বলছে কি, সহরের মধ্যেও এমন নাই । সেখানে
অনেক বিদ্যাবতী আছেন,—কিন্তু সংগারে অঁাইট অতি কম মেয়ের আছে ।

মেজ । ভাই আরো সুখের হতো যদি গল্পনা দি না থাকতো ।

শশি । সেটা ভাই না থাকাও অন্যায় ।

চন্দ্র । অন্যায় বটে,—বাড়াবাড়ি ভাল নয় ।

শশি । তা বোন তোমারা লেখা পড়া জান, তোমারা যদি গুরু-
জনের দুই এক কথা সহ্য না করো, তবে কে করে । লেখা পড়া জানার
প্রকৃত কল তোমাদের সংসারে দেখ্লেম । বোঁতে বোঁতে এমন অমা-
য়িকতাব, কি সহ্য, কি পল্লিগ্রাম, আমি অতি অল্প সংসারে দেখেছি ।

মনো । আমার ইচ্ছা করে তোমাদের বাড়ী প্রত্যহ আসি,—তা বোন
গ্রামের যে দশা ।

চন্দ্র । বস্তুতঃ মনোরমা ! পল্লিগ্রামেই এই সকলের তবু একটু
স্বাধীন ভাব আছে—স্ত্রী স্বাধীনতা হলে কি হয় ?

মনো । পুরুষের স্বাধীনতা দিলেও,—সমাজের যে রূপ অবস্থা, বামা-
গণের স্বাধীন ভাব অবলম্বন কখনই উচিত হয় না ।

শশি । তা সত্য কালিঘাটে আমি তার পরিচয় পেয়েছি,—সেখানে
কঁত শুভ্র মহিলাগণকে দেখ্লেম তা আর সংখ্যা নাই—পরিচয়ে জান-
লেম দুটী একটী লেখা পড়াও জানেন । যখন ভাই গঙ্গায় স্নান কর্তে
যাই, পুরুষগুলি ক্যাল ক্যাল করে তাক্যে থাক্লে ।

মেজবো । রূপ দেখে ।

শশি । রূপের মধ্যে পায়ের পাতা আর হাতের কবজা আদল ছিল,
তার পরে ঘাটে গিয়ে দেখি, স্ত্রী পুরুষের বিচার নাই সকলে একত্রে এক
ঘাটে স্নান কচ্ছে ।

চন্দ্র । তীর্থস্থান কি না ?

শশি । কোন রমণীর পুরুষের অঙ্গে অঙ্গ ঠেকচে, কেহবা হা করে
কোন রমণীর অঙ্গ মোহা দেখেছে । তাও বরং ভাল, মন্দিরের মধ্যে দেখি
আরো বিপদ,—আমরা গেলে একদল অমুর অবতার পুরুষ উপস্থিত ।
আমরা সরে দাড়ালেম । তারা কালীর প্রতিমা দেখে যায়—এমন সময়
কতকগুলি শুভ্রমহিলা উপস্থিত—যোমটা দেখেই বুঝ্লেম । বেহায় পুরুষ
গুলি তাঁদের ভেদ করে চলে গেল—একটা রমণীর অঙ্গ পিসে গেল ।

মনো । সেই যে সকল খবরই রাখ ।

শশি । ঐটা আমার বড় দোষ । স্ত্রী স্বাধীনতা বর্তমান অবস্থায় কত-দূর অন্যায়ে একথা শুনলেই বুঝতে পার্বে—পুরুষেরা সমাজ সংসোধন না করে এ কথা বলেন,—এজন্য আমি তাঁদের বোকা বলি । স্ত্রী পুরুষের সান্তায় বার হলেন লোকে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে থাক্‌লো—দেখতে বড় চমৎকার হলো । স্ত্রী স্বাধীনতায়—এই অবস্থায়—আমাদের মুখ বিন্দু-মাত্র নাই বরং অনিষ্ট । সমাজ সংসোধন হোক পরে স্বাধীনতা ।

মনো । সে বিষয় আমাদের আন্দোলনে প্রয়োজন ?

শশি । কামিনী বাপের বাড়ী আছে—মুতরাং একটু স্বাধীন ভাব আছে মধ্যে যে ঘটনা হয় তাতেই প্রাণত্যাগ কর্তে যায় ।

চন্দ্র । বিধবা বিবাহে, বিশেষতঃ একরূপ স্ত্রীলোকদিগের—হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক । গ্রামের মধ্যে যে ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে, এতে বিধবা বিবাহ—এদিকে না হলেও গ্রামের অব্যাহতি নাই ।

শশি । সই, অনেকক্ষণ এসেছি চল ।

নেপথ্যে । ওমা, মা শীঘ্র এস আমি আর বসতে পারিনে ।

চন্দ্র । ডাকে কে ?

শশি । আমাদের ঝি !

চন্দ্র । মনোরমা আজ ত শনিবার, আজ ত অবলাবাবু আসবেন ?

মনো । এইরূপ ত ইচ্ছা করি এখন অদৃষ্ট ।

শশি । সই তিনি নিশ্চয়ই আসবেন—তুমি অমন অদৃষ্ট অদৃষ্ট কর না ।

চন্দ্র । মনোরমা তোমাদের উভয়কে এক স্থানে দেখ্‌বে। আমার বড় ইচ্ছা করে, তুমি আমার স্বাশুড়ীর মত করিয়ে আমাকে লয়ে যেও, নাথকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি তিনি বলেন, কতি কি ?

শশি । তবে ভাই চল ।

সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

নরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা ।

নরেন্দ্র, বিনোদ, ও চারুচন্দ্রের প্রবেশ ।

নর। যে আঙে মিস্ত্রির ঠিক নামটা হয়েছে । এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে ?

চা। এতক্ষণ যে কোথায় ছিলাম ঠিক বলতে পারি না ।

নর । কেন হে ?

চা। যেরে ত মাগ নেই কাজেই নামা স্থানে বেড়াতে হয় ।

নর । ওটা কি আমাকে দেখে হলো ?

বিনো। চারু তোর ঠাটা বিদ্রূপ এখন রাখ । যা কর্ত্তে এলি তাই কর ।

নর । তুমি এত সন্ধান কোথায় পাও ?

চা। কোথায় যে পাই তাই ভাবি আর মনে মনে হাসি । ভাই হে ! সন্ধান লোক হলেই সকল সন্ধান রাখে । যে রাত্রে হরিমাথের নিকট এত প্রশংসা নিয়ে এলেম,—সেই রাত্রেই আবার তার সর্কনাশের পথ পরিকার করে আসি । সোতিব্ ভট্‌চাজ্ মহাশয় বাড়ী ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে তখন এই সব খোষ গল্প কচ্চি এমন সময়, তাঁর বৈঠকখানায় বিশ্বনাথের কথা শুন্‌লেম । সে বার দুই জোরে কথা কয়েছিল, তার পর আর কোন কথা শুনি নাই । মনে বড় সন্দেহ হলো । ভাব্‌লেম, ওত একটা সপ্তমার্ক দৃষ্ট্য বৃদ্ধি করে—ওর সঙ্গে পরামর্শ করে হয় তো আমাদের মারবে । সোতিষ বাবু আমাকে টিপে দিলেন,—আমি বিশ্বনাথের আশা

পর্যন্ত অপেক্ষা কল্লেম। সে যখন বাড়ী হতে বহির্গত হলো তখন অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে—বাগানের পথ দিয়ে যখন যায় আমি গুপ্তভাবে হঠাৎ তার সম্মুখে উপস্থিত।—উপস্থিত হয়েই হাঁসি।

নর। তোমার হাসি ত হাত ধরা মনে কল্লৈই হয়।

চা। তার পর হাসতে হাসতে বল্লেম—কামিনী তোমাকে একখান পত্র লিখেছে।

নর। এ কথা তোমার বলা অনুযায় হয়েছে।

চা। না বল্লৈ কি করি—অন্য কথা পেলেম না, যাতে ওর মন বেশী নরম হয়। সে ঐ কথা শুনেই আফ্লাদে আটখানা। আমি অম্‌নি বল্লেম তোমার রূপ গুণ দেখে কামিনী ত কামিনী কত সধবা স্ত্রীলোকের মন টলে।

নর। তুমি ত একজন কম নও।

চারু। ওহে পল্লিগ্রামে বাস কর্ত্তে হলে এগুলি চাই।—নতুবা মনের কথা পাওয়া যায় না। তার পর সে বল্লৈ পত্র কোথায়, আমি বল্লেম আমার কাছে। কোথায় পেলে? শুনে আমার চক্ষুস্থির, কি বলি ভেবে পাই না। কিন্তু আমার প্রত্যাশায় মতি ত জানই—অম্‌নি বল্লেম আমাকে গ্রামের লোকে বেশী বিশ্বাস করে, কামিনী তা জানে। নাপতিনীর দ্বারা দুইখানি পত্র পাঠিয়ে দেয়—একখানি তোমাকে একখানি আমাকে—আমাকে যা লিখেছে আমি পড়ে কেঁদেছি। তার পর একটা কথা বল্লেম তা আর তোমার কাছে বলা হবে না। সে শুনেই বল্লৈ আমি তার জন্য কত দুঃখ পেয়েছি তার এত অনুগ্রহ আমি কি ইহাতে অমত দিতে পারি।—লোকে জান্‌লে, জান্‌লেই বা—আমি তার মতানুসারে এককর্ণে প্ররুস্ত হক্টি—ভট্‌চাজ্ আমাকে ঐ জন্যই ডাকেন, তিনি বলেছেন ঘট্‌য়ে দেব—আমি অমনি বল্লেম, ঘট্‌য়ে দেব, সে বহুকালের কথা—ভট্‌চাজ্ কি মুখু এই কথার জন্য ডাকেন। সে বল্লৈ, না আরো একটা কথা 'তা তোমার কাছে বলা হবে না। আমি বল্লেম, আমাকে এত অবিশ্বাস হলো—তবে

তোমাকে সে পত্র দেওয়া হবে না। সে বলে না হে মা, রাগ কর না, ভট-
চাজ অনেক দির্ঘ দিবাস্ত দিয়েছে এই জন্য ইতস্ততঃ কক্টি—তা তুমি
আমার কত উপকার কলে, তোমার কাছে বলায় হানি নাই। আমি মনে
মনে বল্লম এখন পাথে এস। সে বলে ‘মা ঠাকুরগের উদর মোটা হয়েছে,
পাঁচ মাস, কত ঔষধ খাইয়েছে কিছুতেই কিছু হয় নি—লামি যে ঔষধ
জানি—তা ত জানই।’ আমি অগ্নি বল্লম ‘আজ্ঞে তা আর জানতে
বাকি? তাতে সে বলে ‘কেমন করে জানলে হে।’ আমি তখন কি বলি
ঠিক পাইনে—খোষানোদ কর্তে গিয়ে ঐমন অপ্রতিভ কখন হই নাই—তা
তার কাছে সেরে নিতে কতক্ষণ? অগ্নি বল্লম পেঁচোর মার কাছে
শুনেছি। সে বলে হতে পারে তার মেয়েরও ঐ রকম অবস্থা হয়েছিল
কি না।

নর। (দীর্ঘ নিশ্বাস) গ্রামের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, বিধবাবিবাহ যে
এদিকে কেন প্রচলিত হয় না, কিছু বুঝিতে পারি না। যিনি বিধবা-বিবা-
হের উপর এত চটা তাঁর ঘরে এই কীর্তি—অবলাগণ তোম—

চারু। তার পর বলে ‘সেই ঔষধ এঁকেও দিতে হবে।’ তখন আমি
বল্লম ‘আর কোন কথা হয় নাই? সে বলে ‘না’। আমার তবু বিশ্বাস
হলো না কিন্তু সে নিতান্ত অস্বীকার কোলে—অবশেষে বল্লম তুমি বাড়ী
যাও পত্র আমি লয়ে যাচ্ছি।

নর। এত কথা আগে বল নাই কেন?

চারু। আগে চারিদিক আলংগা ছিল—এখন আঁট ঘাট বেঁধে বলা
হলো। তারপর সকাল বেলাই আমি আর বিনোদ দুই জনে সব ইনস্পেক্ট-
রের নিকটে যাই। তোমাকে এ কথা বলতে বিনোদই বারণ করেন
বিনোদ বলেন এ অতি গোপনীয় কথা ছয় কানে তুলে সূক্ষ্ম হয় হবে।
বিশেষ তোমার স্ত্রীর সহিত ত সকল কথাই হয়—কথায় কথায় তাঁর
কাছে যদি প্রকাশ কর।

নর। তাঁর কাছে প্রকাশ কলে কি গ্রামময় হতো?

চারু । সাধু যে বলে 'মোর তানার' তা ঠিক বলে ।

নর । কেন হে তাঁর বল্লম বলে কি দোষের কথা হলো ?

চা । স্ত্রীকে তাঁর বলে বলতে গ্রামের মধ্যে ত কারো মুখে শুনি নাই তোমার মুখে এই নূতন শুনলেম । ও তাঁর কথায় যে কত মজা দিয়েও হলো না, জানতেও পাল্লেম না ।

নর । চারু বিয়ে বিয়ে করেই পাগল ।

চারু । সাধে পাগল, পার্থ্যে যোটে না ।

নর । স্ত্রীর কথা অন্যের কাছে বলতে 'তার' কি 'সে' বলা বড় অন্যায় । স্ত্রী যেমন স্বামীকে মান্য করেন, স্বামীরও স্ত্রীকে সেইরূপ না হোক কতকটা—মান্য করা উচিত ।

চারু । এখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলই সমান । কোন স্ত্রীকে স্বামীকে তিনি বলতে শুনলেম না । বৈকাল বেলা যদি একবার ঘাটে গিয়ে আড়ালে বসে তবে শোন 'সে' 'তার' ইত্যাদি কথা ঘাটময় ছড়াছড়ী হয় ।

নর । চারু সকল দিকের খোঁজ রাখেন ।

চারু । ছিলনা, কাল হতে হয়েছে ।

বিনোদ । চারু শীঘ্র কথা সমাপন কর বেলা গেল ।

বিনো । ইনস্পেক্টর একথা শুনে মহা খুসি হলেন—আজ তিন দিন হতে গুপ্তবেশে গ্রামে গমনাগমন কচ্চেন ।

চারু । ইনস্পেক্টর বাবু ভারি সৎ লোক তিনি এ সংবাদ পেয়ে কখন নিজে আসছেন কখন আপন শ্যালককে পাঠাচ্ছেন ।

চারু । ও হে কায়দায় পড়ে সংলোক—ঘটনাটি থানাজাত হলে তারই নাম—এই জন্য আসে । অনেক অনুসন্ধানে বাঁড়ুঘোদের বাঁশ বাগানে নষ্ট শিশুটি পাওয়া যায়—আমাদের মুখে শুনে ত হঠাৎ খব্দে পারবেন না—ইনস্পেক্টর বাবু গুপ্তবেশে ঘাটে যাতায়াত কচ্চেন, কিন্তু মাগীগুলোও আবার শয়ানা হয়েছে । তা হোক এখন পেট নয়,—এ কথা

কখনই থাকতে পারেন না । নরেন যদি যাও, তবে এস ইমেন্সিটের
সঙ্গে বোপের ভিতর লুকিয়ে মাগীন্ রে কি বলে শুনি গে ।

নর । দিব্য আট ঘাট বাঁধা হয়েছে,—তলে তলে এত কাজ করেছ
কেউ জানে না ?

চারু । সকলই জেনেছে—তবে গ্রাম নিরব, হরিনাথের মুখ চুপ ।

নর । ঘাটে তোমাদের যাতায়াত হয় কেউ জানে ?

চারু । না ।

নর । বিনোদ গেলেই আমার যাওয়া হলো ।

বিন । ভালই বেশী গোলমালে আবশ্যক নাই ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক !

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

বাঁধা ঘাট, চাঁদনী ।

কুম্ভ কক্ষে চারি জন রমণীর প্রবেশ ।

প্র. র । ঠাকুরঝী আজ তোদের কি রাগা হয়েছিল ?

দ্বি. র । আর তাই রাঁড় ভাঁড় মানুষের খাওয়া গর্ত বুজান বৈত
নয় ।

তৃ. র । তা সত্য কথা । (সকলে কুম্ভ রাখিয়া)

চ. র । মেয়ে মানুষ চারি জন একত্র হলেই খাওয়া দাওয়ার কথা
আগে ।

প্র, র। আমাদের ঐটী হলো পের্ধান কাজ—ভাতারের মুখ হলো না—থেকেও নেই। তাই নয় দুখানা গওনা অঙ্গে উঠুক তাও নেই—বা দুখান একখান ছিল—তা এই মাগ্গি গণ্ডার সময় বাঁদা পড়েছে।

চ, র। কল্কেতার মেয়ে মান্বে না কি বিদ্যান, কেউ গহনা গায়ে দেয় না,—মনোরমার ত দেখি অঙ্গে যায়গা নেই।

তু, র। তুইও যেমন ভাই—সেখানকার মেয়েরা লেখা পড়া জানে তাই মান্বে যায়। মুখে বলে গহনা কি হবে গহনা কি হবে ভাতার হলেই হলো—তলে তলে সকল কাজ সারেন—

চ, র। তার কাছে গওনার কথা বল্লিই, বলে তুমি টৈ পড়তে পার গহনা গহনা কর কেন? পোড়া কপালের কথা শোন দেখি,—সেই জন্য ত আমি পড়া শুনা ত্যাগ করেছি।

প্র, র। মনোরমা বেশ সুখে আছে,—দশখানা গওনা গায় দিচ্ছে,—তা হবে না—কেমন জায়গায় বিয়ে হয়েছে—কল্কেতার ভাতারই ভাতার।

চ, র। রায়েদের বিরাজী কেমন সুখে আছে, কল্কেতায় বিয়ে হয়েছে,—দশখানা গহনা অঙ্গে দিচ্ছে—ভাতারটিও আবার যেন কার্তিক।

প্র, র। তা ভাই আমার বাপ যদি অত টাকা ব্যয় কর্তো, আদিও আবার অম্নি সোণার চাঁদ—

দ্বি, র। বিরাজীর বাপ মেয়েটার বিয়ে দিয়ে কতুর হলো। ছেলেটা বা এত কি ভাল,—বা এখুটু রংটা করসা।

তু, র। সে বিয়ের দিন কি কাণ্ডই হলো। ফর্দ ধরে আগে সকল গহনা মিলিয়ে নিলে, কেবল পাঁইজোর ছিল না। বরের বাপ অম্নি বোল্লে—না আনি এগন স্থানে ছেলের বিয়ে দেব না আমরা শুনে অবাক।

দ্বি, র। এখন কল্কেতার লোকে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে বড় মানুষ হবে বলে লেখা পড়া শিখায়। আগে মেয়ে বিকৃতো সে বরং ভাল ছিল, এখন ছেলের দর শুন্লে প্রাণ চোগ্কে উটে,—আমার মেয়েটী—

তু, র। তার পর যখন বিরাজীর মায়ের পাঁইজোর এনে দিলে তখন বিয়ে হলো। বাসর ঘরে বরের তামাসা দেখে কে। সে আমাদের সঙ্গে কি কথা বোলবে এক নশি নিয়েই বেহাতি—ঘড়ী ঘড়ী পান, কল্কেতার লোকে এত পান খায়! তার ঘন ঘন নশি নেওয়া দেখে আমি নশিার ডিবেটা কেড়ে নিলাম,—তার কাতরানি দেখে সকলে হাসতে লাগলো।

প্র, র। তার কাতরানি দেখে তোদের দয়া হলো না?

চ, র। নেশাখোরের কাতরানিতে কার দয়া হয়? আমাদের মিন্‌সে আফিং খায়—আফিং ফুলে তার ত অত কাতরানি দেখি নি।

তু, র। আমার ভাসুর কি যেন পটের পুতুলটা। মিন্‌সে কল্কেতায় তার একটা গম্বুজ স্থির করে—রূপের কথা শুনে পাত্রের মন হয়েছিল কিন্তু গরিবের মেয়ে বলে তার না বাপের মত হলো না।

চ, র। এখনকারের লোক কি জিনিস চেনে টাকা হলেই হলো। রাজ্যি কালে কালে অধঃপাতে যাচ্ছে।

প্র, র। ভাল কথা তুলিছি—ঠাকুরাণী তোদের কি রান্না হয়েছিল বলি নে?

দ, র। রাঁড় মান্‌সির খাওয়া কি শুনবে—কাল একাদশীর উপবাস গিয়েছে—গর্ত বুজনা ত চাই। এই মুখতুনী, শাক সম্বড়ী, মোচার ঘণ্ট, কচুশাক, গর্গ খোড়ের ডাল্লা এঁচড়ের ডাল্লা—রাঁড় মান্‌সির খাওয়া কি শুনবে বোন—মঠেরডাল, মুগেরডাল, বুড়েরডাল—বেগুনভাজা, একটা নির্মিষ চচ্‌ড়ি, আর কচি কচি নার পাতার ঘণ্ট—আর ভাই গর্ত-বুঁজন বৈ ত নয়—দৈ পাতা ছিল, ঘরে দুধ ত আছেই—আজ আবার ভাই পোটার জন্মদিন বলে—পায়েসও হয়েছিল তা ভাই হাজার হোক রাঁড় মান্‌সির খাওয়া। কাল এক—

চর্থ, র। ওমা ঠাকুরাণী যে অবাঁক কল্লি এততেও তোর গর্ত বুজনি কেমন গর্তনা জানি। (হাস্য)

প্র, র। ওগর্ত বুঁজলেও কি—

(ট)

তু, র । তোরা যে ঠাকুরব্বীকে পালন কল্লি—কথাটাই শুন্তে দে ।

দ্বি, র । কাল ভাই একদশীর উপবাস গিয়েছে—চাপা চাপি এক পাথর ভাত নিয়ে বসলাম । আমি রেঁধে ছিলাম, সকলের খাওয়া হয়েছে—কেউ বাড়ী নেই—এবাড়ী ওবাড়ী গিয়েছে । তা ভাই এত তরকারি ওতে আর কত ভাত ওটে ?

তু, র । তা সত্তি ত এত অল্প তরকারিতে কি খাওয়া হয় ।

৪র্থ । দশোচ্ছককা সম পঞ্চা । ০

প্র, র । তুই আবার কি বলিস্ ।

৪র্থ । দশখানি তরকারি একখানি মাছের সঙ্গে সমান ।

তু, র । চুপ কর না ভাই কথাটা শুনি ।

দ্বি, র । তার পর ভাই তরকারি দিয়ে আখা আখি খেলাম—আর ওটে না—রাঁড় মান ঘির খাওয়া একবেলা বৈত নয়—কাষেই সে গুল না খেয়ে কেমন করে উঠি—না ভাই তোরা বড় হাসিস্ ।

৪র্থ । না না বল ।

দ্বি, র । দৈ নিলাম, তা টক্ লাগলো না—তৈঁতুল নিয়েও বসিনি মাকে দুবার তিন বার ডাকলাম, উত্তর পেলাম না—রাঁড় মান ঘির খাওয়া ভাত ফেলে ত উঠতে পারিনে—খাওয়া হবে না । তৈঁতুলের হাঁড়ীটে আবার শিকের উপর ছিল ছোট মৈ খানা তার পার্শের ঘরে ছিল—উঠে ত যেতে পারিনে, কি করি—রাত্রেও আর খাওয়া হবে না—পোঁদে হেঁটে হেঁটে মৈ খানা—শিকের হাঁড়ীর কাছে নিয়ে এলাম । তোরা বড় হাসিস্—

তু-রা । হাসছি জলের ঢেউ দেখে ।

দ্বি, র । শিকের কাছে মই এনে ভাবলাম উঠি কেমন করে—ভাত গুলি না খেলে নয়,—রাত্রে খাওয়া হবে না । আবার মাকে ডাকলাম উত্তর পেলাম না । তা বোন্ আর ভাব্লে কি হবে ভাত গুলি ত খাওয়া চাই,—বিশেষ একাদশীর—

প্র, র। তা সত্যি ত । ভাব্বে কেন । (হাস্য)

৪র্থ, র। চুপ কর না ল্যা—কথা সায়া হলে যত পারিস্ তত হাসিস্ ।

দ্বি, র। তার পর ভাই পোঁদে হেঁটে হেঁটেই মই বয়ে ওঠলাম ।

(সকলের হাস্য)

তু, র। (হাসিতে হাসিতে) ওমা বলে কি !

প্র, র। তার পর বল কি হলো । ভাল খাওয়ার কথা তুলিছি
(হাস্য)

দ্বি, র। তার পর, তেঁতুল নিয়ে সেই রকম করে পোঁদে হেঁটে হেঁটে
নেমে ভাত গুলি খেলায় ।

প্র, র। সকল গুলি ।

দ্বি, র। সব পারিনি (হস্তদ্বারা দেখাইয়া) এত কটা ছিল, তা ভাই
কি কর্‌বো সেখানে আর কেউ ছিল না, গম্প পোলে ওকটাও ফেলা
যেত না ।

প্র, র। এক পাথর ভাতের মধ্যে (হস্ত দেখাইয়া) এতকটা ফেলা
গিয়েছে তবু পেট ভরেনি, খন্য পেট বটে ।

৪র্থ, র। ঠাকুরবীর একরকম ভাল, খাওয়াটা ভাল রকম হলে আর
কিছু চায় না ।

দ্বি, র। ' চাই না চাই তুই জান্‌বি কেমন করে—বলে ।

যুবতীর মন, হয় কি তেমন

• ভাবিয়ে যেমন, রাখিতে চাই ।

মনের আগুন, জ্বলিছে দ্বিগুণ,

কেমনে নিপুণ হইব ভাই ।

নির্দয় মদন, সদাই দংশন,

করে জ্বালাতন, বসিয়ে বুকে ।

যত জ্বালা সই, মনে মনে রই,

বাঁচাবে কে সই, এ হেন দুঃখে ।
 কপালের দুঃখ, বিধাতা বিমুখ,
 বল কিসে সুখ, হইবে ভাই ;
 তবে যে হাসি, আনন্দে ভাসি,
 মনানল রাশি, নিবাত্তে যাই ।
 যবে প্রাণধন, আঁধারি ভুবন,
 করিল গমন ত্যাজিয়ে নোরে;
 ঘটিল জঞ্জাল, ভাঙিল কপাল,
 দুরজন কাল, ফেলিল ধোরে ।

৪র্থ, র। উত্তর দিকে বড় মেঘ হয়েছে চল, শীঘ্রি়র কাপড় কেচে
 যাই ।

কুস্ত কক্ষে একজন

প্রৌড়ার প্রবেশ ।

প্রৌ। (বক্রস্বরে) তোদের পেটে কি কোন কথা থাকে না ?

প্র, র। তুমি ত বেশ মানুষ,—আমরা কারো কোন কথায় থাকিনে—
 সকলে যে কথা বারণ করে দিয়েছে, তা বল্ বের অবশ্যক ?

দ্বি, র। সত্যি,—কল্লে একজন ভয়ে নরি আমরা ।

তু, র। না ভাই ও কথায় কাজ কি, দারগা রোজ রোজ গাঁয়ে হাঁট্চে
 ও কথায় কাজ কি । কোথা হতে শুন্বে ।

দ্বি, র। শুন্লেই বা আমাদের ত আর ফাঁসি দেবে না । একজন
 কর্তে পারে আর আমরা বল্ তে পারি নে ।

তু, র। (সরোষে) বল, বল—যখন দারগা আস্বে তখন দাঁতে
 মিসি দেখে ভুল্বে না । তামাক পোড়াও মান্বে না ।

চ, র। চল ভাই বড় মেঘ করেছে—আর থাকা হয় না ।

প্রো। এমন ত বাবার কালেও দেখিনি, এত দিন কেমন করে ঢাকা দিয়ে রেখে ছিল !

প্র, র। ওদের আলায় দুপুর বেলা ঘাটে আসা বন্দ। এক দিন আমি-ও বাড়ীর পিসেস্ আর বটাকুরঝী দুপুর বেলা এই চি। আমরা যখন কাপড় কাচি তখন বেণে বেটা। এই ঘর হতে বার হয়ে গেল, ঠাকুরগাটী বার হয়ে—মাথা ধরেছে বলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

দ্বি, র। ঠাকুরগাটীও যেমন ঠাকুরগাটীও তেমনি—আবার তেমনি যুটেছে এ চুনি বেণে। আমাদের মাঠে ঘাটে বার হবার ঘো নেই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দেখ না জেলে, একটা জেলে না গেলেও ত ওদের দপ্প চূর্ণ হবে না।

প্রো। সন্তি, পেট কেলে বাগানে দারগাতা টের পোলে কেমন করে।

চ, র। ঠাকুরগাটী লজ্জায় আর বার হন না।

প্র, র। ওর কি লজ্জা আছে, দুদিন থম থম হলেই আবার যে সেই হবে।

প্রো। হরে তটাজির বুড়ো বয়েসে আবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে—দুজনের মন সুগিয়ে চলে কেমন করে ?

পো। বেশ্যারী দশ বার গণ্ডার মন যোগা—

তু, র। ওর চেয়ে বেশ্যারীও ভাল তারা ত আর আগানে—

সহসা ইনেক্সেক্টর, চারু, বিনোদ

ও ভদ্রেস্বরের প্রবেশ।

ভদ্রে। (গম্ভীর স্বরে) যিনি যেখানে আছেন তিনি সেখানে থাকুন।
(রমণীগণের অবগুণ্ঠনাচ্ছাদন—নিম্নমুখী হইয়া দণ্ডায়মানা)

ইন। যিনি যে কথা বলেছেন আমার সমুদায় লেখা হয়েছে—এখন নামের সাপক্ষ।

বিনো। ঘাটে যাঁরা আছেন সকলই ত চারুর সঙ্গে কথা কন ।

উত্তর নাই।—(মৌনবতী)

বিনো। আপনারা ঐ দিকে একটু সরে দাঁড়ান ।

(ইনস্পেক্টর ও ভদ্রের প্রস্থান ।

চারু। এ শিকে হতে তেঁতুল পাড়া নয়—ইনস্পেক্টর বাবুকে ডাকা
যাক;—(চারুর গমন)

প্রো। বিনোদকে ইঙ্গিত ।

চারু। বিনোদ পায় জড়িয়ে ধল্লোও ছেড় না ।

(চারুর প্রস্থান ।

বিনো। আপনাদের কোন ভয় নাই—কেন মি—

প্রো। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) বিনোদ এ বিপদে তুমি না রক্ষা কল্লো
আমরা মারা পড়ি—বিনোদ তোমা হতে—

দ্বি. র। (ঐ স্বরে) বিনোদ তোমার হাতে ধরে বল্চি,—আমার
নাম গুরু মধ্যে তুল না—তা হলে সর্বনাশ গায় থাকে ভয় হবে । আমি
বামনের মেয়ে নতুবা তোমার পায় ধন্তেম ।

বিনো। আপনাদের কোন চিন্তা নাই—

চ, র। (জ্ঞানান্তি কে) এত ভয় কিসের—এ ঘটনা কে না জানে
ঠাকুরকী আমার নাম লিখ্তে বল ।

বিনোদ। কি নাম ?

চ, র। ঠাকুরকী বল কণকচাঁপা ।

বিনো। কণকচাঁপা কি ? আমি ত জানি না ।

চ, র। ঠাকুরকী বল মুখুয্যে ।

বিনোদ। আপনার নাম ?

প্রো। (কাঁদ ২ স্বরে) কমা দাও বিনোদ, ঐ এক নামেই হবে ।

বিনো। আপনার নাম চাই, অন্যের নাম তত আবশ্যক করে না ।

প্রো। অঁ। কি বল্লে বিনোদ,--আমি ত কারো কোন কথায় থাকি নে । ওরা বল্‌চিল, তাই বল্‌চিলাম বিনোদ ।

বিনো। .আপনিই এ কথা আগে উত্থাপন করেন, আপনি---

প্রো। (ক্রন্দন স্বরে) না বিনোদ আমারও রীত নেই লোকের কথায় আমার দরকার কি বিনোদ ?

বিনো। তবে ইনস্পেক্টর বাবুকে ডাক্তে হলো ।

দ্বি. র। (ক্রন্দন স্বরে) বিনোদ আমাদের দুঃখ দেখে কত দুঃখ কবেত—আজ আমি এত পিনয় করে বল্‌ছি তোমার কি একটু দয়া হবে না ?

বিনো। কিছু ভয় নাই ঘটনাটি সমুদয় সত্য হলেও আইন অনুসারে সাক্ষী চাই । আপনাদের সাক্ষী দিতে হবে না, কেবল পুরুষদিগের নিকট হতে কথা লবার জন্য, আপনাদের আবশ্যক ।

প্রো। (রোদন স্বরে) তা আমাদের বাড়ীর সকলকেই সাক্ষী দিতে বল্‌বো আমার নাম লিখ না ।

(চাকর ও ইনস্পেক্টরের প্রবেশ ।)

ইন্। ধল্‌তে হয় বলুন না হয় আমি অন্য উপায় দেখি ।

প্রো। (রোদন স্বরে জনান্তিকে] বিনোদ তোমার মনে এইছিল ওকে যেতে বল আমি বল্‌চি ।

[ইনস্পেক্টরের প্রস্থান ।

চাকর। বিনোদ আর দেরি কর না ইনস্পেক্টর বাবু কনেষ্টবল আনতে গেলেন ।

বিনো। কিছু হবে না আপনি বলুন ।

প্রো। (কাঁদিতে কাঁদিতে) অঁ। কিছু হবে না ত---আমার মাথা খণ্ড মরার মুখ দেখ কিছু হবে না ত ?

চারু । ডাকি তবে, ইনস্পেক্টর বাবু- (প্রস্থান ।

প্রৌ । এই বলি এই বলি,—এর নাম হারাগী, ওর নাম ক্ষেমা,
ওর নাম বিরাজ । আগের সরকার, শেষের দুজন বাঁড়ুষ্যে ।

বি । (নাম লিখিয়া) আপনার নাম ত আমি জানি না । কি বলুন ?

প্রৌ । (রোদন স্বরে) অঁা এতগুলি নামেও হবে না আমার নাম
চাই ?

বিনো । বলুন, বলুন আবার ইনস্পেক্টর বাবু আসবেন ।

প্রৌ (রোদন স্বরে) বিনোদ দেখ যেন আমার মাথা খেও না--
লেখ হরিমতি ।

(বিনোদের প্রস্থান ।

পটক্ষেপণ ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

অরণ্য মধ্যস্থ পথ

(মেঘ গর্জন !)

নেপথ্যে । বনের মধ্যেও এলুন দেবতাও ঘোর করে এলো, বেণী
বাবু একটু আস্তে চলুন ।

নেপথ্যে । আর বেশী পথ নাই এইটুকু পা চালিয়ে আসুন, এই
বন ছাড়তে পারলেই গ্রাম ।

নেপথ্যে । এইটুকু যেতেই প্রাণ বিয়োগ হলো পাড়াগাঁয়ে বিবাহ করা বড় আপদ ।

নেপথ্যে । তা বলে কি করবেন, আপনার এই এক দিন আনাদের এ বার মাস ।

নেপথ্যে । বেণীবাবু একটু অপেক্ষা করুন, কোচাটা হাত কসকে পড়ে গিয়েছে, কাপড় খানা ভাল করে পরি ।

নেপ । মহাশয় পাড়াগাঁয়ে কোচাঁর বাহার চলে না এখানে আস্তে হলোই আগে উরত পর্য্যন্ত কাপড় তুলতে হয় ।

নেপ । এসব স্থান এত ভয়ঙ্কর হয়েছে আগে জান্লে আসতুম না । মা এই জনোই নিষেধ করেন । ওঃ—বেণীবাবু স্থির হয়ে দাঁড়ান । দেবতা যেরূপ নল পাচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হবে । (মেঘ গর্জ্জন)

নেপ । আমুন মহাশয় এইবার একটু পা চালিয়ে আসুন । প্রিয়তমার মুখ দেখলে কোন ক্লেশ, ক্লেশ বোধ হবে না । আপনার ত নূতন আসা, আমি পূর্বে এমন বিপদে কতদিন পড়েছি, কতদিন আজ ত দুজন আছি—কত দিন একাই এ সকল স্থান দিয়ে গিয়েছি । মন্বন্তরে দস্যুর ভয় হওয়ায় প্রিয়তমা আমাকে বার বার মিনতি করে বলেছেন ‘যদি বোঝা যে’রাত্রি হবে তবে কদাচ বাহির হও না’ । তা মহাশয় কথাটা সত্য, আজ কাল চারিদিকে যে রূপ দস্যুর ভয় হয়েছে এ সকল স্থান দিয়ে দিনমানেরই গা চম্ চম্ করে ।—

(বেণীমাধবের প্রবেশ)

না জানি প্রিয়তমা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে দেখে কত ভাবছেন কত কাঁদছেন ; নিরীক্ষে এই জঙ্গলটা ছাড়াতে পাল্লে হয়—ওঃ এস্থানটায় কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার আর যে পথ দেখতে—

(অবলাকাস্তুর প্রবেশ)

(সহসা করাল বদন ভীষণাকার দুই জন দম্ভার প্রবেশ)

প্র, দ । (গম্ভীর স্বরে) খাড়া রও !!

বেণী । (ভয়ের সহিত চীৎকার স্বরে) চোপরাও !! আমি কে জানিস !! (ছড়ী উত্থান)

প্র, দ । ব্যাটার মন্তে বসে রোগ্‌জানি দেখ, লটুব মোরে-লেটী গ্যাচটা দেত, গুই একবার সুমুন্দির দেখি ।

(ব্যাগ রাখিয়া অবলাকান্ত পশ্চাৎভাগ হইতে গুপ্ত ভাবে প্রথম দম্ভার পৃষ্ঠে সজোরে দুইবার প্রহার ও প্রস্থান ।)

প্র, দ । উ-হ-হ সুমুন্দি মেরে ফেলেছে লটুব—কনে গেল সুমুন্দির দেখতি পাচ্চি নে যে ।

দ্বি, দ । যাবে কনে, এই চেষ্টায় দেড়য়ে আছে ।

প্র, দ । তাব মোরে মাল্লে কেডা ! আর এক সুমুন্দি বুঝি আস-ছেলো রে ।

(বেণী সজোরে দ্বিতীয় দম্ভার মস্তকে লাটী প্রহার)

দ্বি, দ । ওরে সুমুন্দি ও একটা লাটীতি মোর কি হবে ।

(বেণীকে ধরিতে অগ্রসর)

প্র, দ । মুই ভাবলাম শালা বুঝি মুখ্‌গাহসে আপন মনে কথা কইতি কইতি আস্‌চে—আর এক সুমুন্দি কনে গেল ?

(পশ্চাৎ হইতে অবলাকান্ত, দ্বিতীয় দম্ভাকে সজোরে প্রহার ও প্রস্থান ।)

দ্বি, দ । ও লটুব—লটুব শালা যে আবার মাল্লে, তুই দেখ দিখি কন দিয়ে আস্‌চে ।

(বেণী প্রস্থানকল্প,—দ্বিতীয় দম্ভা ধরিতে অগ্রসর—বেণী প্রহার করিতে উদ্যত)

দ্বি, দ । (বিদ্যা আলোকে বেণীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া) লটুব এই সুমুন্দির ধর, সুমুন্দির এই গাঁয় বাড়ী—কখন রাখা হবে না । (হঠাৎ বেণীর প্রহারোদ্ভূত হস্ত ধরিয়া)—তবেরে সুমুন্দি রোম্‌জানি করিস্‌, জানিস্‌নে যমের হাতে পড়েছিস্‌ ।

(বেণীর কর যুক্ত করিতে চেষ্টা—অবলাকান্ত দম্মা পৃষ্ঠে সজোরে প্রহার, ও প্রস্থান)

দ্বি, দ । ওরে লটুব—এ সুমুন্দি ত বড় হিয়ে কল্লের—দেখ্‌ ত এই বন-ডার মন্দি গিয়েছে বুজি । ওরে দুঃশালা—(দুই তিন পাকমোড়ায় বেণীকে ভূমিস্যাৎ করিয়া বক্ষঃস্থলে উপবেশন)—লটুব কনে গেলি দেত একবার ছোরাখানা সুমুন্দির পাটে বনিয়ে দেই ।

বেণী । (সজোরে কোরঙক টিপিয়া) ছাড়—ছাড়—

দ্বি, দ । (সজোরে গলা টিপিয়া) উ-হু-হু—

বেণী । তাগ করিয়া গংরাইতে গংরাইতে) মা—মা—ম—পিয়ে—
তু—তু—মি—মি—

(অবলাকান্ত পশ্চাৎ হইতে সজোরে মস্তকে লাঠী প্রহার ও প্রস্থান ;

দ্বি, দ । [বেণীর গলা ছাড়িয়া) উ—হু—হু মাথাটা বুঝি কেটে গিয়েছে রে, শালারে ধতি পাল্লি নে ?—

প্র, দ । ঠৈক মুই ত কিছুই দেখ্‌তি পাচ্চিনে । সুমুন্দি বুঝি এ গাছটায় উঠ্‌ল—রোস্‌ তো মুই দেখি ।

দ্বি, দ । এ সুমুন্দির ধতি পাল্লি দুটরে এক জায়গায় জবাই কত্তি হবে । নে সুমুন্দির ভাই মরণ কাম্মা কেঁদে নে ।

বেণী । দয় বাবা আমাকে প্রাণে মারিসনে, আমার কাছে যা আছে আমি সহজেই দিচ্ছি ।

দ্বি, দ । এখন পথে আয় শালা—জানিস্‌নে মোরা ই করে খাই—তা তোকে কখনই রাখ্‌বে না, শালা তোর এই গাঁয় বাড়ী—নে মরণকাম্মা কেঁদে নে ।

(অবলাকান্ত, —পশ্চাৎ হইতে সজোরে প্রহার ও প্রস্থান)

ছি, দ। উ হু হু মলাম, মলাম লটুব এইবার মলাম । (মস্তকে হস্ত প্রদান বেণীর অর্দ্ধ উত্থান)

প্র, দ। মুই ঐ গাছটার ওপর উটে দেখেছিলাম, —মুমুন্দি কন দিয়ে এল হ্যা ?

বেণী ওরে বাবা আমাকে ছাড় ছাড়—আমার বাড়ী এগাঁয় হলেই বা আমি ত তোদের চিন্তে পারি নি। আমি—

ছি, দ। চুপ কর শালা—ঐ দক্ষিণ দিক দিয়ে (পুনরায় ভূমিস্যাৎ করণ ।)

বেণী। বাবা ভোরে যথার্থ চিন্তে পারি নি মুখে যে কালী মেখেছি—
—ও বাবা আমায় আগে মারিস্—নে—ও বাবা আমি মলে আমি ভাবিনে
—আমার জন্য অনেকে মরবে রে বাবা (ভয়ঙ্কর চীৎকার ।—রে বাবা—

ছি, দ। চোপরাও শালা—মেরেই ফেলবো যদি চেষ্টা বি।

(উল্লঙ্ঘ্য অবলাকান্ত, সম্মুখ হইতে দম্মার বদনে জুত স্কন্ধ সজোরে লাগি প্রহার। দ্বিতীয় দম্মার পতন—অবলাকান্ত বেণীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ বেণীর অর্দ্ধ উত্থান ।)

ছি, দ। উঁ হুঁ লুটুব মেরেঁ ফেলেঁ—

প্র, দ। (দ্রুত পদে আসিয়া) কৈ, কৈ, কনে গেল—

(প্র, দ উপস্থিত ও অবলাকান্তের প্রস্থান ।

ছি, দম্মা। ওঁ রে' সেঁ শাঁলা'রোঁ কাঁজ নেই এঁই শাঁলা'রোঁ মার
আমি তাঁরোঁ দেখ্ চিঁ রেঁ—

প্র, দ। হ্যাঁ শালা যমের হাতে পড়ে পালাবার ফিকির।

(সহসা বেণীর উরতে লাগি প্রহার ।

বেণী। (ভয়ঙ্কর চীৎকার স্বরে) ও বাবা—মারিসনে মারিসনে,
মলেম রে বাবা মলেম মলেম—

(পুনরায় মস্তকে লাগি প্রহার)

বেণী । উ হুহু—ও মা—মা—মলেম যে মা—প্রিয়ে আজ তোমার
বেণী মলে।—পিয়ে আমি তোমার পত্র পেয়ে দোড় দোড়ি যাকি পিয়ে ।
পিয়ে তোমার বেণী যে মলে—মলে পিয়ে এইবার মলে—

অবলাকান্ত নিঃশব্দে আসিয়া প্রহার দ্বিতীয় দম্বা উত্থিত হইয়া
পশ্চাৎ ধাবমান ।

প্র, দ । উহুহু—মাথাটা ফাটালে রে—

(লাটীর দ্বারা বেণীর পৃষ্ঠে প্রহার বেণীর ভূমিস্যাৎ)

বেণী । (অপরিষ্কৃত স্বরে—ঘন ঘন নিশ্বাসের সহিত)—মা—মা
আ—হা—হা—গিয়ে মলেম—ম—মলেম [পুনরায় পৃষ্ঠে লাঠী প্রহার)

বেণী (ঐ স্বরে)—আ—আর--না-না আমার প্যাণ—বে-বে-কেন
শ-শি শশি আনায় দে-দে- দেখলে না । আমি যে-তো-তোমায়-কে-
লে-এস-এ-স শশি দে-(কণ্ঠরোধ)

প্র, দ । এ স্মৃদ্ধির ত নিকেশ কল্লান । (লাটীর গুতা দিয়া বেণীর
দেহ চেলিয়া) এ স্মৃদ্ধির ওকম্ব হয়ে গিয়েচে—আর এক স্মৃদ্ধি কেনে
গেল । (চীৎকারস্বরে) ও লটুব, লটুব । [ইতস্ততঃ অবেষণে ব্যাগ
পাইয়া) যা বেটা পালালি—এষাত্রা বাঁচলি ।

নেপেথ্য ! ' চীৎকার ধ্বনি ।

প্র. দম্বার বেগে প্রস্থান

—o—

দ্বিতীয় গভর্নাক্স

রামপুর শশিমুখীর শয়নগৃহ

শশিমুখী আসীনা ।

শশি । 'আমি কুখানি ভাবি কেন । স্বপ্নে লোক কি না দেখে ।
আজ আসবেন,—নিশ্চয়ই আসবেন । তিনি আমাকে যখন যে পত্র

লেখেন প্রবন্ধগার কথা ত কখন লেখেন না । তবে আজ আস্‌চেন না কেন—ওমুকদিন ওমুক সময় উপস্থিত হবো । ঠিক সেই সময় উপস্থিত—আজ এত রাত্রি হয় কেন সন্ধ্যা ত অনেকগ উত্তীর্ণ হয়েছে । অন্য সময় তিনি আস্‌বেন জেনে মন কত প্রকল্ল হতো, তখন চুল বেঁধে, গুল পোকার টিপ্‌ পরে--আহা এখানে এসে চাকুরকী এক দিন আদর করে পরিয়ে দিয়েছিল, তিনিকত দিন বলেছেন গুল পোকার টীপে তোমার মুখের অপূৰ্ণ শোভা হয় এক দিন পরি নাই বলে কত বলেছেন । আজ ত তিনি আস্‌চেন, তবে আমার এ সকলে মন হলো না কেন ? জানকী বনবাসিনী হবার পূর্বে তাঁর মন এইরূপই হয়েছিল । সূর্য্য তুমি আস্তে গেলে আমার নাথকে এনে দিয়ে গেলে না---তিনি আস্‌ছেন হয়ত সয়েদের বাড়ীতে গিয়েছেন মেঘ দেখে আস্‌চেন না---এলেন বলে । ওমা গা যে কাপছে মা । স্বপ্নের কথা যখন মনে হয় তখনই আমার শরীর এইরূপ হয় । ও কথা ভাববো না মনে করে অন্য বিষয় ভাবি তবু যে সেই ভাবনা মনে উদয় হয় । ভোর বেলার স্বপ্ন, লোকে বলে সত্য---আমি তা বিশ্বাস কর্ত্তম না---কত লোকের ভাগ্যে তা যে সত্য হয়েছে মা । ওমা আমার ভাগ্যে কি তা তা-ই-(কাঁপিতে কাঁপিতে) ও-ও-দি-দি-ঠাকু-পাত্ন ও মৃচ্ছা (নিরোদ বাগিনীর প্রবেশ)

নিরোদ । ওমা একি ! কি সৰ্ব্বনাশ হলো । (চীৎকারস্বরে)
ওমা-মা শীগির জল নিয়ে--ওঝ ঝি ওরে কে আছিস্ ওখানে শীগির একটু জল আন বো কেমন কচেন—

(শশব্যস্তে ঝির জলপাত্র লইয়া প্রবেশ)

আন্‌ আন্‌ আমার কাছে দে দে (ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া জল ঢালন)
ঝি তুই পাখা খানা এনে বাতস্‌ কর । আহা ! আজ সকাল হতে কেদেছে
—এইজন্য আমাকে কাছ ছাড়া হতে দেয়নি ।

শশি । (নয়ন মেলিয়া) দিদি দিদি ! এইছিস্ ? আমি আরো

তোকে ডাক্‌ছিলেম—তোকে আগেই বলেছি আমাকে একা রেখে যাস্নে ।

নিরো । দাদা আস্‌বেন রান্না—

শশি । তিনি আস্‌বেন । নিশ্চয়ই আস্‌বেন,—আস্‌বেন ত ?

নিরোদ । বড় বোঁ তুমি উম্মাদের মত অমন করে বক্‌চো কেন, তুমি এত লেখা পড়া জান—আমাদের কত উপদেশ দিয়েছ তোমার সহবাসে থেকে আমার স্বভাব কত সুধুরেছে—ওবাড়ীর বড় কাকা তোমার মত না নিয়ে কোন কর্ম্মই করেন না । তুমি মায়ের পুত্রবধূ বলে মার কত গৰ্জ—কত আত্মদ—তুমি যদি সামান্য স্বপ্নের কথা মনে করে একরূপ—

শশি । আমি ত স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করিনে—ভাবি না কেন ওসব মিথো—কেমন তাই ভাবি—(ক্লোড় হইতে উঠিয়া) দিদি—তবে তুই যা বলি তাই ভাবি—কেমন তাই ভাবি—কুখানা ভাববো কেন—চল ছাদে যাই—মা কি কচ্চেন ?

নিরো । রান্না—

ঝি । (পাখা দ্বারা বাতাস দিতে দিতে) পিসি মা—মা কি স্বপ্ন দেখেছেন তাই অমন কচ্চেন ঠাক্করণ অমনি হাঁড়ীতে তেল দিয়ে কি ভাবতে ভাবতে তেল জ্বালিয়ে ফেলে ছিলেন । ভাগ্যে কোটার য—

শশি । *দিদি—দিদি-ঝি-ঝি-কি-কি-ব—(কোলে পতন ও মূচ্ছা)

নিরোদ । ওমা বোঁ আবার কেন এমন হলেন । ঝি, ঝি, জলের পাত্রটা এইদিকে দিয়ে পাখার বাতাস কর । [মস্তকে জল ঢালন ও পাখার দ্বারা বাতাস ।)

ঝি । (বাতাস করিতে করিতে) মা যে স্বপ্ন দেখেছেন ঠাক্করণ কি তা জানেন !

নির । না; তুই একটু চুপ কর দেখি (মস্তকে ফুৎকার দেউন) ঝি পাখা খানা আমার হাতে দিয়ে তুই একটু বাতাস কর—(ঝির মস্তকে ফুৎকার দেওন)

আহা—আজ কি অশুভক্ষণে রাত পৈয়েছে—হুঁড়ী কেবল কেঁদেছে—

নাথের অমঙ্গল সংশ্লিষ্ট কার মন না ব্যাকুল হয় । ঈশ্বর কি এমন কর্ণেন—দাদার আস্বের ত সমস্ত হয়ে গিয়েছে । এ শনিবারে হয় ত এলেন না, যদি বার হয়ে থাকেন—তবে মেঘ দেখে হয় কোথায় বসেছেন—এলেন বলে ।...

শশি । (নয়ন উন্মলিয়া) এসেছেন এসেছেন—(ক্রোড় হইতে উদ্ধৃত হইয়া) ঠিক ঠিক—

নির । ব্যস্ত কি আসছেন—আমার কোলে একটু স্থির হয়ে য়ুনও দেখি—বি প্রদীপাট্টে একটু তেল এনে দে মাকে যেন এ কথা কিছু বলি-সনে । (বির প্রস্থান)

শশি । চল দিদি ছাদের উপর যাই—তিনি ছাতি ঘুরতে ঘুরতে আসছেন আমি দেখিগে ।

নিরোদ । বোন্ রাত্রি হয়েছে তাতে আবার দেবতা ঘোর করে এসেছে—মেঘের ডাক ত শুন্তে পাচ্ছ এখন আমার কোলে একটু ঘুমোও দাদা এলেন বলে ।

শশি । সৈয়ের স্বামী ত তাঁর সঙ্গে আছেন, তবে সে স্বপ্ন—

বির প্রবেশ ও প্রদীপে তৈল দেওন)

ওকে এল—তিনি—

নিরোদ । ও, বি ।

শশি । দিদি আমার প্রাণের ভিতর যে কচ্ছে—যদি বুঝিচিরে দেখা-বার হতো—তাকে দেখাতাম । মনে কচ্ছি মনকে বুঝিয়ে রাখি—পাচ্চিনে যে দিদি—যতই রাত্র হচ্ছে ততই আমার মহাপ্রাণী যে হু হু কচ্ছে দিদি ভোর বেলার স্বপ্ন—

নির । ওকি ! বলতে বলতে স্থির চোকে আমার মুখে কি দেখেছো—ও বৌ-বৌ-ওমা বৌ এমন করেন কেন ।

শশি । দিদি তুই এমন কচ্চিস্ কেন আমি মনে মনে ভাবছিলাম ঐ মশাটি যদি আমার গালের উপর বসে তবে তিনি আসবেন ।

শির । তা বসেছে ত ?

শশি । যখন নাকারে কাছে এলো নিশ্বাস বন্ধ কল্লেম, তার পর
[গগুদেশ দেখাইয়া) এই স্থানটায় বসতে বসতে উড়ে গেল ।

শির । তা বোন্ ও বসারই মধ্যে...

শশী । জদীশ্বর অবশ্যই তাঁর মঙ্গলকর্কেন আমি কুখানা ভাবি কেন

দীনবন্ধু দয়াময় দেখ নাথ চেয়ে,

জনম ছুঃখিনী তোমা ডাকিতেছে আজি ।

কেন দাও হেন মতি, যিনি মম প্রাণ পতি,

তাঁর অমঙ্গল গাই ভবনে বিরাজি,

মরিতেছি কেন নাথ মনস্তাপে নেয়ে ।

এস নাথ কৃপা করি ছুঃখিনী হৃদয়ে ,

যুচাও এ মনস্তাপ অমঙ্গল রব ।

অঘোর ঘুমের ঘোরে, কেন বা দেখালে মোরে,

নিশা অবসানে নাথ ! নাথ অবয়ব !

শিবময় শিব কর মরিতেছি ভয়ে ।

অন্তর যাতনা মোর কহিবার নয়,

কহিতে সে কথা পিতা ফেটে যায় বুক—

জান তুমি অন্তর্যামী, ওহে জগতের স্বামী,

তুমি বিনা কে বুঝবে ছুঃখিনীর ছুঃখ,

কেন নাথ ছুঃখ করি পুড়িছে হৃদয় ।

কেন পিতা দাও ছুঃখ অবলার মনে

কি বা অপরাধ দাসী, করিল চরণে
 ধু ধু করি জ্বলে প্রাণ, নাহি হয় নিরবাণ,
 এত করে বোঝালেম বোঝে না যে মনে,
 জগত জীবন পিতা চাবে না নয়নে ?

(দীর্ঘ নিশ্বাস) প্রাণ যায় যাক্ প্রাণ কি কাজ রাখিয়া
 স্মরিতে সে কথা পিতা—পাষণীর মন—
 নিশ্চয় পাষণ দিয়ে, বেধেছি এ পাপ হিয়ে,
 নতুবা এ দেহে কেন, রয়েছে জীবন
 নির্গত হলো না তাঁর অশ্বিব দেখিয়া—

(রোদন) ও না আমার কি হলো, কেন পোড়া আখি
 অশ্বিব বারতা দিতে নাচে ঘনে ঘনে
 না জানি কিসের তরে, প্রাণ যে কেমন করে,
 অবশ হইছে অঙ্গ, কাপিয়া সঘনে
 মৃদিব জনম শোধ বুঝি দিদি আখি ।

নিরো। বৌ তুই কাঁদিস্নে তোর চোখে জল দেখে আমার
 প্রাণ কেটে যচ্ছে (নয়ন জল রোধ করিয়া)—দাদা এলেন বলে ।

শশি। না দিদি মন আন চান কষ্টে । মশাটা বসতে বসতে উড়ে—
 নিরো। তা বোন্ ও বসারই মধ্যে । তুমি ত এসব কিছু বিশ্বাস
 কর না—

শশি। আমি বিশ্বাস করি না তা আমি বেশ বুঝি—আখি যে মনকে
 বোঝাতে পারিনি দি—

(শশবাস্তে বেণীর জননীর প্রবেশ)

বে, জ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) নিরোদ ! বোঁ মা—অমন কচেন কেন
নিরোদ—মা আমার কি স্বপ্ন দেখেছেন নিরোদ।

নিরোদ। তুমি আবার এখানে কি কর্তে এলে, যাও রা—

বে, জ। (ভঙ্গ স্বরে) মা—র চোকে জল কে—কেন নিরোদ ?

শশি। দিদি, মা—মা—(রোদন) মা অমন কচেন কেন—দিদি
আমার প্রাণ কেটে গেল (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

বে, জ। ওমা—মা তুমি কি স্বপ্ন—

নির। আঃ !! তুমি যে জ্বালাতন করে মাল্লে—অমন কর ত আমি
থুনো থুনি হয়ে মরবো।

শশি। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে সরোদনে) দিদি আমাকে যেন তি—
তিনি ডা—ক—চেন—দিদি তো—তোরা পা—পায় পড়ি আমাকে নিয়ে
চ—চল আ—আমি যা—যাবো। ও মা—মা—মা (মূচ্ছিতা)

বে, জ। ওমা—মা—তু—তুঁ (পতন)

নিরোদ। ওমা—কি হলো কি হলো—(মুখে হস্ত দিয়া) বৌর দাঁতে
যে খিল লেগেছে—ঝি ঝি শীগির জাঁতি আন—মা তুমি অমন হয়ে পড়ে
কেন —

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রমানাথ চৌধুরীর বৈঠকখানা

রমানাথ আসীন ।

(ব্যাগ হস্তে বিশ্বনাথ ও রামদয়ালের প্রবেশ)

রমা । আজ কিছু হলো ?

বিশ্ব । হয়েছে—কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে ।

রমা । কেন কেন, ও কথা বললে যে—কি হলো কি হলো ?

রাম । আর বাবা আজ দুবেটা বগাটের হাতে পড়েছিলাম আমার নাকে এমন এক লাথি মেরেছে আমি মর্তে মর্তে বেঁচে গিয়েছি । মাথাটা ত খেত করে দিয়েছে এমন কর্ম্ম আর করা হবে না ।

রমা । তা হোক—ও ভাল হলে কিছু থাকবে না—তাদের নিকেশ করেছ ত ?

বিশ্ব । এক বেটাকে মেরে আর এক বেটাকে—

রাম । আগে ভাবলাম ধোমক ধাক্কা দিয়ে—আর এমন করেই থাকি তা যে রূকে উঠলো ।

রমা । হাতে ও ব্যাগ না কি--হা আমার অদেষ্ঠ সর্জনশ করেছ বাবা সকল । (রোদন স্বরে চক্ষু আবরণ)

রাম । কেন বাবা ব্যাগ দেখে অমন কচ্চ কেন

রমা । ও বাবা ও অবলাকাস্তুর ব্যাগ বাবা---

বিশ্ব । (সরোষে) অবলাকাস্তুর ব্যাগ তুমি কেমন করে জানলে ?
এমন ব্যাগ ত কত এনেছি ।

রমা । তুই কি আস্তে কথা বলতে পারিস নে ।

বিশ্ব । (সরোষে) কি আস্তে বল্বে--আস্তে বল্বে কি এমনই আর কি চোরের দায় ধরা পড়েছি ।

• রমা । অমন করিস ত আমি আত্মঘাতি হয়ে মরবো ।

বিশ্ব । (ধীরে ধীরে) অবলাকাস্তুর ব্যাগ তুমি কেমন করে জানলে ?

রমা । আর বাবা আমি কি আগে জাস্তেম ও অবলাকাস্তুর ব্যাগ—
সে এইমাত্র বাড়ীর ভিতর গেল । •

রাম । বিয়ে হয়ে পর্যাস্ত সে ত এখানে আসে নি কেমন করে বাড়ী
চিনলে ?

রমা । হানিপ, সেরাজ আর খাতের তাকে সঙ্গে করে আনে ।

বিশ্ব । ও শালার সঙ্গে বে—বে--যে শালা আসছিল তাকে ঘেরে
বাগ হাতে কর্তে যাচ্ছি এমন সময় কটা লোক দক্ষিণ দিক দিয়ে,—
মার, মার কর্তে কর্তে আলো নিয়ে ছুটেছে দেখলাম, সে হয় ত ঐ বেটারা

রমা । আহা ! (জিবকাটন) তা--সে তাকে--কেলে দিয়ে এয়ে-
হিস্ত ?

বিশ্ব । না বাবা ঐ কাজটা হয় নি ঐ বেটারদের গলার আওয়াজ
শুনেই ত পালিয়ে এলাম ।

রমা । আমি সে জন্য তত ভাব্ছি নে--আমি যা ভাব্ছি তোরা বুঝ্বে
কি । (দীর্ঘ নিশ্বাস) ।

বিশ্ব । নেকি আমাদের দেখে চিন্তে পারবে আমরা যে কালি মেখে
গিয়েছিলাম ।

রমা । চিন্তে পার্কে কেন ?

রাম । সে কি বলেছে ।

রমা । তার সকল কথা কি আমি শুনেছি, সে যে চীৎকার করে কথা
বল্বে লাগল আমার মনে ভয় হলো--নানা রমক সন্দেহ হলো-তা সে
সন্দেহ করেছি তাই--

বিশ্ব । কি বল্বে বল অমন আম্চা আম্চা কথা বলনা ।

রমা । সে যখন এলো আমি চোকে এত ঝাপসা দেখি তবু দেখ-
লাম তার চোক দিয়ে যেন আগুনের ফুল্লকী বেরুচ্ছে আমাকে বলে 'আপ-
নাদের গ্রামে এরূপ দস্যুর ভয় আমাকে আগে জানান নাই কেন--আমি
এসেছি এখন দস্যু কেমন করে নিপাত হয় দেখুন', । আরো কত কথা
বলে তা কি আমার মনে আছে । তার চোক মুখ গরম দেখে তার রোকের
কথা শুনে আমি বললাম বাড়ীর ভিতর যাও চাঙাহলে সকল কথা শুন্ বো ।

রাম । তার চোক মুখ গরম দেখে তুমি ভুলে কেন ?

রমা । ব্যস্ত কি সেত বাড়ীতেই আছে ।

বিশ্ব । বাবা আমি এ ভাল লক্ষণ দেখ্‌চিনে--পাছে আমাদের
হাতে দড়া পড়ে, যারে মেরে ফেলে এলাম হয় ত তামুক ধরাপড়তে হবে।

রমা । বিশ্বনাথ, আমি ত তাই ভাব্‌ছি ।

রাম । সে ত আমাদের হাতেই আছে--তবে আর ভাবনা কি ।

বিশ্ব । হাতে আছে বলেই ত ভাবনা ।

রাম । তার আর ভাবনা কি হাতে আছে মেরে ফেলেই পারি ।

রমা । সে কি কথা, আমার সাক্ষাতে অমন কথা বল না ।

রাম । বাবা তুমি ত একজন বহুদর্শী । বিবেচনা করে দেখ দেখি--
আমরা বেঁচে আছি তাইতে খেয়ে বাঁচুকো । এতবড় সংসারটা---

রমা । তা সত্য তবে আমার কাছে তোমরাও যা, ওও তাই ।

রাম । তবু আমরা তোমার ঔরবে জন্মেছি, ও তোমার জামাই, পরের
ছেলে । আম---

রমা । রামদয়াল তুমি যা বল্‌চো ঠিক কথাই বল্‌চো তবে কি না
মনোরমার মুখ পানেও ত তাকাতে হয় ।

রাম । মনোরমা বিধবা হবে তাই ভাব্‌ছো । এখন কারের মেয়েরা
বিধবা হয়েও গহনা গায় দেয় । মাছ ভাত খায়--ও আমাদের সংসারে
থেকে সকলের উপর প্রভুত্ব কর্‌বে--রাঁড় হয়ে সখবার মত থাক্‌বে ।

বিশ্ব । মনোরমাও আমাদের খুব ভাল বাসে--সে এসে পর্য্যন্ত এক দিন উক্ত কথা বলেনি ।

রমা । রামদয়াল দশখানা গহনা অঙ্গে দিলে, কি মাছ খেলে বিধবা লোক সধবা হয় । আহা ! মা আমার সতীলক্ষী (চক্ষু আবরণ)

বিশ্ব । দাদা আমারও মনোরমার জন্যে অবলাকে মার্কে ইচ্ছাকরে না রাম । তোমরা আখের ভেবে কোন কাজ কর না, তাই অমন কথা বল্চো । এক মনোরমার জন্যে একেবারে জন্মের শোধ যাই তা--

রমা । রামদয়াল তাই ভেবেই ত আমি অকুল সাগরে ভাসছি ।

রাম । তা আর ভাবা ভাবি কি কোন কাজ্ টা কলে শেষ রক্ষে হয় তাইত দেখতে হবে । জামাই পরের ছেলে আজ আছে কাল নেই । ভালরূপ খাওয়া না দিতে পায়েই নিন্দে । এত কাল নিয়ে হয়েছে । বল দেখি তোমাকে ক কড়া দিয়ে উদ্দেশ্য করেছে । আমরা দুভাই বেঁচে আছি বলে তোমার এত জোর, আমরা মলে তোমার গতি কি হতো আমরা এই বিপদে পড়েছি তুমি মনোরমার গতি কি হবে ভেবে কান্দে লাগলে । আমরা ত ভেসে আসিনি, তোমারই ঔরষে ত জন্মেছি । তোমার এই বয়েস, এত ক্লেশ সহ্য করেও তোমাকে পালন কচ্ছি সংসারের কোন দায়ে তোমার চেকতে হচ্ছে না । আমাদের মত অবস্থার লোক কত না খেয়ে মরেছে আমাদের সংসারে কেহ কি কখন কোন দ্রব্যের জন্য ক্লেশ পেয়েছে ?

রমা । রামদয়াল তুমি যথার্থ কথাই বল্চো তবে আমি পিতা হয়ে কেমন করে তোমাদের মতে মত দেই তোমাদের গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তার মত হয় তবে আমার কোন আপত্ত্য নাই ।

রাম । ও শালার নাকে আমি আগে একটা কিল মারবো তার পর যা তুই করিস্ ।

রমা । বাবা সকল আমার সাক্ষাতে অমন কথা বল না ।

বিশ্ব । মার মত হলে ত হবে ?

রাম । বাবার কথার ভাব বুঝিস্নে ? চল কাপড় ছেড়ে মায়ের কাছে
বেশন করে হোক তাঁর মত কর্ত্তে হবে ।

(সকলের প্রস্থান ।

— ০ —

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

রত্ননশালা, ক্ষেমকরী ও

মনোরমা আসীনা ।

ক্ষেম । এদের কি আর দেখা হয় না । গিয়েছেও ত এখন না । লোকে
বলে গঞ্জনা দাও,—সাধে গঞ্জনা দেই, কেও কথার বশ নয় । মা তুমি
দুধটো উল্লুলে আস্তে আস্তে নেড় আমি বাবাকে দেখে আসি । (প্রস্থান ।

মনো । (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথ এমন বিপদে পড়েছিলেন ! সেই জন্যই
আমার প্রাণ এত অস্থির হয়েছিল । তা যাক এখন যে প্রাণে প্রাণে
এসেছেন, এই আমার বহু পুণ্যের জোর ; পাড়াগাঁয়ে কখন আসেন নাই
দেখেছেন কি না সন্দেহ, এত বন এত জঙ্গল ভেঙ্গে যে প্রাণে প্রাণে
এসেছেন আমার পরম সৌভাগ্য । সৈয়দের স্বামী ত নাথ কে সন্তে করে
আনেন বনের মধ্যে এঁসে তাঁর কথা বল্লেন না--শান্তনগির দ্বারা জিজ্ঞাসা
কল্পে ভাল কর্ত্তেগ । উঃ যখন বাড়ীর ভিতর এলেন তখন মুখ রক্তবর্ণ
আবারনয়ন দুটা যেন জলে ভাসছে ; তা ভাসুক ; যে বিপদে পড়েছিলেন
চোচ্ছল ছল কর্ত্তে, আশ্চর্য্য কি । সৈ স্বপ্নের কথা বলতে বলতে বলে না--

(হরিদাসীর প্রবেশ ।)

হরি । ঠাকুরবী ঠাকুরবী বড় মজা হয়েছে ।

মনো । কি !

হরি । তোরা মুখ আজ এত মলিন কেন ঠাকুরবী । এত দিন ঠাকুর-

জামাইকে না দেখে পাগল হয়েছিল, আজ তিনি এলেন আবার পথে এমন বিপদে পড়েছিলেন, কোথায় আশ্রয় পাবেন, তোর মুখে মুখের হাসি দেখবো বলে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম--না তুই মুখ ভারি করে বসে থাকলি ।

মনো । তিনি কি কছেন ?

হরি । তুই ভাই আগে একটু হাস আমি দেখি, পরে বলচি । তোর এমন বিরস মুখ আমি ত আর কখন দেখিনি দিদি । তোর পায় পড়ি এমন মুখ ভার করে থাকিস্ নে ।

মনো । বোন আজ আমার পরম সৌভাগ্য অনেক পুণ্যের জোর যে নাথকে আমি জীবিত পেয়েছি (রোদন) তবু যে কেন কাঁদি বোন আমি বুঝতে পারিনে ; প্রাণের মধ্যে যেন হু হু কছে । সৈয়ের স্বামী ত নাথকে সঙ্গে করে আনেন । তাঁর কথা বলতে বলতে আর বলেন না কেন ? হরি । তিনি বাড়ী গিয়েছেন--তুমি এলে আমরা সকল কথা জিজ্ঞাসা কলাম কি না ।

মনো । সত্য বল্ছিচ্ছিস্ ত ?

হরি । আমি মিথ্যে কথা বলিনে ।

মনো । তোরা ত দিদি করিস্ আমার গায় হাত দিয়ে বল দেখি--

হরি । কেন ভাই, এবার যে অন্যায় কথা বললে । দিদি করা দেখে তুমি কত দিন কত কথা বলেছ--সেই পর্য্যন্ত আমাকে দিদি কৰ্ত্তে শুনেছ ।

মনো । থাক্ ওকথায় আর কাজ নাই তুই কি বল্ছিলি বল্ ।

হরি । ঠাকুর জামাই তত্তপোষের উপর বসে আছেন । শান্ত কাদু নিচেয় বসে গল্প কছে আমরা জান্ লা দিয়ে উঁকি মাচ্ছি; আমি বল্লাম দিদি চলনা কেন যাই । তিনি আম্চা আম্চা করে গেলেন আমি তাঁর পেচনে পেচনে গেলাম । আমাকে দেখেই বল্লেন--“ আপনার নাম কি ”?

মনো । তুমি কি বললে ,, ?

হরি । আমি বললাম “ আমার নামে তোমার কাম কি ‘, শুনেই হাস্তে লাগলেন ।

মনো । (সহাস্যে) তবে বুঝি সে স্বপ্ন খাটে ।

হরি । কোন স্বপ্ন !

মনো । যে স্বপ্নের কথা পত্রে লিখি ।

হরি । তার পর দিদি বললে পেঁচন দিক্‌দিয়ে গিয়ে কান মলে দে---

মনো । ঐ রূপ ঠাট্টা ভিন্ন এখানকার লোক আর কি ঠাট্টা জানে ?

ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ ।

ক্ষেম । (সরোষে) ওখানে গিয়ে অমন করে হাস্‌ছিলি কেন,---
লজ্জা নেই সরগ নেই---

হরি । আর ত কেউনা তোমারই জামাই । (প্রস্থান)

(ক্ষেমঙ্করীর দুঃখ ঘোঁটন)

(চিন্তাকুলা মনোরমা পাঠশ্রীক দেশে উপবিষ্টা)

রামদয়াল ও বিশ্বনাথের প্রবেশ ।

রাম । মা আজ বড় বিপদে পড়েছি, মা কিছুতেই অব্যাহতি নেই ।
তুমি না রক্ষে কল্লো, জন্মের মত যাই মা (রোদনস্বরে চক্ষু আবরণ)

বিশ্ব । মা তোমার পায় পড়ি মা কখন অমত করনা মা (পদে
মস্তকলুপ্তন)

ক্ষে । কি হয়েছে আগে বল—তোদের মুখ দেখে আমি ত ভাল লক্ষণ
দেখিনি ॥

বিশ্ব । মা দেখুছো কি, কাল আমাদের হাতে দড়া পড়বে মা—কাল
আমাদের কাঁধিকাটে ঝুলতে হবে মা—(রোদনস্বরে চক্ষু আবরণ)

ক্ষে । বাবা তোদের কথা শুনেই যে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছে ভেঙ্গে
চুরেই বল ।

রাম । মা এত কথা বলাগেল তবু বুঝতে পার্লে না, হা আমার কপাল
(মস্তকে করাঘাত)

ক্ষেম ! অমন করে আমার মাথা খেওনা কি হয়েছে বল ।

রাম । মা আজ কতকগুল ডাকাতের দলে পাড়ে এক বেটারে মেরে
ফেলা হয়েছে । গাঁয়ের লোক যেমন কিছু হলে আমাদের বদনাম দেয়—
যে পাল্‌য়েছে সে তোমার জামাই তাকে তারা চাচ্ছে—না দিলে আমা-
দের কাটবে মা—

ক্ষেম । (সচকিতে) 'অঁ—অঁ' কি—কি কি বল্লি ।
আহা—হা ! কেমন করে আমার কাছে এ দারুণ কথা বল্লি—কি অশুভ-
ক্ৰমে তোদের পেটে স্থান দিয়ে ছিলাম আমি কেন তোদের মা হয়ে
ছিলাম । আমি (বক্ষে করাঘাত) খুন খুনী হয়ে মরি, খুন খুনী হয়ে মরি,
(বিশ্বনাথ কর্তৃক হস্তধৃত)

রাম । মা তুমি অবুঝ হলে চল্‌বে কেন । আমরা তোমার পেটের
ছেলে, সে জামাই । মনোরমার জন্য যা দুঃখ—আমরা বল্‌ছি সে কোন
ক্লেশ পাবে না মা তুমি একবার বল ।

বিশ্ব । মা তোমার মত হলেই বাবার মত হয় ।

রাম । মনোরমার কেবল স্বামী যাবে আর সকলই ত থাক্‌বে, সধবার
মত বেড়াবে—বোঁদের উপর কর্তৃত্ব কর্কে— (মনোরমার নিঃশব্দে শয়ন)

বিশ্ব । মা জামাই পরের ছেলে—আজ আছে কাল নেই—ওকে নািলে
কি হবে ।

ক্ষেম । ওমা বুক যে কেটে গেল মা—ওমা আমি কেন তোমাকে এখানে
আনলাম,—কেন বাবা তুমি এখানে এলে—হা শক্ররো তোদের ননে
এই ছিল—আমার সাফাতে ও কথা আর বলিস্‌নে তোদের যা খুসী করগে,
—তোদের মুখ আর দেখ্‌বো না—এ সংসারে আর থাকবো না—হা কপাল
(মস্তকে করাঘাত) হা অদেউণ

রাম । (ধীরে ধীরে) মার কথার ভাব বুঝেছি স্ ?

বিশ্ব। বাবাও ঐরকম আগে করেছিল।

রাম। (ধীরে ধীরে) তবে চল (গমন) একি ! মনোরমা এখানে ! !

উভয়ের প্রস্থান

মনো। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা তোমার মনে এই ছিল—দুঃখিনীর
মুখ পানে একবার চাইলে না মা,—ছেলেদের, কি কথায় কি উত্তর দিলে
—একবার ভেবে দেখলে না মা—আমি, মেয়ে বলে অনাদরের পাত্রে—
কিন্তু মা সে ত তোমার কাছে না—। তুমি ত আমাকেও ঐ পেটে স্থান
দিয়েছ—আমিও ত তোমার ঐ পেটেই জন্মেছি—মা, মায়ের কাজ কি
এই হলো মা—আমার সর্বস্বত্বকে প্রাণে মার্ভে গেল—যাবার সময় বলে
গেল—তুমি বারণ কল্লে না। আমার যে বুক ফেটে গেল মা। মা তুমি
কি আমাকে দশনাস দশ দিন গর্ভে স্থান দাও নাই,—আমার গভের
যাতনা কি তোমার যতনা বোধ হয় নাই মা,—এক নিমিষে কি সমুদয়
ভুলে গেলে মা ? মা তোমাকে আর মা বল্‌বো না—দারুণ দুঃখের
সময় যে মা কথাটা উচ্চারণ কল্লে সকল দুঃখ দূরে যায়,—তুমি সেই মা
হয়ে দুঃখিনীকে অকুল সাগরে ভাষালে। আহা হা ! কি সর্বনাশ হলো
২। আমি কেন তোমাদের দেখ্‌বের জন্য এত অস্থির হয়ে ছিলাম,—
কেন তাঁকে এখানে—এ পাপ পুরীতে আসতে পত্র লিখ্‌লেম—ওমাঝ্‌বুক
যে ফেটে গেল মা। জগদীশ ! কি করিলে ! তুমি কেন এমন করিলে
পিতা ! গা যে কাঁপছে—প্রাণ যে বিয়োগ হলো। নাথ, এস, এস,—
লও—লও—দুঃখিনীকে ধর,—আমার সংসারে কেহ নাই আমি তোমার
নিকট যাই—এ পাপ কর্ণে—যে সকল কথা প্রবেশ করেছে পিতা আমি
এখন জীবন রেখেছি কেন। মা যাও—যাও তোমার ছেলেদের বল,—এক
বার তাঁকে যেন আমাকে দেখ্‌য়ে মারে—আমি দেখে মরবো। দয়াময়
তামার দয়ার কি এই পরিণাম। যদি নাথ তোমার মনে এতই ছিল,—
পথে সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হতে কেন তাঁকে উদ্ধার করিলে—কেন না

সেখানে তাঁর জীবন সংহার করিলে !! নাথ আমার চোখের উ—উ—প—
প—পর [কণ্ঠরোধ) (ক্ষেপকরীকৃত ক্রন্দন)

নেপথ্যে । বাবা সকল দিকে দিগ্ধি রেখে কর্ম্মকরে, ভাগ্যে সাবধান
করে দিলে,—তা'ও ওখানে ছিল আগে দেখিনি ।

নেপথ্যে । আমিও দেখতে পাইনি । ওত তেমন মেয়ে নয় লেখা
পড়া জানে,—আমরা ওর স্বামীকে মারবো ও কি চুপ করে থাকবে, এখন
ওর মত—(ভ্রাতৃত্বের পুংপ্রবেশ) ।

রাম । মা, এখনও কাঁদছো—মনোরমা শুয়ে রয়েছে কেন ?

বিশ্ব । মনোরমার কিছুতেই অমত হবে না, আমরা হলাম ওর ভাই,
আমরা মারবো ও কি চোকে দেখে থাকতে পারবে !

রাম । মনোরমা তুমি ত সকই শুনেছ । দেখ আমাদের জন্য বুড় মা
বাপ্ আজো বেঁচে আছেন---এত বড় সংসারটা চলে যাচ্ছে—কোন রকমে
কষ্ট হচ্ছে না । আমরা মলে সংসারটা উজ্জ্বল যাবে--মা বাপ্ না খেয়ে
মরবেন । প্রাণ দিয়েও যদি মা বাপের হিত করা যায়, ছেলে কি
মেয়ের তাও করা কর্তব্য । আমরা তোমার ভাই, না বুঝে এক কাজ করেছি
—আমরা মরি ক্ষেতি নাই,—মা বাপ্ না খেয়ে মরেন । অবলাকাস্তকে
মাল্লে সকল দিক বজায় থাকে । তুমি বিধবা হবে,—তাতে দুঃখ কি—
তুমি এখানেই থেকে সকলের উপর কর্তৃত্ব কর্কে—যখন যা চাবে তাই
এনে দেব । নামে মাত্র বিধবা হয়ে থাকবে—সধবার মত কাজ কর্কে ।
তাকে না মাল্লে কারো অব্যাহতি নেই—সে তেমন ছেলে নয় কালই
গ্রাম রাষ্ট্র করে দেবে আমাদেরই লোকে আগে ধরবে—তখন ফাঁসিকাঠে
ঝুলবো—আর বুড়ো মা বাপ না খেয়ে মরবে ।

বিশ্ব । দাদা যা বলছেন—মনোরমা ভেবে দেখ ঠিক কথা বলছেন ।

রাম । মনোরমা তুমি কোন কথা বলছো না কেন—মা দেখ দেখি
মনোরমা ঘুমিয়ে আছেন বুঝি ।

মনো । (অতি কষ্টে) না ।

রাম । মনোরমা যা বলেচি সব শুনেচ ? আমরা তোমার ভাই আমরা কাঁসিকাঠে বুলবো কখনই সহ্য কর্তে পারবে না । তুমি এখানে যাতে মুখে থাক আমরা তাই করবো ।

মনো । (অতি কষ্টে) চিন্তা কি ।

বিশ্ব । মনোরমার মত মেয়ে কি আর হবে । স্বামীই বল, স্বশুরই বল, মা, বাপ, ভাই বোনের কাছে কেউ না ।

(উভয়ের প্রস্থান ।

মনো । (মুখে বস্ত্র পুরিয়া রোদন)

ক্ষেম । (রোদন)

নেপাথ্য । তা বাবা ঠিক বনেছেন,—ওর যদি মত হয়ে থাকে—ও নিশ্চয়ই নিজ হাতে মারবে,—তা হলে কখনই প্রকাশ কর্তে পারবে না । তা হবে না, আমাদের কত ভালবাসে—হাজার হোক ভাই ।

(ভাতৃ দ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রাম । মনোরমা তুমি যে আমাদের দুঃখ বোঝা আমরা তা বেশ টের পাচ্ছি—এ কর্ম তোমার দ্বারাই হলে ভাল হয়—আমাদের চিন্তার কারণ কিছুই থাকে না । যখন শুতে যাব—তোমাকে একখানি ছোরা দিয়ে যাব,—সে ঘুমুলেই তাকে কেটে ফেল !

মনো । (অতি কষ্টে) ভা—ল ।

রাম । রাত্র তিন প্রহরের মধ্য এ কর্ম কর্তে চাও,—রাত্রের মধ্যে আমরা তাকে পুতে রেখে আসতে চাই ।

বিশ্ব । আমরা গিয়ে যদি দেখি আছে, তবে দুজনকেই কেটে ফেলবো ।



চতুর্থ অঙ্ক ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

রামপুর, মনোরমার শয়নগৃহ ।

অবলাকাস্ত্রের প্রবেশ ।

অবলা । বেণী কি বাঁচবে নিশ্চয়ই বাঁচবে ? তাঁর সম্বন্ধি ঘেরুপ বলেন তাতে কোন অমঙ্গল হবে না । ভাগ্যে সেই চীৎকার শব্দ শুনে চাষা কজন ছুটে এসেছিল,—নতুবা আমিও মর্জুম বেণীরও জীবনের আশা থাকতো না । যে লাঠি মেরেছে মাথা ফাটে নাই তাই রক্ষে । বেণীর স্ত্রীও আবার একটা রত্ন বিশেষ—আমার মনোরমার সই । প্রিয়ে বেণীর কথা বলতে বলতে বলি নাই তা হলে তুমি কাঁদবে । তোমার হাসি মুখ দেখবের জন্যই আমার এত ক্লেশ, বেণীর কথা বলে তোমার মন ক্ষুদ্র আগেই কেন করি । উঃ ! আজ কি ভয়ঙ্কর বিপদ হতে উত্তীর্ণ হয়েছি—মনোরমার সহিত যে আর দেখা হবে এমন আশা ছিল না । শনিবার বলে যা আসতে বারণ করলেন আমি তাঁর কথা শুনলুম না—গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘনের হাতে হাতে ফল । মনোরমে তুমি কত পুণ্য করেছিলে যে আজ তোমার প্রাণ পতিকে জীবিত পোয়েছ ! তুমি এখনও আসচো না কেন ? (দ্বারদেশে আসিয়া উকি মারণ) কৈ কাকেও ত দেখি না । (শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া) মনে করেছিলুম বেণীকে দেখে আসবো—তা কেমন করে যাই । আসবার সময় বিপিন বাবু বলেন, আজ থাকলে ভাল হতো,—তিনি আমার মনের অবস্থা জান্লে কখনই এ কথা বলতেন না । বেণীর জীবনের কোন ভয় নাই বলেন সেই জন্যই আমি এলুম । প্রিয় তোমার সহিত দেখা হলেই যে হয় আমি একবার বেণীকে দেখে আসি—

মন ! আশ্বস্ত হও—চিন্তা কি—মনোরমা এলেন বলে । (পুনরায় দ্বার-
দেশে গমন ও পুনরায় শয্যায় উপবিষ্ট) । মন এত চঞ্চল হয় কেন
মনোরমা—এস—এস শীঘ্র এস আর দেরী কর না । মন আমার এত
চঞ্চল ! দূর হোক দ্বারের দিকে এক দৃষ্টে তাক্যে থাকি মনোরমা
হাসতে হাসতে আসবেন আমি দেখবো—কৈ প্রিয়ে এখনও এলে না ।
(চিন্তা) ।

(অবগুণ্ঠনাবৃত মুখী মনোরমার প্রবেশ
ও শয্যার পাঠৈর্কদেশে উপবেশন)

একি !! মনোরমা তোমার চাঁদ মুখে হাসি দেখবো বলে দ্বারের
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি—প্রিয়ে এরূপ মৌন ভাবে কেন এলে—অব-
গুণ্ঠনেই বা কেন বদন ঢাকিয়া বসিলে ! প্রাণ আমি তোমাকে বিষম্মুখে
বিদায় দিয়েছিলুম, তুমি সেই কথা আমাকে কত বার লিখেছ—কতবার
আমাকে তিরস্কার করেছ ---প্রিয়ে । আর মৌনভাবে থেক না, আমার
অন্তর্যাতনায় আর আত্মতি দিও না । তোমার হাসি মুখ ধ্যান করে কত
দুঃখ পেয়েছি,--প্রাণ একবার হাসি মুখে কটাক্ষ কর--নিকটে এসে বিরহা-
নল আর প্রজ্জ্বলিত কর না । পথে যে বিপদে পড়েছিলুম—বোধ হয়
সমুদয় শুনেছ, মনোরমা তবে কেন এত নির্দিয় হলে---এ দাস তোমার
নিকট এত কি অপরাধ করিল । (গাত্রে হস্ত দিয়া রোদন স্বরে) মনো-
রমা তুমি লিখেছিলে--তোমার এই কোমল হাতে লিখেছিলে--নাথ এস,
দাসী তোমা বিহনে কান্দালিনী প্রাণ এ কথার কি এই পরিণাম ?
(অবগুণ্ঠন মধ্যে বদন নিরীক্ষণ করিয়া) প্রাণ তুমি কঁাদ কেন ? নয়ন
হয় হতে বাষ্পবারি নিঃশব্দেই বা বিগলিত হয় কেন ? তোমাকে এরূপ
অবস্থায় দেখে মন যে আরও চঞ্চল হলো । মনোরমা, আমি তোমার
নিকট এত কি অপরাধ করিলাম যদি অপরাধই করে থাকি তবে তোমার
এ সময় ক্রন্দন ত উচিত নয় মনোরমা । এই দারুণ বিচ্ছেদের পর এমন

ভয়ঙ্কর মারাত্মক বিপদ হতে উদ্ধার হইলাম, তুমি আমাকে জীবিত পাইয়া আমার মুখ দেখিয়া। কোথায় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে না অব-
শুষ্ঠনে বদন চাদিয়া কাঁদিতে লাগিলে। চাও চাও প্রাণ একবার চাও মন
বড় ব্যাকুল হলো। বন্ধঃস্থল বিদীর্ণ হলে।। প্রিয়ে তোমার এরূপ মৌন-
ভাব ত আমি কখন দেখি নাই। প্রাণ অবশুষ্ঠন খোল আমি তোমার
চাঁদ মুখ দেখি, আর কেঁদনা আমার প্রাণ বিয়োগ হলে।। মনোরমা
আমি ত তোমার প্রাণ—আমার ক্লেশ 'তোমার' হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে
মনোরমা (রোদন)। প্রিয়তমে হৃদয়ে কি পাষণ্ড বাঁধিলে এত করে বলি-
লাম, এত করে কাঁদিলাম, তোমার মনে কিছুমাত্র দয়া হলো না? প্রাণ
আর দুঃখদিও না। আমি বড় দুঃখ পেয়েছি। (চক্ষু আবরণ)।

মনো। (কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা ছুরিকা বাহির করিয়া)—নাথ
আমাকে কাট—কাট আগে কেটে কেল—আমি আর তোমার প্রাণ নই—
অব। (সচকিতে)—এ—এ—এ—এ—কি—কি প্রিয়ে !!

মনো। (কাঁদিতে কাঁদিতে) নাথ তোমার নিজ হস্তে আমার বন্ধঃ-
স্থলে এই ছুরিকা বসাও, বসাও আগে বসাও, আমি পরে তোমাকে সমুদার
কথা বলচি।

অব। (স্থির দৃষ্টিতে বদন নিরীক্ষণ করিয়া)।

মনোরমা। তুমি অমন কতো কেন? এককালীন উন্মাদিনী।

মনোরা। আমি উন্মাদিনী নই নাথ আমি উন্মাদিনি নই আমি
তোমার মুখ দেখে মরবো বলে এ পাষণ্ডময় দেহে এখনও জীবন
রেখেছি, নতুবা য--য--খন সে কথা এ পাপ কর্ণে প্রবেশ করিল তখন
প্রাণ বিয়োগ হতেছিল কেবল তোমার মুখ দেখে মরবো বলে মরি নাই।
এখন তোমাকে দেখিলাম আমার সকল আশা পূর্ণ হলো।

অব। মনোরমা কি কথা শুনিলে কি পাপ কথা তোমার কর্ণে গেল।

মনো। নাথ সে কথা পরে শুন্বে। আগে এই ছুরিকা দিয়ে
তোমার নিজ হাতে আমার বন্ধঃস্থল বিদীর্ণ কর কর, আগে কর। দাসী

যে জন্য এখন জীবিত আছে দুঃখিনীর সে আশা মিটিল জীবন নার্থক হলো চরিতার্থ হলেম । তুমি না মার মরিব, নিশ্চই মরিব তবে তো-
মার হাতে মলে—

অব । মনোরমা তবু উন্মাদিনীর ন্যায় বকিতে লাগিলে, কি কথা বলিলে না । বল, বল (মনোরমার হস্ত হইতে অসি গ্রহণ করিয়া) না বল এই অসি আমার বক্ষঃস্থলে বসাইলাম ।

মনো । (শশবাস্তে) কি কর কি কর নাথ--বলি, বলি । (ছুরিকা লইতে উদ্যত ।

অব । তবু চূপ্ করে থাকিলে ? আজ তোমাকে এ শোচনীয় ভীষণ বেশে কেন দেখিলাম মনোরমা (রোদন) পথের বিপদ হতে উদ্ধীর্ণ হয়ে ভাবিলাম এ যাত্রা বাঁচিলাম । এখন তোমার মুখ দেখে সে আশা নির্মূল হয়েছে, কি হয়েছে বল, না বল আত্মঘাতি হই (কণ্ঠে অসি দিতে উদ্যত)

মনো । ও কি কর, কি কর বলি--বলি স্থি--স্থি হও (অসি ধারণ)

অব । বল, ক্রান্ত হলে কেন বল ।

মনো । নাথ কি বলবো বলতে প্রাণ কেটে যাচ্ছে নাথ--দাসীকে যদি আগে কেটে ফেলতে--(রোদন) ।

অব । বলতে বলতে চূপ্ কল্লো কেন মনোরমা ?

মনো । নাথ আমার অন্তর শুষ্ক হচ্ছে, বলতে যাচ্ছি পাচ্ছি না যে নাথ । পথে যে বিপদে পড়েছিলে সেই বিপদ এখানে । এ তোমার স্বশুরবাড়ী নয়, যমালয়; এখানে তোমার কেহ নাই আমিও তোমার নই । যে দস্যুর হাত হতে ত্রাণ পেয়েছ সেই দস্যুর হাতে আমার মৃত্যু তো তো---(রোদন) ।

অব । সেই দস্যুরা কি তোমার--

মনো । তারা আমার ভাই--নাথ আমি জান্লে কি তোমাকে--

অব । এই আমি কি তারাই তোমার হস্তে দিয়ে গেল ?

মনো হাঁ নাথ ! নাথ তারা যে গেল সব কথা আমার কাছে বলেছে—তখন প্রাণ বিয়োগ হতেছিল—কেবল তোমাকে দেখে মর বো বলে তখন মরি নাই ।

অব । তোমার মা বাপ্ এ সকল বিষয় জানেন !

মনো নাথ তাঁদের অমত হলে কি—

অব । মনোরমা ! যখন তোমার মা, বাপ, ভ্রাতা সকলে এক মত হয়ে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার হস্তে এই অসি দিয়ে পাঠিয়ে ছেন--যখন তুমি তাহা হাতে করে এনেছ--এই অসি আমার বক্ষে বসিও আমি কিছু দুঃখ কর্ণো না ।

মনো । (কাঁদিতে কাঁদিতে) নাথ ও শেল সম কথা আমার নিকট বল না আমি কত ক্লেশ এখনও এ পাপ দেহে জীবন রেখেছি তা অন্ত-যামীই জানুছেন । যখন তারা মায়ের নিকট এসে তোমার--বি--বি--অম-জলের কথা বলে, আমি কত ক্লেশে নয়ন জল রোধ করে ছিলুম--উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি নাই--পাছে তোমার সহিত দেখা না হয় । এখন দেখিলাম । তুমি দাসীকে দ্বিধা কর । আমি এইরূপ ভাবে (মস্তকের বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অবলাকাস্তের বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে) আমি এইরূপ ভাবে তোমার সাক্ষাতে বসি--তোমার চাঁদমুখ দেখিতে থাকি--তুমি ঐ অসি দিয়ে আমাকে দ্বিধা করে ফেল । নাথ না হলে আমার ত্রাণ নাই । দূরন্তেরা এখনি এসে উভয়ের জীবন নাশ কোর্ষে--আমি কেমন করে--

অব । (ধীরে ধীরে) মনোরমা ! (দীর্ঘনিশ্বাস) প্রাণ-প্রিয়ে--কাস্ত হও মুস্থ হও । আমি চেষ্টা করিলেও--সেই ভীষণ মূর্ত্তিদিগের হস্ত হতে ত্রাণ নাই । যখন ভীকু, হীনবীৰ্য্য বঙ্গকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তখন এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে উদ্ধারের আশা ক্ষণ কালের জন্য করি না । যদি ব্যায়াগ শিক্ষার সুশিক্ষিত হইতাম,--যদি তৎকালে অসন্তোষ কর্ণ--বলিয়া ব্যায়ামকে ঘৃণা না করিতাম--বীর পরক্রমী পরকীয় ভাষা যদি কেবল মাত্র কণ্ঠস্থ না করিতাম যদি কার্য্যে তাহা শিখিতাম তা হলে দোষিতে--

মনোরমা এই শয্যায় বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে,—এই ক্ষুদ্র অসিদ্ধারা দম্ভ দলের শোণিতে গৃহ প্লাবিত করিতাম । মনোরমা আমি বলবীৰ্য্য হীন বাজালি কাপুরুষের মত মরিব দুঃখ নাই,—দুঃখ এই অধুনাতন সুবক বৃন্দ আমার এই ভীষণ অবস্থা জানিল না,—আমার এই আকস্মিক মৃত্যু তাহাদের ব্যায়াম শিক্ষার স্থানীয় হইল না । হে বাকপটুতা প্রিয় বন্ধ—কুল—তিলক ভ্রাতৃগণ,—তোমাদের অসার সুদীর্ঘ মূলোন্মিত বক্তৃতা একাপুরুষের কর্ণে আর প্রবেশ করিবে না,—কর্ণ কুহর আর পর্য্যবসিত করিবে না,—আমি চলিলাম জনমের মত পৃথিবী হইতে চলিলাম । পর জগতে যদি ঈশ্বরের দেখা পাই, ঈশ্বর নামে আখ্যান করি, যদি এমন কেহ থাকেন, এ দুঃখের কান্না তাঁর নিকট কাঁদিব । কাঁদিয়া বলিব তিনি কেন আমাদের এমন কাপুরুষ করিলেন,—বাবু উপাধি গ্রহণ করিয়া ব্যায়া মকে অসন্তোর কর্ম্ম বলিয়া কেন ঘৃণা করি,—কেন তিনি আমাদের এই ঘৃণিত সভ্যতা লিখিতে মতি দেন । কি পরিতাপের বিষয় ! দূরন্ত দম্ভারা গৃহে আসিয়া আমার মস্তক ছেদন করিবে,—প্রিয়তমা কে দ্বিখণ্ড করিবে,—আর আমি চূপ করিয়া থাকিব,—আমার জীবনে শিক্ । মনোরমা তোমার ভ্রাতার হস্তে কেন,—কাপুরুষের মৃত্যু এইরূপেই হোক (কণ্ঠে অসি উল্লেখন) ।

মনো । (অসি গ্রহণোদ্যত) নাথ কি কর, কি কর, আত্মগ্নানি করে আমার মাথা খেও না ।

অব । মনোরমে আমার অন্তরাগ্নি অন্তরেই জ্বলিতেছে অন্তরেই নির্বিতেছে । আত্মোদ্ধারে অক্ষম হইব সেজনা দুঃখ করি না,—হীন-বল সুসভ্য বাবুর মৃত্যু এইরূপেই হয়, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত—এবং আমার তাহাই প্রার্থনীয় । আমি ইচ্ছা করি আমার কাপুরুষবৎ—মৃত্যুর কথা সুসভ্য বাবুগণের কর্ণে উঠুক—তাঁরা বাবু শব্দভুলিয়া গিয়া—এখন অরক্ষি আত্মরক্ষণে যত্নবান হউন,—কিন্তু কাহাকে বলি কে শুনিবে ।

মনো । নাথ ! তুমি কেন মরিবে—[রোদন] ।

অব । প্রাণাধিকে ! আমি জননীর আজ্ঞা অবহেলা করিরা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি । অমৃতের পিপাসা বিষপানে শাম্য করিলাম । মরিব দুঃখ নাই, দূরস্তেরা আমার সাক্ষাতে তোমার কোমল অঙ্গে প্রহার করিবে—আমি তোমার জীবনের ভার গ্রহণ করে, কি রূপে এ পাপ চক্ষে দেখিব । এ প্রাণে তাহা সহ হবে না, আমি তোমার কাপুরুষ স্বামী,—আমার জন্য দুঃখ করিও না, আমি অগ্রহেই মরি । (অসি উত্তোলন ও মনোরমা কর্জুক ধৃত) এতকাল স্বাবুআনা চালে চলিয়াছি—আতর গোলাপ অঙ্গে মাখিয়া অঙ্গের কান্তি বৃদ্ধি করিয়াছি,—ব্যায়ামশিক্ষা যুগা করিয়াছি, এই অঙ্গের এই পরিণাম হইবে ঈশ্বরের অভিপ্রেত—এবং চাঁহার ইচ্ছা সকল হয় আমারও একান্তিক ইচ্ছা । আমি মরিলে দস্যুরা তোমাকে কিছু বলিবে না—তুমি আমার কাপুরুষবৎ মৃত্যু জন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিও—দেখি যদি আমার মৃত্যু বঙ্গবাসীর মোহনিত্রা ভঙ্গ করে ।

মনো । নাথ তুমি মরিবে কেন ? তোমার বাঁচিবার উপায় আমি করে দিচ্ছি । তু—তুমি মলে দুঃখিনী যে অনাখিনী হবে নাথ—একটা সংসার ছারখার যাবে । আমার গহনা গায় দিয়ে মনোরমার বেশ ধরে—এ পাপ পুরী হতে ধীরে ধীরে প্রস্থান কর । যখন দস্যুরা জিজ্ঞাসা করবে ‘কে’—‘বলবে আমি মনোরমা, তাকে কেটে হাত পা ধুতে যাচ্ছি’—দাসীর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই—দাসী তা চায়ও না—এস নাথ এ পাপ হস্তে তোমার খোঁপা বেঁধে দিয়ে আমা—

অব । মনোরমা যদি তোমাকে পাই তবেই আমার সংসার, তুমি মরবে আমি কি লয়ে সংসারে থাকবো । তোমাকে পাই, থাকি—মর, মরিব,—তোমার ভ্রাতার হাতে মরিব ।

মনো । নাথ ! আমি মলে—যে দুঃখ তুমি করিবে, তাও হবে না—আমি বলে যাচ্ছি তুমি পুনরায় বিবাহ কর—আমি অপেক্ষাও সুন্দরি বিদ্যাবতী রমণী তোমার দাসী হবে—তুমি আমাকে ফুলে যাবে । যার

গর্ভধারিণী মা, জন্মদাতা পিতা এত পাষণ্ড, তার জীবনধারণে কল কি !!
তুমি মলে নাথ আমি অনাথিনী হবো—ওমা ! তা ভাব লে যে প্রাণ ফেটে
যায় নাথ—এস নাথ রাত্রি হলো, আর বিলম্ব কর না—এস এই সময়, এ
পাপ হাতে খোঁপা বেঁধে দিয়ে—হাত সার্থক করি। চাঁদ মুখে জন্মের
মত বিদায় কালে একটি চুম্বন করি (রোদন)। তোমার মুখ দেখিতে
দেখিতে মলে দাসীর মরণ মুখের হতো ; কিন্তু তুমি তা চোকে দেখতে
পারবে না। (শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া) এস নাথ ! আর বিলম্ব কর
না ; দস্যুরা এখনি এসে উভয়ের জীবন—

অব। তোমা ধনে বঞ্চিত হয়ে আমি কি লয়ে থাকুবা মনোরমা !
দস্যুরা আসে আমুক,—মারে, যারুক—উভয়েই মরি,—তুমি আমি এক-
ত্রিত হয়ে একাসনে বসে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে দেখতে মরনো
এ বড় আনন্দের বিষয়। স্বামী স্ত্রী একাসনে,—এরূপ ভাবে মরে
নাই—আমরা মরি। মনোরমে এমত বড় মুখের মৃত্যু।

মনো। না নাথ তা হবে না, তোমার যখন বাচবার উপায় আ—

অব। মনোরমে—প্রাণাধিকে ! তুমি আমার প্রাণের অধিক তুমি
আমার গৃহে লক্ষ্মী, জীবনের ভরসা, কর্মে বুদ্ধি, তুমি আমার সকলই,
তোমা বিহনে সকলই অন্ধকার—মনোরমা ! আর আমায় অনুরোধ করো
না আমি মরিব, (উত্থিত হইয়া) এস বাহিরে এন,—জন্মের মত জননী
বম্বুন্ধরার নিকট হতে বিদায় লই, জগদীশকে ধন্যবাদ দেই। আর
ভাবিও না, যদি উভয়ের জীবন রক্ষা হয় তবে বাঁচিব নচেৎ—

(উভয়ের বাহিরে গমন।)

অব। (বাহু দ্বারা পরস্পর পরস্পরের গলা বেঁটন করিয়া) —

জন্মের মত আজি ভারত জননী,
যাচিছে বিদায় দাস ও পদ কমলে,
মনে রেখ অধীনে না বিশ্বনিরমণি,

সর্ব সুখ ত্যজি গোমা যাই নোরা চলে ।

সংসারের যত সুখ সংসারে থাকিল,
হতাশ অন্তরে এবে প্রণয়ী বুগল,
ছুরন্ত দস্যুর হাতে প্রাণ সমর্পিল ;
কেহ নাই মুছাতে না নয়নের জল । (রোদন)

জগদীশ ! কি বলিব—বলিতে হৃদয়
শুকাইছে, কলেবর, কাপিছে সঘনে ;
ভাগ্য দোষে মুখা হলো গরল আলয় :
জননের মত যাই শমন ভবনে ।

কিন্তু নাথ ছুঃখ তাহে করি না অন্তরে,
জন্মিলে মরিতে হবে নিয়ম তোমার ;
ছুঃখিনী জননী মোর আমাদের তরে
মরিবেন, দেখ পিতা করুণা আধার ।

মনো । (অঞ্চল দিয়া অবলাকান্তের নয়ন মুছাইয়া) নাথ !
আর কেঁদ না, দুঃখিনীর মন বেদনায় আর আহুতি দিও না একটা উপায়
আছে, তুমি যদি কর্তে পার উভয়ের জীবন রক্ষা হয় কিন্তু তুমি তা পারবে
না (রোদন) ।

অব । কি উপায় মনোরমা ?

মনো । তুমি তা পারিবে না—পারিলেও তোমার জীবন সংশয়
হবে । দুঃখিনীর প্রাণে কেমন করে সবে ।

অব। কি উপায় বল,—যদি উভয়ের জীবন রক্ষা হয়—সামান্য ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করি না।—বল—বিলম্ব কর না।

মনো। এস নাথ—

(উভয়ের প্রস্থান ।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো। বৃক্ষে ওঠা কখন অভ্যাস নয়, প্রাণে প্রাণে উঠেছেন বাঁচবার উপায় হলো (ছুরিকা গ্রহণ করিয়া ব্যম পাশে শয়ন ; দক্ষিণ হস্তে অসি উরুদেশে লুকাইয়া নয়ন মুদ্রিত)।

(রামদয়াল ও বিশ্বনাথের প্রবেশ)

রাম। একি ! ঘোর খোলা রয়েছে,—অবলাকেও দেখে চিনে—কোথায় গেল,—মনোরমাও দেখি নিদ্রিত।

বিশ্ব। যাবে কোথায় পাছ ঘোরে আমি, সদর ঘোরে তুমি আর বাবা ছিলেন,—কোথায় পালাবে—মনোরমাকে ডাকা বাক্।

রাম। (উচ্চস্বরে) মনোরমা, মনোরমা,—ও মনোরমা ইরির মধ্যে এত ঘুম—বিশ্বনাথ তুই একবার ডাক।

বিশ্ব। (উচ্চতর) তাই ত মনোরমার এত ঘুম। (উচ্চস্বরে) ও মনোরমা, মনো—

রাম। একটু আস্তে ডাক্।

বিশ্ব। তবু ভাল, আমি বলি বুঝি চোঁচাতে পাল্লে না, তাই আমাকে বল্লে।

রাম। তোমার এমনি বুদ্ধিই বটে (উচ্চতর স্বরে) মনোরমা, মনোরমা।

মনো। (কৃত্রিম নিদ্রিত স্বরে) উঁ হুঁ উঁ উঁ —না—না।

বিশ্ব। মনোরমা অবলা কোথায় গেল তাকে এখনও কাট নি কেন ?

রাম। আমাদের কাছে বলে এলে রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে কর্ম করসা—

বিশ্ব । মনোরমা, মনোরমা ।

মনো । অঁ্যা অঁ্যা (সহসা ছুরিকা বাহির করিয়া সম্মুখস্থ রামদয়ালকে কাটিতে উদ্যত) ।

রাম । একি ! মনোরমা—আমি তোমার বড় দাদা আমাকে কাট্—

মনো । অঁ্যা অঁ্যা আ—আ—আপনি ! আপনি সে কোথায় গেল, সে কোথা গেল ?

বিশ্ব । যাবার সময় তোমাকে বলে যায় নি ?

রাম । (সরোষে) এখনও তারে কাটনি কেন ?

মনো । (কৃত্রিম ঘুমের ঘোরে) কি জানি পথে কি বিপদে পড়েছিল তাই বলতে লাগলো আর কাঁদতে লাগলো—

বিশ্ব । তুমি তার কান্না দেখে ভুলে ?

মনো । (সরোষে) আমি তাঁ—তার কান্না দেখে ভুলবো আপনারা তাই বিশ্বাস কল্লেন ?

বিশ্ব । না—না কি বল্ চিলে বল ।

মনো তি—তি—সে কি ছাই পাস বলতে লাগল—আর না ঘুমুলে ত আমি কাথতে পারিনি ।

রাম । তা সত্যত ভায়ের দুঃখ এমন আর কেউ বুঝবে না ।

মনো । তার পর তি—সে বকতে লাগলো, কতক্ষণ জেগে থাকবো ঘুম এলো—যাবে কোথায় (দ্বারের পাশে তাকাইয়া) গাড়ুটা দেখুচিনে বাইরে গিয়ে—গিয়েছে বুঝি । দাদা আসুন (শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া) আসুন খুঁজে দেখি—আপনাদের কাছে মশাল আছে কি ? যদি থাকে শীঘ্র আনুন পালাবে কোথায় ?

রামদয়ালের প্রস্থান ।

বিশ্ব । (জনান্তিকে) মনোরমা নিজ হাতে কাটতে পারেনি, কত দুঃখ কট্—তা হবে না আমাদেরই বুন্ ত ; আমাদের কত ভাল বাসে ও বিধবা হবে বলে, বাবা আবার দুঃখ করে, মার চিকরুণি দেখে কে—

(ত)

আরে, ও হলো আমাদের বুন, আমরা ফাঁসিকাটে কুল বো ও কি বুন হয়ে চোকে দেখতে পারে—মার বড় অনায়াস, তিনি কিছু বোঝেন না তাই এখন কাঁদছেন ।

মনো । কি ছোড় দা মা বুঝি—

রামদয়ালের তিনটি মশাল

লইয়া প্রবেশ ।

এনেচেন, এনেচেন—দেন, দেন—আমার কাছে দেন, আমি জ্বাল্ চি ।
(মনোরমার মশাল জ্বালন) ।

বিশ্ব । আহা ! ভায়ের কাছে স্বামী কোন্ ছার, আমরা যখন মার কাছে কেঁদে তাকে মারবার কথা বোল্লেন, মা কেঁদে ভাস্‌য়ে দিলেন—মনোরমা ত সেখানে ছিল কৈ গুর চোক্‌ দিয়ে এক কোটা জল পল্লো না ।

রাম । মনোরমার মত বুন পেলে ত হয় ।

মনো । বড় দাদা আপনি এইটে নেন, ছোড় দাদা আপনি এইটে নেন, আমি এইটে ; চলুন এখন থুঁজি সে কোথায় যাবে ।

(সকলের প্রস্থান ।



পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

রানপুর গ্রামের সদর রাস্তা

দুই দিক্ হইতে দুই জন রমণীর প্রবেশ ।

প্র, র। ও মা ! এমন ত বাবার কালেও শুনি নি । গেরস্তের মেয়ে হয়ে রেতে রেতে কেমন করে থানায় গেল । কলিকালে হলো কি ! পুরুষে যা না পারে মেয়েতে তাই পারে । কলিকালের মেয়ে কি সাধে বলে, হৃদ বুকের পাটা বটে ; ছি, ছি, ছি, লজ্জা নেই, সরম নেই, ভয় নেই, সোমন্ত বয়েস, যদি রাস্তায় কেও ধর্তো ! মেয়ে মানুষকে কি লেখা পড়া শিকুতে আছে । আবার কাল ভাতার এয়েছে, 'তাকে না বলে কেমন করে গেল । কি, কি তুই তাড়াতাড়ি এই ঝুজ্ গো বেলা কোথায় যাচ্চিস্ ?

ঝি। আমি যাচ্চি বাবার স্বপ্নের বাড়ী, বাবা অনেক কষ্টে বেঁচেছেন, নামা গিয়ে বল্লেন—তুমি এখানে কি কচ্চো ?

প্র, র। আমি মাঠে এইচি তোর বা—

ঝি। চারিদিকে জঙ্গল এখানে মাঠ কোথায় ?

প্র, র। ও ঝি তা নয়, তা নয় । সহরে থাকিস্, মাঠের খবর কি রাখবি ;—তোদের সেখানে যেমন পাইখানা আমাদের তেমনি মাট।—তোর বাবার কি হলো ।

ঝি। পথে তাঁকে ডাকাতিতে ধরেছিল—বাবা আমার বেঁচেছেন এই ঢের । মা কালী—

প্র, র। এইবার গাঁর উৎপাৎ ঘুচবে আর ডাকাতির ভয় থাকবে না বলাও যায় না যে দুবছর । ধন্য হয়ে বটে মনোরমা ।

ঝি। কেন, তিনি আবার কি কল্লেন ।

প্র, র। তোরা কিছু শুনিস্ নি ? রাত্রি ভাইরে ডাকাতি করে বলে, সে

নিজেই রাস্তির করে থানায় এজাহার দিতে যায়, তাই দশ বার গঙা চৌকিদার এখান দিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছিল—আমি তখন মাঠে বসে-ছিলাম ।

(দুইজন চৌকিদারের প্রবেশ, ও প্রথম রমণীর বন মধ্যে গমন)

প্র, চৌ । বনের মধ্যে কে গেল নছিব দেখ্ত ।—ঝি তুমি এখানে কেন ?

ঝি । ডাকাতে আমার বাবাকে মেরেছে আমি তাই দেখতে যাচ্ছি ও মেয়ে মানুষটাকে কিছু বল না ।

ছি, চৌ । উনি ডাকাতের কথা বলছিলেন আমরা ওঁকে চাই, আমরা সেই জন্য এখানে এইচি ।

প্র, র । (বন হইতে বাহির হইয়া রোদনস্বরে) দয় বাবা আমাকে কিছু বল না আমি কারো কোন কণায় থাকিনে বাবা । কাল এত মেয়ে মান্‌ঘির নাম লিখে নিয়ে গেলে কৈ আমার নাম তার মধ্যে পোয়েছ বাবা ।

ছি, চৌ । [কৃত্রিম রোষে] তোমার নাম কি ?

প্র, র । আমার নাম ? (রোদন স্বরে) অঁা অঁা কি হলো হলো

প্র, চৌ । নাম কি বলুন, আমরা কিছু বলবো না ।

প্র, র । অঁা বাবা কি হলো কি হলো ?

প্র, চৌ । নাম বলুন, আপনার কিছু ভয় নেই ।

প্র, র । আমার নাম---নাম পেঁচোর মা ।

ঝি । আর ওকে ছি বল না ও এন্‌নিই ভয়ে মচ্ছে ।

প্র, চৌ । তবে যান আপনি ।

প্র, র । আঃ বাবা বাঁচালে । (প্রথম রমণীর প্রস্থান ।

প্র, চৌ । ঝি তোমার বাবা বেঁচেছেন ত ?

ঝি । কি জানি বাবা আমি তাঁকে এখন দেখিনি, কেমন করে বলবো ।

মাঝা যেমন বলেছেন, তাতে বাঁচলেও বাঁচতে পারেন মাথা---

প্র. চৌ । ঝাক ঝি আমি সকাল বেলা সেখানে যাব ।

(চৌকীদার ঘরের প্রস্থান ।

ঝি । আহা ! মা আমার বা স্বপ্নে দেখেছেন, তাই ঘটেচে, মা কালি আমি তোমাকে চিনির নৈবিদ্য দিয়ে পূজ দেব--মা কালি আমার বাবাকে রক্ষা কর । না অমঙ্গল স্বপ্ন দেখে ঘন ঘন মূছা গিচ্ছিল, বাবার ভাল মন্দ হলে নাও বাঁচবে না---মা কালি---

সেরাজ, রতি মঞ্চলু ও হানিপের প্রবেশ ।

হানিপ্ । ও ঝি, ঝি ! তুমি এই রাত্রি কেনে ঝাচ্চ ? তোমার বাবা কেমন আছে ?

ঝি । আহা ! আমার বাবাকে কে না ভাল বাসে—

সেরাজ । ও ঝি তানার মাপার ঘাভা সেম্লেচে ত ?

ঝি । তা কি জানি । এখনও আমি তাঁকে দেখি নি তোমরা কি আমার বাবাকে রক্ষা করেছ ।

রতি । ঝি মোদের পান চ্যালায় বসে গল্প সল্প কচ্চলাম, এমন সময় উত্তর দিকি বোন একটা চিকুর শোনলাম—ত ঝে ন্যাগের ডাক, তত বুঝতি পাল্লাম না । তার পরই আর একটা চিকুর, শুনিপপর মোরা নাটী নিয়ে দৌড়লাম ; যাতি যাতি হিয়ের সাথে—কি নামডা ভাল—আরে ঐ ঝে গো রমা চৌদুরীর জামাই--তানার সাথে দেখা হলো । তার পর মোদের সাথে করে তিনি তোমার বাবার কাছে গ্যালেন—বড় বাবু তখন ও গ্যাংরাচ্ছিলেন ।

হানিপ্ । মৃমুন্দিরি কদি ধর্তে পাত্তাম এক নাটির বাড়তি নেতাম ।

ঝি । তার পর বাবা তার পর ।

রতি । তার পর তানারে ধরা ধরি করে তানার শৌর বাড়ী নেকে আলাম, দাঙ্গার বাবু বলে বাঁচবে ।

ঝি । আহা ! মা কালি, মঙ্গল কর মা, তা তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলে না কেন ?

হানি। বাড়ী নিরে গেলি কি চিকিৎসা হতো—আর শৌর বাড়ী
সামনে পালে। সেখানে নেকে অ্যালাম।

রাত। আকন খোদাতালা করুক তিনিতি বাঁচুক মোদের—

সেরাজ। চল, চল তানারে দেখে আসি। (প্রস্থান।)

—৫০ঃ—

পঞ্চম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—০—

রমানাথ চৌধুরী, সদর বাড়ী ।

অবলাকাস্ত, নরেন্দ্র, বিনোদ, বিপিন, চারু ভদ্রেশ্বর,
ও ইনেন্স্পেক্টর আসীন ।

(অবগুণ্ঠনাত্মক মনোরমা পাঠ্যৈক দেশে উপবিষ্টা,
গবাক্ষ দ্বারে, হরিদাসী, চন্দ্রমুখী ।)

নরেন্দ্র । মনোরমা ! তোমারই নারীজন্ম সাধক ! তুমি স্বীয় পতিকে
অপূর্ব প্রত্যাশায় মতিহের বলে শমনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া—কত
শত লোকের জীবন রক্ষা করিলে—কত শত কুল-ললনার সর্বস্ব ধন
পতির জীবন দান করিলে । এই পাপ কলুষিত পল্লিতে তোমার পদা-
র্পণ হওয়ায়, পল্লি চরিতার্থ হইল—পবিত্র হইল। ভগ্নি ! শুভক্ষণে
তুমি আসিয়াছিলে, শুভক্ষণে তোমার হৃদয় সখার পদধূলি এই পাপ
পুরিতে পড়িয়াছিল । গ্রাম এতকাল দুঃখ তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তোমার
আগমনে—তোমার নাথের আগমনে—সুখের স্বর্ঘ্য উদয় হইল। তুমি
আপন গর্ভধারিণীর মুখ পানে চাহিলে না,—পিতার ক্রন্দন ধ্বনি তোমার
কর্ণে প্রবেশ করিল না,—স্বীয় জীবিত নাথকে দুর্জয় মারাত্মক বিপদ

হইতে উদ্ধার করিলে ভগ্নি ! যখন কৃতান্ত সমান ভ্রাতৃদ্বয় তোমাকে শেল সম কথা বলিতে লাগিল তুমি অলৌকিক ঐশিক বলে রোদন সম্বরণ করিয়া—কৃত্রিম ভক্তি দর্শাইয়া বলিয়াছিলে “চিন্তা কি” । দূরন্তেরা সেই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তোমার দ্বারাই তোমার জীবন সর্বস্ব অবলাকান্তের বিনাশের চেষ্টা পাইল—পিশাচেরা যদি তোমারহাতে ভার না দিত,—তোমার জীবিত-নাথ কখনই জীবিত থাকিতেন না, ঘোর পাপময় পল্লির শাস্তি হইত না । ভগ্নি ! তুমি স্বীয় পতিকে বৃকো-পরি রাখিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে যেন অকৃত্রিম ভক্তি দেখাইয়া মুগ্ধ করিলে—আশ্চর্য্য করিলে !! মশাল জালিয়া নিজেই অনুসন্ধানে অকৃত্রিম যত্ন দেখাইলে,—ক্রমে এ বন সে বন, অনুসন্ধান করিতে করিতে পাগ-লিনীর ন্যায় থানায় গিয়া সংবাদ দিলে,—বঙ্গীয় মহিলাগণের অভেদ্য শৃঙ্খল মানিলে না । তোমার গর্ভধারিণীর পর্য্যবসিত গর্ভ পবিত্র হইল । সত্যোদ্ভব পরাকাষ্ঠা তুমিই দেখালে—তুমি গ্রামের মুখোজ্জল করিলে, সমস্ত বঙ্গভূমির মুখোজ্জল করিলে । তুমি—

রমানাথ,, রামদয়াল ও বিশ্বনাথকে বন্ধন করিয়া

কনেটবলদিগের প্রবেশ ।

বিশ্ব । উহু হু, আর মারিস্‌নে—যে করে বেঁধেছি—এতেই আমাক্ষ হয়ে গিয়েছে ।

রাম । হুজুর আমাদের খামকায় বাঁধলেন কে—

ক, ন । চোপরাও খামকায় বাঁধলেন কেন (লাঠীর গুত)

(গবাক্ষ দ্বার হইতে হরিদাসীর প্রস্থান ।

(চন্দ্রমুখীর মনোরমাকে ঈর্ষিত মনোরমার প্রস্থান ।

রমা । মনোরমা তোমার মনে এই ছিল মা—আমার এই শেষ দশ—

ক, ন । রেখে দে তোর শেষ দশা (লাঠী মারিতে উদ্যত)

বিনো । ওরে বুড়ো মানুষকে মারিস্‌নে, যে করে বেঁধেছি—ওতেই—

চারু । বুড়োর মিষ্টি কান্নায় বিনোদ বে গলে গেলে—হরিনাথকে

অমনি করে বেঁধে আস্তো তবে আমার আনন্দে—আমার মুখে শ্যাল কুকুর কাস্তো ।

ইন । হরিনাথকে কি এখনও ধর্তে পারে নাই ?

ভদ্র । সে কি কম জলের মাছ, শীত্র ধরা যায় ঘাটের কাণ্ড শুনেই চম্পট করেছে ।

চারু । কোথায় পালাবে ইংরেজের শাসন যমের মুঁ ফোটবার ঘো নেই তা হরিনাথ ত হরিনাথ—

ইন । আমি কালই এ সমস্ত বিষয় থানায় থানায় রিপোর্ট করেছি, আজ হোক কাল হোক ধরা পড়তেই হবে ।

অব । মহাশয় আপনারা কি বল্চেন ।

বিনোদ । গ্রামের অবস্থার কথা আপনি কি শুনেছেন । পল্লিগ্রাম নাট্রেই এইরূপ ঘটনা নয়ন গোচর হয় । চাষাদিগের মধ্যে যেমন একজন করে মোড়ল থাকে—সেই হর্ত্তা, সেই কর্ত্তা, সেই বিধাতা, সেই যা কর্কে সকলেই তাই কর্কে—সেইরূপ পল্লিগ্রামে যাঁরা ভদ্র—অথবা ভদ্র বলে পরিচয় দেন সেইরূপ দুই এক জন বিধাতা পুরুষ আছেন—সেই বিধাতা পুরুষ যা কর্কেন সকলকেই তাই কর্ত্তে হবে,—তিনি যদি ভাল হন—ভাল গ্রায়ই পাওয়া যায় না—তবে গ্রামের মজল, নতুবা গ্রাম চিরপাপ পক্ষে নিপতিত হয় । যাঁরা গ্রামের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা পান, তাঁদের গ্রামে বাসই দুষ্কর হয় । বিধাতাপুরুষগণের কথা কার সাধ্য অবহেলা করে । হরিনাথ ভট্টাচার্য যাঁর জন্য এ কথা উঠল, তিনি এই গ্রামের একজন বিধাতাপুরুষ এঁর কাছে বারইয়ারির চাঁদা, না দাও গ্রাম হতে উঠে যাও, উঠে যাও মুখে বলেন না, পাকে চক্রে বলান, ফলার না দিলে গাঁজা খোর, মদ খোর ইত্যাদি । বিধবাবিবাহের কপায় কানে হাত দেন, কিন্তু তাঁর কর্ত্তক তাঁরই গৃহে কত জগ হন্য হয়েছ তার সংখ্যা নাই । আমাদের অনেক প্রযত্নে একটা নষ্ট শিশু পাওয়া যায়,—

নরেন। বিনোদ কাস্ত হও অবলাকাস্ত বাবু সমুদয় বুঝেছেন আর বেশী বলতে হবে না ।

চারু। বিপিন তুমি নিরব কেন? বেণী দাদা ত অনেক মুস্থ হয়েছেন ।

অব। বেণী আমার পরম বন্ধু দুদিন কথোপকথনে একরূপ প্রণয় অতি কম্ লোকের সহিত হয়েছে,—বেণি বাবুর আশ্বাস বাক্য শুনেই আমি প্রিয়তমাকে দেখিতে আসি,—এত দূর হবে অগ্রে জানিলে কখনই আসতুম না। যাক্ এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় উভয়ের জীবন রক্ষা হয়েছে মঙ্গলের বিষয় ।

বিপি। তিনি এখন অনেক মুস্থ হয়েছেন বটে—কিন্তু উৎখান শক্তি রহিত, মস্তকে ঘেরূপ আঘাত পান, যদি সেই স্থানে আর এক লাঠী—পড়িত—তা হইলেই তাঁর জীবন শংসয় হতো। যে ঔষধ দেওয়া যাচ্ছে তাতে শীঘ্র আরাম হইতে পারেন। তবে দুদিন যাবৎ উঠতে বসতে ক্লেশ হবে। আপনার আকস্মিক মারাত্মক বিপদ ও আপনার সহধর্মিণীর অসাধারণ বুদ্ধি বলে তাহা হইতে উদ্ধারের কথা শুনে তিনি নিজেই আগতে উদ্যত হন, কিন্তু আমার নিষেধ বাক্যে আমাকেই আগতে বলেন পরক্ষণেই আমার ভগ্নী শশিমুখী তথায় গেলেন ।

নরেন। তাঁকে এই সময় আনাই শ্রয়ঃ ছিল। গত রাত্রে উভয়েই গরগাপন্ন হন, সূর্যোদয় হইতে হইতে ঈশ্বর ইচ্ছায় উভয়ের মন বিকসিত হইল, এ সময় তিনি উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে, আমাদের আনন্দের অসম্পূর্ণতা থাকিত না ।

বিপি। ভাল আশি তবে যাই ।

নরেন। শশীমুখী আবার মনোরমার সৈ,—তিনি এতক্ষণ এ সমুদয় ঘটনা শুনেছেন, যদি বেণীবাবু আসেন,—আসেন কি অবশ্যই আসবেন, তিনি কখনই থাকিতে পারিবেন না, দেখ বাড়ীর কেহ যেন প্রতি বন্দক না দেন ।

বিপি । সেটা বড় কঠিন ব্যাপার, এ পাড়া—

নরেন । আজ গ্রাম অবাক্‌ তুমি যাও, ভদ্রেশ্বর বিপিনের সঙ্গে যাও

উভয়ের প্রস্থান

(চুনিলালকে বন্ধন করিয়া এক জন
চৌকীদার, ভোলানাথ, কাশীশ্বর, ও
অন্যান্য গ্রাম বাসীর প্রবেশ)

অব । ইনিই কি হরিনাথ ভট্টাচার্য্য ?

চারু । যে বন্ধন দশায় আছে ? ও বেটা তার চেলা । না—না
চেলা কেন (চিস্তিত ভাবে) সম্বন্ধটা ঠিক কর্তে পাচ্চিনে—ভায়ারা ভাই
ভাই কি—না—না ভায়ারাতাই কেন—মহাশয় একটা স্ত্রীর দুটা পতি
থাকলে উভয়ে কি সম্পর্ক হলো ? ও বেটা জাতিতে বণিক কিন্তু সম্পর্কে
ঐ—ঐ রকম ।

নরেন । (সহাস্যে) চারু সম্পর্ক ঠিক কর্তে গিয়ে ভায়ারাতাই করে
দিলে ।

চারু । কি জানি ভাই ভায়ারাতাই কাকে বলে জানিনে, জানবোও না ।

নরেন । চারু বিয়ে বিয়ে করেই অস্থির ।

চারুর তোমাদের মত হলে ভাবনা কি ছিল,—আমার কুল কর্তে হবে—
পর্য্যে ঘোটে না । (সচকিতে) ওহে এক স্বামীর দুই স্ত্রী হলে বুঝি
সতীন হয়,—আর এক স্ত্রীর দুই স্বামী হলে কি স—স—সত্য—না । কি
হয় জান না তোমারা আবার বিয়ে করেছ । (দেখিয়া) আজ্ঞে এই
যে কাশীশ্বর খুড়ো, ভোলানাথ ডো,—আজ আপনারা এখানে কেন
দোকানঘর কেলে এখানে !! আমুন আমুন বসুন বসুন—আপিনাদের
ভট্টাচার্য্য কোথায় গেলেন ? আজ্ঞে বসুন বসুন ।

মনোরমমা ও শশিমুখী পরস্পর পরস্পরের
কণ্ঠে হস্ত দিয়া দণ্ডায়মানা ও অন্যান্য ।

এ., প্রতিবাসী । চুনিলাল বোদ্ধিদের ভাড়া পাতকের মধ্যে
পালিয়ে ছিল ।

কাশী । তোমরা যে গ্রামের হিত সাধনের জন্য বহুবান্ আছ আমরা
তা বিলক্ষণ বুঝি ।

চারু । আজ্ঞে মশায় কেমন করে বুঝলেন ? অনেক কাল হতে লুচির
বিরহটা ত ভোগ কচ্চেন ! দুর্ভিক্ষ হয়ে পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যে কারো বাড়ী-
ইন । মশায় অধিক বেলা হলো, সকলকে খানায়---

চারু । মহাশয় ! কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করুন এমন আনন্দের দিন
আর হবে না ।

কাশী । (সরোষে) আমরা কি কেবল কলার খুঁজি ।

চারু । আজ্ঞে তা আর একবার করে ।

নরেন । চারুর কথায় কথায় আজ্ঞেটী আছে ।

(হরিদঙ্গীর ক্রন্দন ও গবাক্ষ দ্বার হইতে

সকলের প্রস্থান ।

চারু । আজ্ঞে উরির জোরেই বেঁচে আছি, নতুবা খুড়ো মহাশয়দিগের
কাছে বসবের যো নাই ‘ আজ্ঞে কুরুলেই বাড়ী দোড়ুতে হয় । (বণি-
ককে দেখিয়া) ও চাদ অমন করে পিট্ পিট্ করে তাকাও কেন ।

কাশী । চারু তোমার মত দোচকা ত ভুজারতে নেই ।

চারু । আজ্ঞে আপনার কলার হলেই ত হলো ! তা এমন আনন্দের
দিন যদি না হয় তবে---

(শান্তমণির প্রবেশ ।)

শান্ত । অবলাকান্ত বাবু একবার বাড়ীর ভিতর আসুন ।

(শান্তমণি ও অবলাকান্তের প্রস্থান ।

নরেন। কেমন বিধবাবিবাহ উচিত কি না এখন স্বীকার করেন ত ?
ভো। গতিকে ।

চারু। বৎসর হিসাবে ।

বিনোদ । সে কেমন ভাবে প্রকাশ করে বলি ।

গোকুল আধার করি, মধুপুরে গেলে হরি,
কেমনে রাই পাসরি, ধরিবে জীবনে ।

ব্রজের রাখালগণ, কাণু বিনে অগুণ্ণ,
ভাষাইবে ছনয়ন, দুঃখের জীবনে ।

মধুপুরে মধু যাবে, এওঁক চে প্রাণে সবে,
আশাপথ চেয়ে রবে, যত দিন হবে ।

দুর্জ্জন অক্রূরে কত, গালি দিবে অবিরত,
বিলম্ব হইবে যত কাঁদিলে নিরবে ।

কাশী। (সরোবে) এমন স্থানে ভদ্র লোকের আশাই অন্যায,
ছোঁড়াগুলো একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে ।

চারু। আজ্ঞে মশায়, এইরূপ অধঃপাতে যদি সকলে যায় তবেই
পল্লিগ্রামের নিস্তার ।

ভো। চারু তোমার মনে এতদূর ছিল ?

চা। আজ্ঞে মশায়, এতদূর ছিল ।

কাশী। এস হে ভোলানাথ ভায়া বাওয়া যাক (যাইতে উদ্যত) ।

চা। আজ্ঞে মশায় করেন কি (হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ) পাত
পাতানি হলে বলে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করুন । “ চুনিলাল একবার তামাক
দাও ।

কাশী। চারু তুমি বড় বোলক !

চারু । আজ্ঞে মশায় তবে কি আমার বিয়ে হবে না ?

নরেন । চারুর ঐ ভাবনা বড় ।

চারু । আমার মত শান্ত, সুবোধ কি আছে ? আমার বিয়ের ভাবনা কি ? কেমন খুড়ো মশায় আমার বিয়ের ভাবনা কি ?

ভো । চারু যে জ্বালিয়ে মাল্লে ।

চারু । আজ্ঞে মশায় ! লুটির গোচ্ দেখলে সব জ্বালা মানিয়ে যাবে ।

ভো । তুমি আমাদের নেহাত ফলারে বামন কল্লে যে ।

চারু । আজ্ঞে মশায় বলেন কি—

লুচি কচুরি শিঙ্গেড়া গজা ; মোহনভোগ গরম পটল ভাজা, থৈচুর
মতিচুর, চাটনি আনচুর, বঁদে জিলাপি পাস্তা খাজা । লালমোহন বর্জ-
মানের ওলা, কোথা ব্রহ্মময়ী বন্দিবাটার কলা, উনরি বিরখণ্ডি করাস-
ডাঙ্গার মুণ্ডি, দিল্লীর নাগরা কৃষ্ণনগরের সরভাজা ।

বিনোদ । চারু এ গান কোথায় শিখলে দিল্লীর নাগরা কি একটা
খাদ্য খাদকের মধ্যে ?

চারু । সময় বিশেষে হয় ।

(হরিনাথকে বন্ধন করিয়া)

এক জন চৌকীদারের ও সেরাজের প্রবেশ)

(উৎখিত হইয়া) এই ত—বটে । আস্তে আস্তে হোক আসুন---
বসুন । আজ্ঞে মহাশয় কোথায় পালিয়েছিলেন,---(কর জোড়ে) আসুন
আসুন আমরা ভেবেই খুন হয়ে ছিলাম ।

কাশী । একে বন্ধন জ্বালায় অগ্নির তাতে বাক্য যন্ত্রণা দাও কেন ।

চারুর । (রোদন স্বরে) আহ---হা আমার আনন্দে বুক ফেটে গেল ।

সেরাজ । কর্ত্তা বড় ঠাউর ঘোর গৈলি লুইকেলেন । চৌকীদার
দেখতে পেয়েলো ।

বেণীমাধবকে কোলাকুলী করিয়া শুভ্রেখর ও
বিপিনবেহারীর প্রবেশ ।

অপর দিক হইতে অবলাকান্তের প্রবেশ ।
(গবাক্ষ দ্বারে মনোরমা শশিমুখী ও অন্যান্য)

অবলা । কি বা শুভক্ষণে রবি উদেছিল আজ রে,
 মরি কি সুক্ষণে ।

এই ছিল হাহাকার, 'এই সুখ পারাবার,
 উথলিল মনে ।

দুঃখের নয়ন জল, সুখে হলে ছল ছল,
আনন্দ সলিলে এবে ভাসিল সংসার,
অনুপম মনোরম শান্তির আধার ।

ধন্য জগদীশ তব মহিমা অপার হে,
 মহিমা অপার ।

তোমার মহিমা বলে, মজি আজ কুতুহলে,
 দেখিছু সংসার ।

দাবানলজ্বালি নাথ, প্রসারি আপন হাত,
শনিমে অগতপতি—বাঁচালে আমায় ।

ধন্য কীর্তি মনোরমা রাখিলে ধরায় ।

বেণী । ভাই অবলাকান্ত, তুমি আমার জীবন দান দিয়াছ আজন্ম
আমি তোমার ঋণে বদ্ধ থাকিলাম । তুমি নিজের প্রাণ সংশয় করিয়াও
দুর্দান্ত দম্ভাদিগকে প্রহার করিয়াছিলে, সে সময় তুমি প্রতিবন্ধক না
দিলে, দুরাচারেরা নিশ্চয়ই ছুরিকা দ্বারা আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিত—

আমি জন্মের মত বাইতাম শশিমুখী জন্মের বাইতেন, শশিমুখী আজী-
বন তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলেন আমি থাকিলাম ।

চারু । (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) বেণী বাবু রাগ করবেন না
এত লোকের মধ্যস্থলেক্ত্রীর নামটা ধোলেন ।

বিনো । স্ত্রী ত আর ভাসুর নয় ।

চারু । ভাসুর নয়, ভাসুরের রমা ।

অব । মহাশয় আমা হতে আপনাদিগের গ্রামের কিছু উপকার হইল,
কিন্তু এক বিষয়ে মর্মান্তিক দুঃখ থাকিল । ছোট বোর বিষয় আমি যত
দূর অবগত আছি আপনারা বোধ হয় ততদূর অবগত নন । এমন অবলা
সরলা রমণী অতি বিরল—মনোরমার বিশেষ মেহের পাণ্ডী আদরের
সামগ্রী । বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে তাড়না করিতেন, স্বামী কথায় কথায়
প্রহার করিতেন, এবম্প্রকারে ব্যবহৃত হইয়াও সরলা অবলা স্বামীকে
অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, কখন কাহারো মুখ তার দেখিতে পারি-
তেন না । তার দুঃখ দেখিয়া মনোরমাকাঁদিলে অমনি সকল কান্না
ভুলিয়া মনোরমাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেন ।

নর । মহাশয় সে জন্য অনর্থক দুঃখ করিবেন না, এ দুঃখ থাকা
সুখের বিষয়, পল্লিগ্রামে স্ত্রী শিক্ষার অভাবই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ উৎপাদন
করে । আপনার মনে এ দুঃখ থাকিলে পল্লিগ্রামে স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী প্রচা-
রিত করিবার জন্য আপনার বিশেষ যত্ন থাকিবে ।

ইন । মহাশয় আর বিলম্ব করিতে পারি না, বেলা হলো সকলকে
ধানায় চালান করি ।

অব । ছোট বোঁকে মনোরমা আমাদের বাড়ী লয়ে যেতে চান—
আপনাদিগের কি অভিমত ।

বিনো । এক্ষণে । কর্তব্য কর্ম বটে ।

ইন । মহাশয় আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না ?

চারু । (হরিনাথকে দেখিয়া) আজ্ঞে মহাশয় আমার বিষয় ঘট-

কালিটে কে করবে ? আপনি মনোযোগ না কলে যে বংশের নাম থাকবে না ।

নর । চারু কাস্ত হও শুভাচার্য্য মহাশয় বিধবাবিবাহে এখন আপ-
নার কি মত ।

হরি । আমাকে যদি এ দায় হতে রক্ষা করাবা তবে মত দিতে পারি ।

চা । সহজে না ।

ভদ্র আপনার মতে ত সকলই হবে ।

ইন । (কনেটবলদিগকে) তোমরা সকলকে থানায় চালান দাও ।

রাম । মহাশয় আমাদের খামকায় বাঁধলেন কেন ?

নর । অবলাকাস্ত বাবুর ত একবার থানায় যাওয়া আবশ্যিক ।

ইন । না ; আবশ্যিক করে না আমি স্বয়ং আসিয়া সকলকে মশাল
সহিত ধৃত করিয়াছি অন্যান্য প্রমাণ আপনাদিগের দ্বারা ই হইবে ।
—তবে মহাশয় সকলকে এখন থানায় চালান করি ।

চা । (উত্তীর্ণ হইয়া) চল, বে চল ।

(সকলের প্রস্থান ।

যবনিকাপতন ।

সমাপ্ত ।

